"অর্থনীতি ও ভূমি ব্যবহারের মিথস্ক্রিয়াঃ বেনাপোল-যশোর হাইওয়ে করিডোর প্রেক্ষাপট"

গবেষণা প্রতিবেদন

জুন ২০১৭

নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মুখবন্ধ

২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের পরিচালিত গবেষণা কার্যক্রমসমূহ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে গঠিত অডিটোরিয়াল কমিটি "অর্থনীতি ও ভূমি ব্যবহারের মিথস্ক্রিয়াঃ বেনাপোল-যশোর হাইওয়ে করিডোর প্রেক্ষাপট" শীর্ষক গবেষণাটি সংশোধন, পরিমার্জন ও পুনর্গঠনে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সুপারিশমালা দিয়ে সহায়তা করেছে। তথাপি গবেষণার ধারণা (Concept), কার্যপদ্ধতি এবং গবেষণা প্রতিবেদন গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনাকারীর একান্ত নিজস্ব। নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর শুধুমাত্র প্রশাসনিক ভূমিকা পালন করেছে।

আহ্বায়ক/সভাপতি
অডিটোরিয়াল কমিটি

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আমরা অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, বাংলাদেশের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক এলাকায় প্রথম অর্থনৈতিক করিডোর প্রকল্প "প্রিপারেশন অব ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান ফর বেনাপোল যশোর হাইওয়ে করিডোর" এর অংশ বিশেষ এর উপর, "অর্থনীতি ও ভূমি ব্যবহারের মিথস্ক্রিয়াঃ বেনাপোল যশোর হাইওয়ে করিডোর" শিরোনামে একটি গবেষণা কার্যক্রম সফলভাবে সম্পন্ন করেছি।

এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি নির্বাচন ও সার্বিক সহযোগিতা, দিক নির্দেশনায়, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের সম্মানিত পরিচালক ড.খুরশীদ জাবীন হোসেন তৌফিক এর অবদান কৃতজ্ঞতাচিত্তে স্মরণ করছি। এ গবেষণা কর্মকান্ড সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে উৎসাহ ও প্রেরণায় কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক (গওস) (অঃদাঃ) জনাব আহমেদ আখতারুজ্জামান কে, তিনি বিভিন্ন সময়ে উক্ত কাজের বিষয়ে তাৎক্ষণিকভাবে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়েছেন, যা গবেষণা কর্মকান্ড বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ বেনাপোল পৌরসভার মেয়র মহোদয়, কাউন্সিলর ও দৈনিক বেনাপোল প্রতিদিনের সম্পাদক এর নিকট। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি বেনাপোলের স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এর প্রতি যারা মূল্যবান মতামত দিয়ে গবেষণা কার্যক্রমকে সাফল্যমন্ডিত করেছেন। এছাড়া কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ প্রকাশ করছি নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের যে সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী গবেষণা কাজে সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রতি।

সার সংক্ষেপ

যশোরের অর্থনীতির অন্যতম প্রধান নিয়ামক বেনাপোল স্থল বন্দর যা শার্শা উপজেলার সীমান্তবর্তী গ্রাম বেনাপোলে অবস্থিত। ভারত বাংলাদেশ বাণিজ্যের সিংহভাগ এর মাধ্যমে সংঘটিত হয়। বেনাপোল স্থলবন্দরের ওপারে আছে পেট্রোপোল সরকারী আমদানী শুল্ক আহরণে বেনাপোল স্থল বন্দরটির ভূমিকা তাৎপর্যপূর্ন। এখানকার মানুষের জীবিকার অন্যতম উৎস বেনাপোল স্থল বন্দরের কাস্টম ক্লিয়ারিং এজেন্টের কাজ। বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বাণিজ্যের সিংহভাগ শেয়ার এই বন্দর দিয়ে পরিচালিত হয়। স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষের মতে ভারত থেকে মোট আমদানিকৃত পণ্যের প্রায় ৯০ শতাংশ বেনাপোল দিয়ে আসে। ১৯৯৬-৯৭ অর্থবছরে বেনাপোল স্থল বন্দর হতে রাজস্ব ছিল ৫ বিলিয়ন টাকার কাছাকাছি, বর্তমানে এটা ৮.৫০ বিলিয়ন টাকা (উৎসঃ দৈনিক সংগ্রাম,০৯ নভেম্বর ২০১৬)। "অর্থনীতি ও ভূমি ব্যবহারের মিথস্ক্রিয়া বেনাপোল যশোর হাইওয়ে করিডোর" প্রেক্ষাপট গবেষণাটির মাধ্যমে, গবেষণা এলাকার ভূমি ব্যবহারের পরিকল্পনা ও অর্থনীতি উন্নয়নের বাস্তবায়ন বিষয়ে ধারণা সুসংহত হবে।

গবেষণা এলাকা হিসেবে বেনাপোল পৌরসভার ওয়ার্ড ০১, ওয়ার্ড ০৭,ওয়ার্ড ০৮ এবং ওয়ার্ড ০৯ নির্বাচন করা হয়েছে। অর্থনীতি ও ভূমি ব্যবহারের মিথস্ক্রিয়া বেনাপোল যশোর হাইওয়ে করিডোর প্রেক্ষাপট গবেষণাটির মাধ্যমে গবেষণা এলাকার অর্থনৈতিক কাঠামো এবং এর পরিবর্তন প্রক্রিয়া নিরুপণ করা হয়েছে, গবেষণা এলাকার অর্থনীতি ও ভূমি ব্যবহারের মিথস্ক্রিয়ার ফলাফল নিরুপণ করা হয়েছে এবং গবেষণা এলাকার গতিশীল অর্থনৈতিক অবস্থার আলোকে ভূমি ব্যবহার উন্নয়নে সুপারিশ করা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যুরো অব স্ট্যাটিসটিকস (বিবিএস) ১৯৯১, ২০০১ এবং ২০১১ এর আদমশুমারী হতে ওয়ার্ডভিত্তিক বেনাপোল পৌরসভার জনসংখ্যা সংক্রান্ত তথ্য এবং নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত বেনাপোল যশোর হাইওয়ে করিডোর প্রকল্পের জিআইএস ডাটাবেইজ ইত্যাদি সেকেন্ডারী উৎস থেকে গবেষণার প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়া ফোকাসড গ্রুপ ডিসকাশন (এফজিডি) এর মাধ্যমে গবেষণা এলাকার ভূমি ব্যবহার এবং বেনাপোল স্থল বন্দরের কার্যক্রম বৃদ্ধির কারণে গবেষণা এলাকার ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তন সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়া মাঠ জরিপের মাধ্যমে গবেষণা এলাকার জনগণের পেশা এবং পেশার পরিবর্তন সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

গবেষণা এলাকার জনগণের কৃষি পেশা থেকে অ-কৃষি পেশায় পেশার পরিবর্তন জড়িত। অর্থনীতি ও ভূমি ব্যবহারের মিথস্ক্রিয়ার ফলে পূর্বের পেশার পরিবর্তন হয়েছে। বেনাপোল স্থল বন্দর এর কার্যক্রম এবং অর্থনীতি ও ভূমি ব্যবহারের মিথস্ক্রিয়ার ফলে বৃদ্ধির ফলে বাণিজ্যিক শহর এলাকার সম্প্রসারণ হচ্ছে।

গবেষণাটির মাধ্যমে বেনাপোল পৌরসভা, সর্বোপরি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বেনাপোল স্থল বন্দরের গুরত্ব জানা সম্ভব হয়েছে। অর্থনীতি ও ভূমি ব্যবহার মিথস্ক্রিয়া শিরোনামে গবেষণাটি অত্যন্ত ক্ষুদ্র পরিসরে হলেও ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব সম্পর্কে ধারণা পাওয়া গিয়েছে।

গবেষণা টীম

ক) প্রতিবেদন প্রণয়ণেঃ

১. জনাব খবির উদ্দিন আহমেদ, অর্থনীতিবিদ
২. জনাব মোহসিনাত নাসরিন, প্ল্যানার

খ) সহযোগিতায়ঃ

১. জনাব মাকসুদা আক্তার- নক্সাকার মান-৩
২. জনাব মশিউর রহমান-রেখাকার
৩. জনাব সুমিতা বড়ুয়া- সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর

শব্দ সংক্ষেপ (Acronyms)

ADB	Asian Development Bank
BBIN MVA	Bangladesh, Bhutan, India, Nepal Motor Vehicle Agreement
BCIM	Bangladesh, China, India, Myanmar Forum
BBS	Bangladesh Bureau of Statistics
BIMSTEC	Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation
BRC	BIMSTEC Road Corridor
BWC	Bangladesh Ware Housing
FGD	Focused Group Discussion
SHC	SAARC Highway Corridor
UN-ESCAP	United Nations Economic and Social Commission for Asia and Pacific
UDD	Urban Development Directorate

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্টা নং
মুখবন্ধ	i
কৃতজ্ঞতা স্বীকার	ii
সার সংক্ষেপ	iii
গবেষণা টীম	iv
শব্দ সংক্ষেপ	v
সূচীপত্র	v-vii
অধ্যায় ০১: ভূমিকা	পৃষ্টা নং
১.১ গবেষণার পটভূমি	০১
১.২ গবেষণা এলাকার পরিচিতি	০২
১.৩ গবেষণার লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য	০৪
১.৪ গবেষনার সীমাবদ্ধতা.	০৪
১.৫ গবেষণার যৌক্তিকতা	০৪
অধ্যায় ০২: গবেষণার পদ্ধতি	০৫-০৬
২. গবেষণার পদ্ধতি	০৫
২.১ গবেষণার বিষয় নির্বাচন	০৫
২.২ গবেষণার এলাকা নির্বাচন	০৫
২.৩ গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	০৫
২.৪ গবেষণার পদ্ধতি	০৬
২.৫ বিশ্লেষণ	০৫
২.৬ সংশ্লিষ্টতা নিরুপণ (Synthesis)	০৫
২.৭ ফলাফল	০৫
২.৮ রিপোর্ট	০৫
অধ্যায়ঃ ০৩ গবেষণার গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সমুহের পর্যালোচনা	০৭
৩.১ বেনাপোল-স্থল বন্দর	০৭
৩.২ বেনাপোল-যশোর হাইওয়ে করিডোরের অর্থনৈতিক গুরুত্ব	০৭-০৮
৩.৩ এশিয়ান হাইওয়ে ও বেনাপোল স্থল বন্দর বেনাপোল-যশোর হাইওয়ে করিডোর	০৯
৩.৪ BBIN মোটরযান চুক্তি	১০
৩.৫ সার্ক হাইওয়ে করিডোর	১০
অধ্যায়ঃ ০৪ ফোকাসড গ্রুপ ডিসকাশন বিশ্লেষণ	১০
৪.১ ফোকাসড গ্রুপ ডিসকাশন ০১	১১
৪.২ ফোকাসড গ্রুপ ডিসকাশন ০২	১১-১২
৪.৩ ফোকাসড গ্রুপ ডিসকাশন (FGD)- ০৩	১২
৪.৪ ফোকাসড গ্রুপ ডিসকাশন (FGD)- ০৪	১২
অধ্যায় ০৫ঃ ১৯৯১-২০১৬ আয়ের প্রধান উৎস এর তুলনামূলক বিবরনী	১৩
৫. ১৯৯১ সালের বেনাপোল ইউনিয়নের আদমশুমারীর অনূযায়ী আয়ের প্রধান উৎস	১৪
৫. ১৯৯১ সালের বেনাপোল ইউনিয়নের আদমশুমারীর অনূযায়ী আয়ের প্রধান উৎস	১৪
৫.১.১ বড় আচড়া ওয়ার্ডের জনসাধারণের আয়ের প্রধান উৎস	১৫
৫.১.২ ছোট আচড়া ওয়ার্ডের জনসাধারণের আয়ের প্রধান উৎস	১৫
৫.১.৩ বেনাপোল ওয়ার্ডের এলাকার জনসাধারণের আয়ের প্রধান উৎস	১৬
৫.২.৪ সাদীপুর ওয়ার্ডের জনসাধারণের আয়ের প্রধান উৎস	১৬
৫.৩ প্রিপারেশন অব ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান ফর বেনাপোল যশোর-হাইওয়ে করিডোর প্রকল্পের আর্থ-সামাজিক জরিপ বিশ্লেষণ	১৭
৫.৩.১ আর্থ-সামাজিক জরিপ অনুযায়ী ওয়ার্ড ০৭ এর জনসাধারণের আয়ের প্রধান উৎস	১৭

৫.৩.২ আর্থ-সামাজিক জরিপ অনুয়ায়ী সাদীপুর ওয়ার্ড এর জনগণের আয়ের প্রধান উৎস ১৮
৫.৩.২ আর্থ-সামাজিক জরিপ অনুযায়ী ওয়ার্ড ০৯ (বড় আচড়া) এবং ওয়ার্ড ০৮ (ছোট আচড়া) জনসাধারণের আয়ের প্রধান উৎস ১৮

অধ্যায়ঃ ০৬ বর্তমানে বেনাপোল স্থলবন্দর এলাকার বর্তমান অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ২০-২১
অধ্যায় ০৭: গবেষণা এলাকার পেশা পরিবর্তন ও অভিবাসনের তথ্য ২২-২৬
অধ্যায়ঃ ০৮ ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তন ২৭
৮.১ ২০০০-২০১৭ সালের ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তন ২৭
৮.১ ২০০০-২০১৭ সালের বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তন ২৭
৮.২ কৃষি ক্ষেত্রে ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তন ২৮
৮.৩ আবাসিক ক্ষেত্রে ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তন ২৯
৮.৪ সেবার ক্ষেত্রে ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তন ২৯
অধ্যায় ০৯ : ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তনের কারণ ৩৩-৩৪
অধ্যায় ১০ : অর্থনীতি ও ভূমি ব্যবহারের মিথস্ক্রিয়া ৩৫
১০.১ বেনাপোল স্থল বন্দর এলাকায় অর্থনীতি ও ভূমি ব্যবহারের মিথস্ক্রিয়া ৩৫
১০.২ হাকুর নদীর উর্ধ্ব অববাহিকা (ভারতের অংশ) বাঁধ প্রভাব ৩৬
১০.৩ অর্থনীতি ও ভূমি ব্যবহারের মিথস্ক্রিয়ার ফলাফল ৩৭-৪১
অধ্যায় ১১ : সুপারিশমালা ৪২
অধ্যায় ১২ : উপসংহার ৪৩
তথ্যসূত্র ৪৪
পরিশিষ্ট ৪৪-৫৪

টেবিলের তালিকা পৃষ্টা নং

টেবিলঃ ০১ পৌরসভার জনসংখ্যার তথ্য ০২
টেবিলঃ ০২ বেনাপোল স্হলবন্দরের ভূমি অধিগ্রহণের ইতিহাস ০৭
টেবিল ০৩: ১৯৯১ সালের বেনাপোল ইউনিয়নের আদমশুমারীর অনুযায়ী আয়ের প্রধান উৎস ১৪
টেবিল ০৪: বেনাপোল যশোর-হাইওয়ে করিডোর প্রকল্পের ৯৮টি আর্থ-সামাজিক জরিপের বিশ্লেষণ ১৭
টেবিল ০৫: মাঠ জরিপ অনুযায়ী গবেষণা এলাকার জনসাধারণের ২০০০ সালের পেশা ২২
টেবিল ০৬: মাঠ জরিপ অনুযায়ী গবেষণা এলাকার নমুনা জনসংখ্যার বর্তমান পেশা ২৪
টেবিলঃ ০৭ গবেষণা এলাকায় অভিবাসনের তথ্য ২৬
টেবিল ০৮: ২০০০-২০১৭ সালের ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তন ২৭
টেবিল ০৯: ২০০০-২০১৭ সালের বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তন ২৭
টেবিল ১০: ২০০০-২০১৭ সালের কৃষি ক্ষেত্রে ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তন ২৮
টেবিল ১১: ২০০০-২০১৭ সালের আবাসিক ক্ষেত্রে ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তন ২৯
টেবিল ১২: ২০০০-২০১৭ সালের সেবাদির ক্ষেত্রে ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তন ২৯

মানচিত্রের তালিকা

	পৃষ্টা নং
মানচিত্র ০১ ওয়ার্ডভিত্তিক গবেষণার এলাকার মানচিত্র	০৩
মানচিএঃ ০২ বেনাপোল স্থল বন্দর বিভিন্ন অঞ্চল হতে ট্রাক আসা/ যাওয়ার শতকরা হার	০৮
মানচিএঃ ০৩ বেনাপোল স্থল বন্দর দিয়ে যশোর থেকে কলকাতার রাস্তা	০৮
মানচিএঃ ০৪ বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে এশিয়ান হাইওয়ে নেটওয়ার্ক	০৯
মানচিএঃ ০৫ গবেষণা এলাকার ২০০০-২০১৭ সালের ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তন	৩০
মানচিএঃ ০৬ গবেষণা এলাকার ২০০০-২০১৭ সালের ফিজিক্যাল ইনফ্রাস্ট্রাকচারের পরিবর্তন	৩১
মানচিএঃ ০৭ গবেষণা এলাকার ২০০০-২০১৫ সালের আবসিক ক্ষেত্রে ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তন	৩২
মানচিত্রঃ ০৮ গবেষণা এলাকার অর্থনীতি ও ভূমি ব্যবহারের মিথস্ক্রিয়া	৪০

চিত্রের তালিকা

	পৃষ্টা নং
চিত্রঃ ০১ গবেষণা পদ্ধতির ফ্লো-চার্ট	০৬
চিত্রঃ ০২ বড় আচড়া ওয়ার্ডের জনসাধারণের আয়ের প্রধান উৎস	১৫
চিত্রঃ ০৩ ছোট আচড়া ওয়ার্ডের জনসাধারণের আয়ের প্রধান উৎস	১৫
চিত্রঃ ০৪ বেনাপোল ওয়ার্ডের জনসাধারণের আয়ের প্রধান উৎস	১৬
চিত্রঃ ০৫ সাদীপুর ওয়ার্ডের জনসাধারণের আয়ের প্রধান উৎস	১৬
চিত্রঃ ০৬ আর্থ-সামাজিক জরিপ অনুযায়ী ওয়ার্ড ০৭ এর জনসাধারণের আয়ের প্রধান উৎস	১৭
চিত্রঃ ০৭ আর্থ-সামাজিক জরিপ অনুযায়ী ওয়ার্ড ০১ এর জনসাধারণের আয়ের প্রধান উৎস	১৮
চিত্রঃ ০৮ আর্থ-সামাজিক জরিপ অনুযায়ী ওয়ার্ড ০৮ এর জনসাধারণের আয়ের প্রধান উৎস	১৮
চিত্রঃ ০৯ আর্থ-সামাজিক জরিপ অনুযায়ী ওয়ার্ড ০৯ এর জনসাধারণের আয়ের প্রধান উৎস	১৯
চিত্রঃ ১০ মাঠ জরিপ অনুযায়ী ওয়ার্ড ০১ এর নমুনা জনসংখ্যার ২০০০ সালের পেশা	২২
চিত্রঃ ১১ মাঠ জরিপ অনুযায়ী ওয়ার্ড ০৯ এর নমুনা জনসংখ্যার ২০০০ সালের পেশা	২২
চিত্রঃ ১২ মাঠ জরিপ অনুযায়ী ওয়ার্ড ০৮ এর নমুনা জনসংখ্যার ২০০০ সালের পেশা	২৩
চিত্রঃ ১৩ মাঠ জরিপ অনুযায়ী ওয়ার্ড ০৭ এর নমুনা জনসংখ্যার ২০০০ সালের পেশা	২৩
চিত্রঃ ১৪ মাঠ জরিপ অনুযায়ী ওয়ার্ড ০১ (সাদীপুর) এর নমুনা জনসংখ্যার বর্তমান পেশা	২৪
চিত্রঃ ১৫ মাঠ জরিপ অনুযায়ী ওয়ার্ড ০৭ এর নমুনা জনসংখ্যার বর্তমান পেশা	২৪
চিত্রঃ ১৬ মাঠ জরিপ অনুযায়ী ওয়ার্ড ০৮ (ছোট আচড়া) এর নমুনা জনসংখ্যার বর্তমান পেশা	২৫
চিত্রঃ ১৭ মাঠ জরিপ অনুযায়ী ওয়ার্ড ০৯ (বড় আচড়া) এর নমুনা জনসংখ্যার বর্তমান পেশা	২৫
চিত্রঃ ১৮ মাঠ জরিপ অনুয়ায়ী গবেষণা এলাকার নমুনা জনসংখ্যার অভিবাসনের তথ্য	২৬
চিত্রঃ ১৯ বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তন	২৮
চিত্রঃ ২০ কৃষি ক্ষেত্রে ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তন	২৮
চিত্রঃ ২১ আবাসিক ক্ষেত্রে ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তন	২৯
চিত্রঃ ২২ সেবাদির ক্ষেত্রে ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তন	২৯
চিত্রঃ ২৩ গবেষণা এলাকার অর্থনীতি ও ভূমি ব্যবহারের মিথস্ক্রিয়া	৩৫
চিত্রঃ ২৪ হাকুর নদীর উর্ধ্ব অববাহিকায় বাঁধের প্রভাব	৩৬

অধ্যায় ০১: ভূমিকা

১.১ গবেষণার পটভূমি

যশোর জেলা বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের খুলনা বিভাগের একটি প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক গুরুত্বসম্পন্ন অঞ্চল। যশোরের অন্য একটি প্রচলিত প্রতিশব্দ যশোহর। ১৭৮১ খ্রিষ্টাব্দে যশোর একটি পৃথক জেলা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে এবং এটিই হচ্ছে বাংলাদেশে প্রথম জেলা। ১৮৬৪ সালে ঘোষিত হয় যশোর পৌরসভা। যশোর জেলার উত্তরে ঝিনাইদহ জেলা ও মাগুরা জেলা, দক্ষিণ পূর্বে সাতক্ষীরা জেলা, দক্ষিণে খুলনা জেলা, পশ্চিমে ভারত, পূর্বে নড়াইল জেলা অবস্থিত। যশোরের অর্থনীতির অন্যতম প্রধান নিয়ামক বেনাপোল স্থল বন্দর, যা শার্শা উপজেলার সীমান্তবর্তী গ্রাম বেনাপোলে অবস্থিত। ভারত ও বাংলাদেশ বাণিজ্যের সিংহভাগ সংঘটিত হয় বেনাপোল স্থল বন্দর এর মাধ্যমে । বেনাপোল স্থল বন্দরের ওপারে আছে পেট্রোপোল। সরকারী আমদানী শুল্ক আহরণে বেনাপোল স্থল বন্দরটির ভূমিকা তাৎপর্যপূর্ণ। এখানকার মানুষের জীবিকার অন্যতম উৎস বেনাপোল স্থল বন্দরের কাস্টম ক্লিয়ারিং এজেন্টের কাজ।

১৯৯০ সাল এর পর হতে বেনাপোলে নগরায়নের অগ্রযাত্রা শুরু হয়। বেনাপোল স্থল বন্দরটি ফেব্রুয়ারী ২০০২ থেকে Bangladesh Land Port Authority (BLPA) ব্যবস্থাপনার পরিচালিত হচ্ছে। স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষের মতে, ভারত থেকে মোট আমদানিকৃত পণ্যের প্রায় ৯০ শতাংশ বেনাপোল দিয়ে আসে। ১৯৯৬-৯৭ অর্থবছরে বেনাপোল স্থল বন্দর হতে রাজস্ব ছিল ৫ বিলিয়ন টাকার কাছাকাছি, বর্তমানে এর পরিমাণ ৮.৫০ বিলিয়ন টাকা। প্রতি বছর দেশের মোট আমদানি ১৫-২০% হয়ে থাকে এই বন্দর দিয়ে। তবে বন্দর অনুন্নত থাকার কারণে এবং বেনাপোল-যশোর যোগাযোগ সীমাবদ্ধতার জন্য তা বাধাগ্রস্থ হচ্ছে (উৎসঃদৈনিক সংগ্রাম, ০৯ নভেম্বর ২০১৬)।

বেনাপোল পৌরসভাকে সকল প্রকার নাগরিক সুযোগ সুবিধাসহ একটি পরিবেশ বান্ধব, অবকাঠামোগত দিক দিয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় উন্নয়ন, জলাবদ্ধতা ও যানজট নিরসন, সকল প্রকার বর্জ্য অপসারণ, মাদকমুক্ত সমাজ ও অবৈধ অনুপ্রবেশ রোধ এবং আর্থিক ও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে দক্ষ একটি পরিকল্পিত নিরাপদ স্বয়ংসম্পন্ন বন্দর নগরী হিসেবে গড়ে তুলতে পারলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা পালন করবে। বেনাপোল-যশোর হাইওয়ে করিডোরটির উন্নয়ন হলে স্থলবন্দর এলাকায় এবং দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলের ট্রানজিট করিডোরের সাথে যোগাযোগ সহজতর হবে এবং যা অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রাখবে (তথ্য সূত্রঃ https://en.wikipedia.org)।"অর্থনীতি ও ভূমি ব্যবহারের মিথস্ক্রিয়া বেনাপোল যশোর হাইওয়ে করিডোর" প্রেক্ষাপট গবেষণাটির মাধ্যমে, গবেষণা এলাকার ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা ও অর্থনীতি উন্নয়নের বাস্তবায়ন বিষয়ে ধারণা সুসংহত হবে।

১.২ গবেষণা এলাকার পরিচিতি

গবেষণা এলাকা হিসেবে বেনাপোল পৌরসভার ওয়ার্ড ০১, ওয়ার্ড ০৭, ওয়ার্ড ০৮ এবং ওয়ার্ড ০৯ নির্বাচন করা হয়েছে। পৌর এলাকায় বর্ডরি গার্ড বাংলাদেশের ০১ (এক) টি সীমান্ত ঘাঁটি ও স্থল বন্দর অবস্থিত। বেনাপোল পৌর শহর হতে কলকতা মাত্র ৮০ কিলোমিটার এবং যশোর জেলা শহর মাত্র ৩৬ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। ভারত-বাংলাদেশ বাণিজ্যের সিংহভাগ বেনাপোল স্থলবন্দরের মাধ্যমে সংঘটিত হয়। ওয়ার্ডভিত্তিক গবেষণার এলাকা মানচিত্র ০১ এ উপস্থাপন করা হলো।

(তথ্য সূত্রঃ http://www.paurainfo.gov.bd)

পৌরসভা গঠনঃ ২০০৬ সালের ৫ই জানুয়ারী
আয়তনঃ ১৭.৪০ কি. মি
জনসংখ্যাঃ ৮৮,৬৭২
শ্রেণীঃ ২০-১১-২০১১ তারিখ 'ক' শ্রেণী হয়
মৌজা ও ওয়ার্ডের সংখ্যাঃ ০৭ টি মৌজা, ০৯ টি ওয়ার্ড

টেবিলঃ ০১ পৌরসভার জনসংখ্যার তথ্য

সাল	জনসংখ্যার ঘনত্ব (প্রতি বর্গ কি.মি.)
১৯৯১	৩৪৫০
২০০১	৪৩৪১
২০১১	৪৭৫১

(তথ্য সূত্রঃ বিবিএস ১৯৯১, ২০০১ এবং ২০১১)

মানচিত্র ০১ ওয়ার্ডভিত্তিক গবেষণা এলাকার মানচিত্র

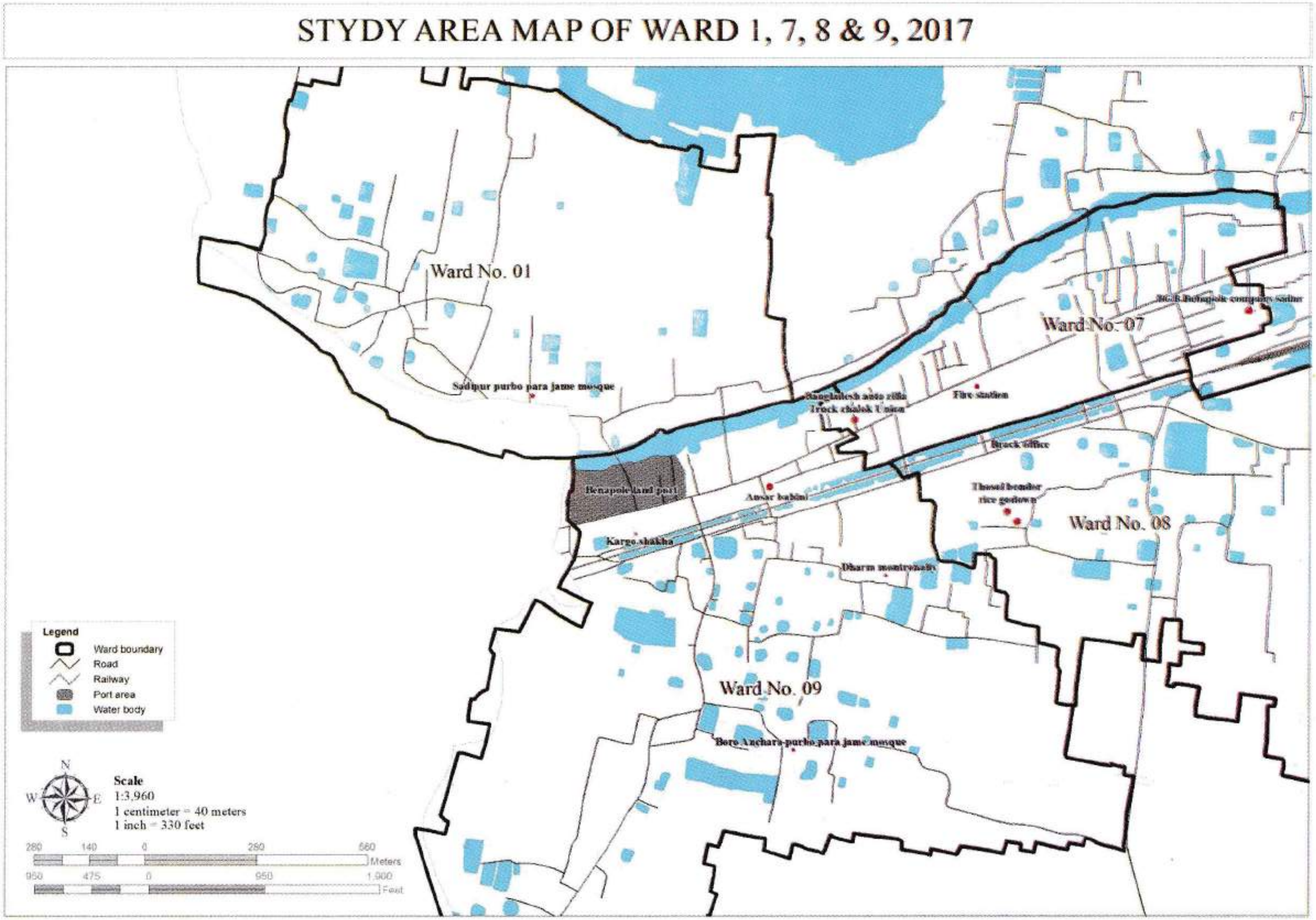

উৎসঃ বেনাপোল-যশোর হাইওয়ে করিডোর প্রকল্প, ২০১৭

১.৩ গবেষণার লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য

অর্থনীতি ও ভূমি ব্যবহার মিথস্ক্রিয়া বেনাপোল যশোর হাইওয়ে করিডোর প্রেক্ষাপট গবেষণাটির উদ্দেশ্য নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

১। গবেষণা এলাকার অর্থনৈতিক কাঠামো এবং এর পরিবর্তন প্রক্রিয়া নিরূপণ করা

২। গবেষণা এলাকার অর্থনীতি ও ভূমি ব্যবহারের মিথস্ক্রিয়ার ফলাফল নিরূপণ করা

৩। গবেষণা এলাকার গতিশীল অর্থনৈতিক অবস্থার আলোকে ভূমি ব্যবহার উন্নয়নে সুপারিশ করা

১.৪ গবেষণার সীমাবদ্ধতা

সীমাবদ্ধতা থাকা স্বত্ত্বেও গবেষণার মূল উদ্দেশ্য অর্জন এবং গবেষণা সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। সীমাবদ্ধতা সমূহ নিরূপণ করা হলোঃ

- সময় স্বল্পতা
- সম্পদের অপ্রতুলতা
- তথ্যের অপর্যপ্ততা

১.৫ গবেষণার যৌক্তিকতা

- গবেষণার মাধ্যমে বেনাপোল পৌরসভা, সর্বোপরি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বেনাপোল স্থল বন্দরের গুরত্ব জানা সম্ভব হবে।
- অর্থনীতি ও ভূমি ব্যবহার মিথস্ক্রিয়া শিরোনামে গবেষণাটি অত্যন্ত ক্ষুদ্র পরিসরে হলেও অর্থনীতি ও ভূমি ব্যবহার মিথস্ক্রিয়া সম্পর্কে জানা যাবে।

অধ্যায় ০২: গবেষণার পদ্ধতি

২. গবেষণার পদ্ধতি

২.১ গবেষণার বিষয় নির্বাচনঃ

গবেষণার বিষয় হিসেবে "বেনাপোল-যশোর হাইওয়ে করিডোর অর্থনীতি ও ভূমি ব্যবহারের মিথস্ক্রিয়া" নির্বাচন করা হয়েছে।

২.২ গবেষণার এলাকা নির্বাচনঃ

গবেষণা এলাকা হিসেবে বেনাপোল পৌরসভার ওয়ার্ড ০১, ওয়ার্ড ০৭, ওয়ার্ড ০৮ এবং ওয়ার্ড ০৯ নির্বাচন করা হয়েছে। বেনাপোল-যশোর হাইওয়ে করিডোরটির উন্নয়ন হলে স্থলবন্দর এলাকায় এবং দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলের ট্রানজিট করিডোর সাথে যোগাযোগ সহজতর হবে এবং যা অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রাখবে। বেনাপোল-যশোর হাইওয়ে করিডোর প্রকল্পের আওতায় উক্ত এলাকায় বেশকিছু জরিপকার্য সম্পাদিত হয়েছে, যার ফলে এলাকা সম্পর্কিত বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক, স্থানিক এবং অবকাঠামোগত তথ্য সহজপ্রাপ্য হয়েছে। এই তথ্যসমূহ গবেষণায় ব্যবহার করা সম্ভব হয়েছে।

২.৩ গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হিসেবে অর্থনৈতিক কাঠামো এবং এর পরিবর্তন প্রক্রিয়া নিরূপণ, অর্থনীতি ও ভূমি ব্যবহারের মিথস্ক্রিয়ার ফলাফল নিরূপণ এবং গতিশীল অর্থনৈতিক অবস্থার আলোকে ভূমি ব্যবহার উন্নয়নে সুপারিশ করা হয়েছে।

২.৪. তথ্য সংগ্রহঃ সেকেন্ডারী উৎস এবং প্রাইমারী উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

২.৪.১. সেকেন্ডারী ডাটাঃ বাংলাদেশ ব্যুরো অব স্ট্যাটিসটিকস (বিবিএস) ১৯৯১, ২০০১ এবং ২০১১ এর আদমশুমারী হতে ওয়ার্ডভিত্তিক বেনাপোল পৌরসভার জনসংখ্যা সংক্রান্ত তথ্য এবং নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত বেনাপোল যশোর হাইওয়ে করিডোর প্রকল্পের জিআইএস ডাটাবেইজ ইত্যাদি সেকেন্ডারী উৎস থেকে গবেষণার প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

২.৪.২. প্রাইমারী ডাটাঃ ফোকাসড গ্রুপ ডিসকাশন (এফজিডি) এর মাধ্যমে গবেষণা এলাকার ২০০০ সালের ভূমি ব্যবহার এবং বেনাপোল স্থল বন্দরের কার্যক্রম বৃদ্ধির কারণে গবেষণা এলাকায় কি ধরণের পরিবর্তন হয়েছে সে সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়া মাঠ জরিপের মাধ্যমে গবেষণা এলাকার জনগণের ২০০০ সালের পেশার তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। সর্বমোট ৮০ টি প্রশ্নপত্র জরিপ করা হয়েছে। গবেষণার এলাকায় মোট খানার সংখ্যা ৩২৪৪ টি। গবেষণা এলাকার মোট খানার সংখ্যার ২% জরিপ করা হয়েছে। প্রতিটি ওয়ার্ড থেকে মোট খানার সংখ্যার পার্থক্য পরিলক্ষিত না হওয়ায় প্রশ্নপত্র জরিপের ক্ষেত্রে সমহারে মোট খানার সংখ্যা নেয়া হয়েছে। সেক্ষেত্রে প্রতিটি ওয়ার্ডে ২০ টি প্রশ্নপত্র জরিপ করা হয়েছে।

২.৫ সংগৃহীত তথ্য ও উপাত্ত বিশ্লেষণ এবং সংশ্লিষ্টতা নিরুপণ (Synthesis): ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (এফজিডি) এবং প্রশ্নপত্র জরিপ থেকে প্রাপ্ত তথ্য সংগ্রহের পর বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এছাড়া নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত বেনাপোল-যশোর হাইওয়ে করিডোর থেকে ভূমি ব্যবহার সংক্রান্ত জিআইএস ডাটাবেইজ এবং আর্থ- সামাজিক জরিপের তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

২.৬ ফলাফলঃ অর্থনৈতিক কাঠামো এবং এর পরিবর্তন প্রক্রিয়া ও অর্থনীতি এবং ভূমি ব্যবহার মিথস্ক্রিয়া ফলাফল নিরূপণ করা হয়েছে।

২.৭ রিপোর্টঃ অর্থনীতি এবং ভূমি ব্যবহার মিথস্ক্রিয়া ফলাফল নিরূপণ শেষে রিপোর্ট প্রস্তুত করা হয়েছে।

চিত্রঃ ০১ গবেষণা পদ্ধতির ফ্লো-চার্ট

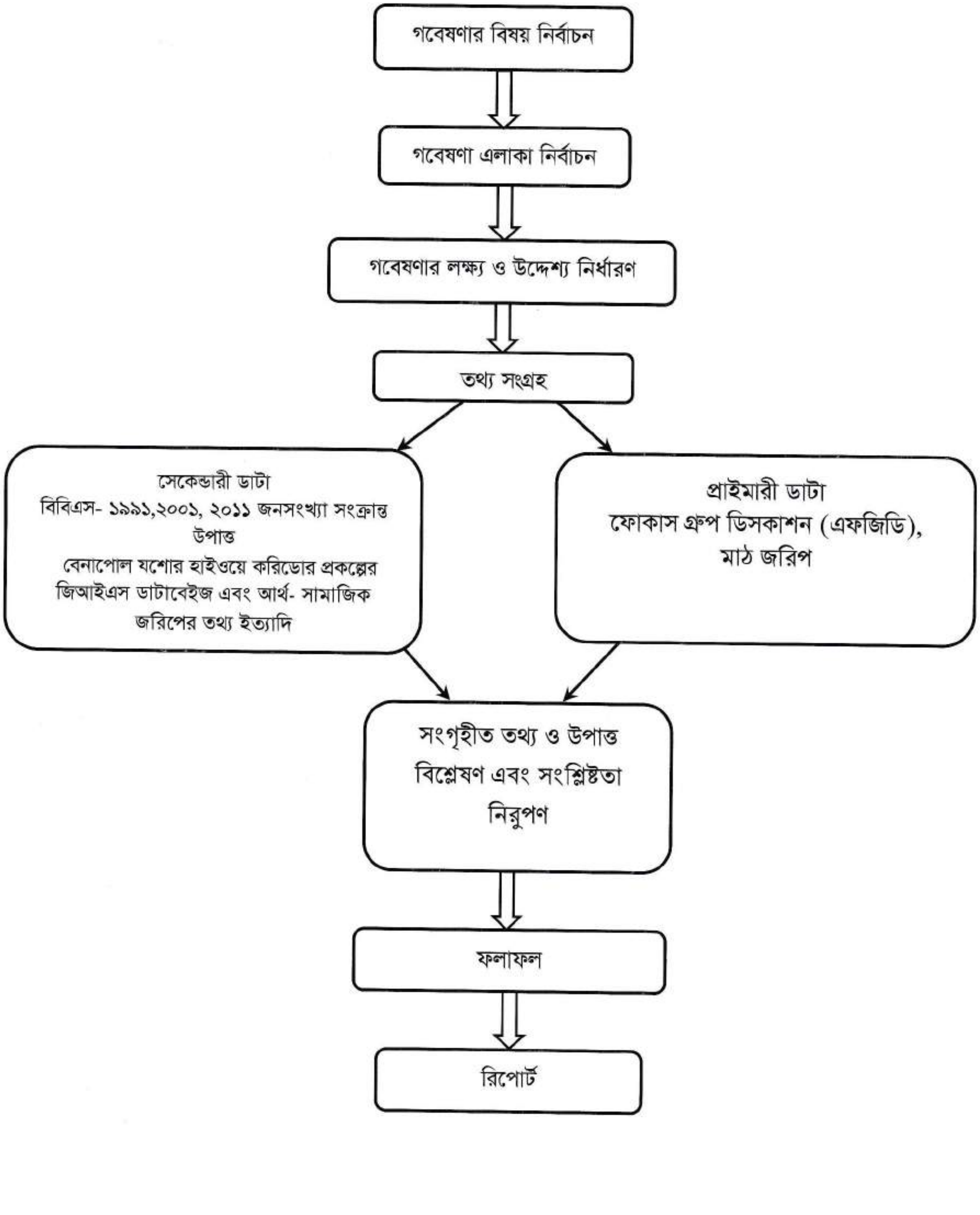

অধ্যায়ঃ ০৩ গবেষণার গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সমূহের পর্যালোচনা

৩.১ বেনাপোল-স্থল বন্দর

যশোর জেলার বেনাপোল স্থল বন্দরের কার্যক্রম নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় ১ ফেব্রুয়ারি ২০০২ তারিখে শুরু হয়। এর আগে এটি ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত ওয়্যার হাউজ কর্পোরেশন এবং ১৯৮৪ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের অধীনে ছিল। বেনাপোল স্থলবন্দরের আয়তন ৬১.৭০৫ একর, যা ২০০০ সালে ছিল ৪৫.৫৭ একর। বর্তমানে বেনাপোল স্থল বন্দরের ১টি ট্রাক টার্মিনাল, ১টি ট্রান্সশিপমেন্ট ইয়ার্ড, ৫টি ওপেন ইয়ার্ড এবং ৩০,০০০ মেট্রিক টন ধারণক্ষমতা সম্পন্ন মোট ৩৫টি ওয়্যার হাউজ রয়েছে (তথ্য সূত্রঃ http://bn.banglapedia.org)।

টেবিলঃ ০২ বেনাপোল স্হলবন্দরের ভূমি অধিগ্রহণের ইতিহাস

বছর	জমির পরিমাণ (একর)	জমির পরিমাণ (একর)
১৯৭৮-২০০০	৪৫.৫৭	-
২০০৪-২০০৫	৩.০০	৪৮.৫৭
২০০৫-২০০৬	৫.৮১	৫৪.৩৮
২০০৬-২০০৭	০.০৯৫২	-
২০০৮-২০০৯	২.২৪	-
২০১০-২০১১	০.৫৩	-
মোট	৫৭. ২৪৫২ একর	৫৭. ২৪৫২ একর

(তথ্য সূত্রঃ https://www.adb.org/sites/default/files/linked-documents/40540-014-ban-oth.pdf)

উপরের টেবিল ০২ এ বেনাপোল স্থলবন্দরের ভূমি অধিগ্রহণের ইতিহাস সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। যা থেকে বেনাপোল স্থলবন্দরের কার্যক্রম বৃদ্ধি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

৩.২ বেনাপোল-যশোর হাইওয়ে করিডোরের অর্থনৈতিক গুরুত্ব

- বেনাপোল স্থল বন্দর এবং বেনাপোল-যশোর হাইওয়ে করিডোরের অর্থনৈতিক গুরুত্বকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশ এবং ভারতের বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ১৯ মার্চ, ১৯৭২ সালে মৈত্রী, শান্তি ও সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়ে। এছাড়া বেনাপোল-যশোর হাইওয়ে করিডোরের অর্থনৈতিক গুরুত্বকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশ, ভুটান, ভারত, নেপালের মধ্যে Motor Vehicle Agreement (BBIN), চুক্তিটি জুন, ২০১৫ স্বাক্ষরিত হয়। যার ফলে BBIN ভুক্ত দেশের মধ্যে পণ্য ও যাত্রী চলাচলের অবাধ সুবিধা বৃদ্ধি পাবে (তথ্য সূত্রঃ Final Report, Plan Book, Benapole Jessore Highway Corridor Project ২০১৭)। বেনাপোল স্থল বন্দর এলাকায় পণ্য ও যাত্রী চলাচল বৃদ্ধি পেলে অর্থনীতিতে প্রভাব ফেলবে এবং ভূমি ব্যবহারেরও পরিবর্তন আনবে।
- বেনাপোল স্থলবন্দর এর মাধ্যমে ভারতে ৮০% ভাগ পণ্য সামগ্রী রপ্তানি হয় এবং প্রায় ৯০% ভাগ ভারতীয় পণ্য আমদানি হয়। প্রতি বছর ১.৪ মিলিয়ন টন পণ্য সামগ্রী রপ্তানি হয় বেনাপোল স্থল বন্দর এর মাধ্যমে। এছাড়া প্রায় ১৫ বিলিয়ন (USD ২২৩.৫ মিলিয়ন) বাংলাদেশ সরকার এর রাজস্ব আয় হয় এবং প্রতি বছর বেনাপোল স্থল বন্দর এর ১৫.২০% পণ্য আমদানি বৃদ্ধি পাচ্ছে। সে দিক থেকে বেনাপোল স্থল বন্দর এর অর্থনৈতিক গুরুত্ব অনেক (তথ্য সূত্রঃ http://bn.banglapedia.org)। বেনাপোল স্থলবন্দর এর অর্থনৈতিক গুরুত্বকে কেন্দ্র করে গবেষণা এলাকায় অর্থনীতির ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলবে এবং ভূমি ব্যবহারের উপরও প্রভাব ফেলবে। মানচিত্র ০২ এর মাধ্যমে বেনাপোল স্থল বন্দর দিয়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল হতে ট্রাক আসা/ যাওয়ার শতকরা হার প্রদর্শণ করা হয়েছে। মানচিত্র ০২ দেখানো হয়েছে যে, বেনাপোল স্থল বন্দর যে সকল ট্রাক আসা/ যাওয়া করে তার ৩৯% ঢাকার, ৩২% যশোরের, ১৮% খুলনার

(তথ্য সূত্রঃ Final Report, Plan Book, Benapole Jessore Highway Corridor Project ২০১৭ ।

মানচিত্রঃ ০২ বেনাপোল স্থল বন্দর বিভিন্ন অঞ্চল হতে ট্রাক আসা/ যাওয়ার শতকরা হার

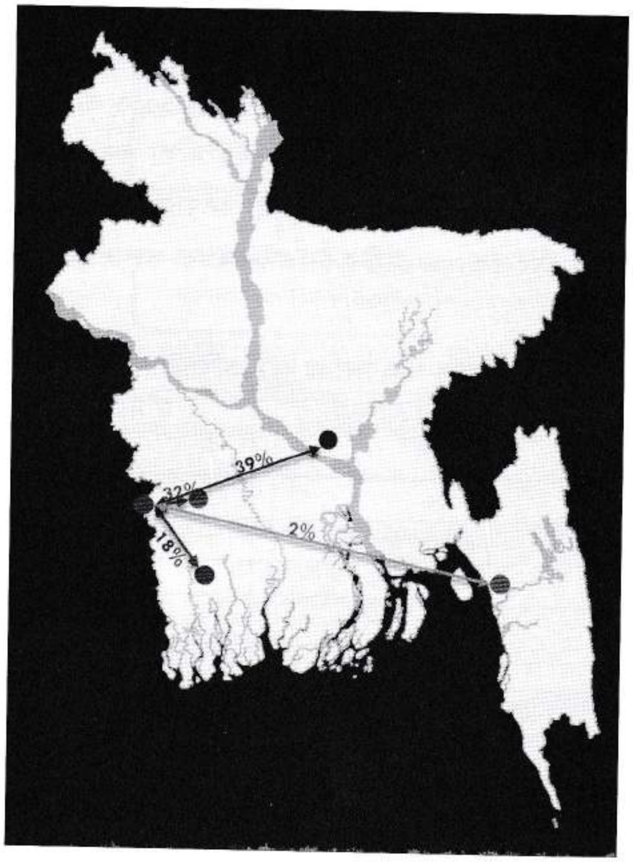

(তথ্য সূত্রঃ Islam, K. S.2017,)

➢ সড়কপথে ঢাকা থেকে কলকতার দূরত্ব ৪৯৪ কিঃ মিঃ। যেখানে বেনাপোল সীমানা থেকে ঢাকা ৪১৩ কিঃমিঃ এবং বেনাপোল থেকে কলকতা ৮১ কিঃমিঃ । মানচিত্র ০৩ এ বেনাপোল স্থল বন্দর দিয়ে যশোর থেকে কলকাতার রাস্তা দেখানো হয়েছে। পদ্মা সেতুর কাজ সম্পন্ন হলে বেনাপোল-যশোর হাইওয়ে করিডোর ব্যবহার করে ঢাকা থেকে কলকতার দূরত্ব কমবে প্রায় ২০০ কিঃমিঃ। সে দিক বিবেচনা করে বেনাগোল স্থলবন্দর এর অর্থনৈতিক গুরুত্ব অনেক।

মানচিত্রঃ ০৩ বেনাপোল স্থল বন্দর দিয়ে যশোর থেকে কলকাতার রাস্তা

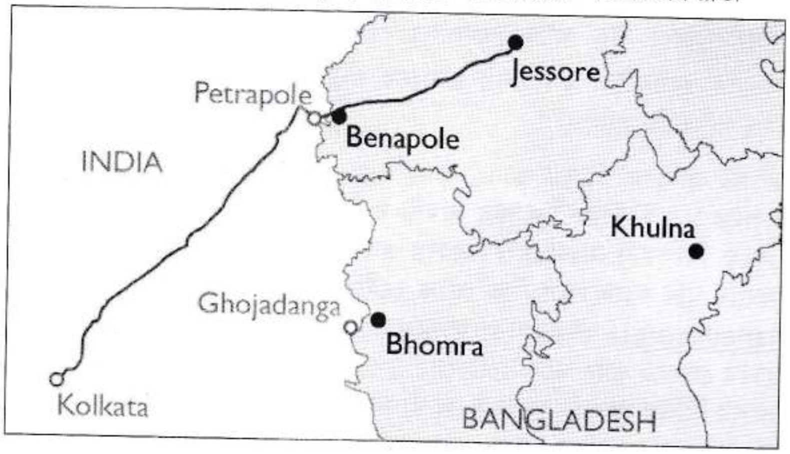

(তথ্য সূত্রঃ Islam, K. S.2017,)

৩.৩ এশিয়ান হাইওয়ে এবং বেনাপোল স্থল বন্দর ও বেনাপোল-যশোর হাইওয়ে করিডোর

এশিয়ান হাইওয়ে যা বাংলাদেশের বেনাপোল স্থল বন্দর কে করিডোর হিসেবে ব্যবহার করবে। সে জন্য বেনাপোল স্থল বন্দরের গুরুত্ব আরো বৃদ্ধি পাবে। মানচিত্র ০৪ এ এশিয়ান হাইওয়ে নেটওয়ার্ক এর বাংলাদেশের অংশ দেখানো হয়েছে। এশিয়ান হাইওয়ে UN-ESCAP এর ৩২ টি সদস্য রাষ্ট্রের মধ্য দিয়ে প্রলম্বিত রাস্তা। যার দৈর্ঘ্য প্রায় ১, ৪১ ,০০০ কি.মি.। এই রাস্তা পূর্বে টোকিও এর কাপিকোলি, পশ্চিমে তুর্কী, উত্তরে রাশিয়ান ফেডারেশন, দক্ষিণে ইন্দোনেশিয়ার দেনপাসার পর্যন্ত বিস্তৃত। এশিয়ান হাইওয়ে (AH1) চালু হলে, যা জাপান হতে কোরিয়া, চীন, হংকং, ভিয়েতনাম, থাইল্যান্ড, কম্বডিয়া, মায়ানমার এবং পরবর্তীতে ভারত পর্যন্ত হবে যেখানে বাংলাদেশের বেনাপোল স্থল বন্দর কে করিডোর হিসেবে ব্যবহার করবে।

মানচিত্রঃ ০৪ বাংলাদেশের মধ্যে দিয়ে এশিয়ান হাইওয়ে নেটওয়ার্ক

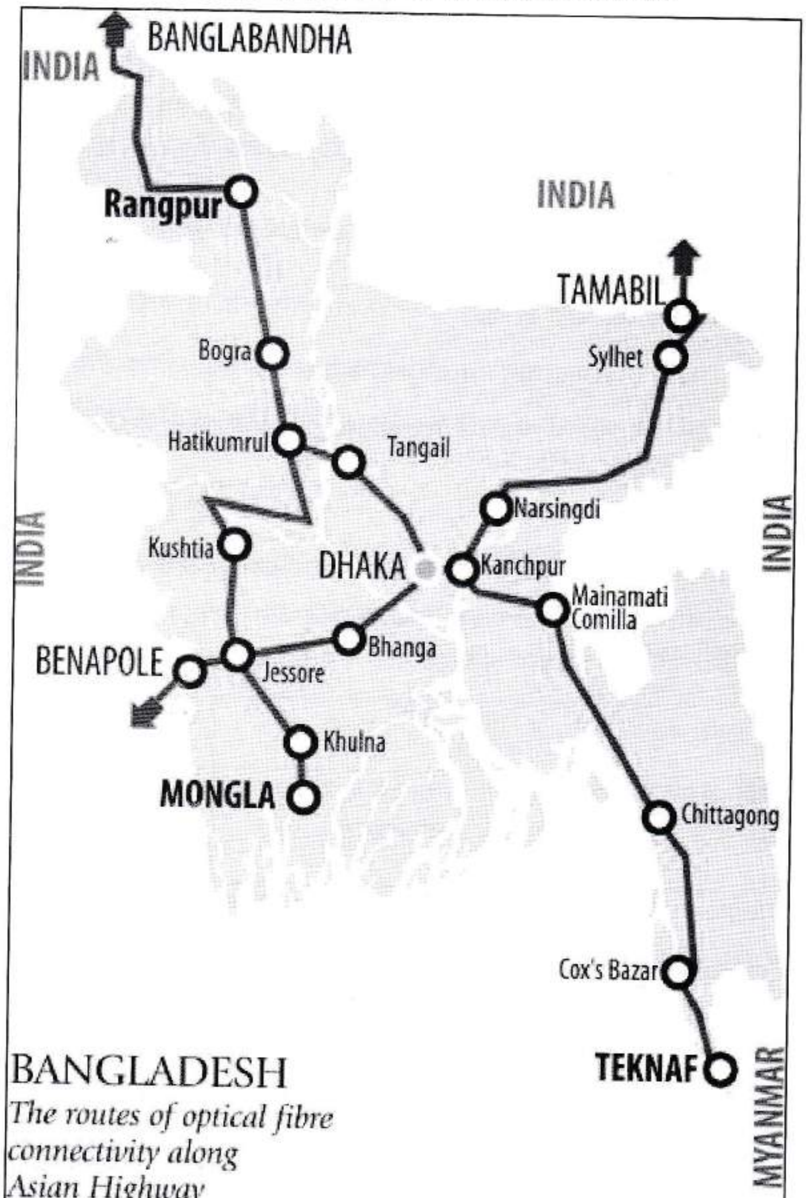

(তথ্য সূত্রঃ Islam, K. S.2017)

৩.৪ BBIN মোটরযান চুক্তি

বেনাপোল স্থল বন্দর এবং বেনাপোল-যশোর হাইওয়ে করিডোরের অর্থনৈতিক গুরুত্বকে কেন্দ্র করে BBIN (Bangladesh, Bhutan, India & Nepal) মোটরযান চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়। যেখানে বাংলাদেশের বেনাপোল স্থল বন্দর কে করিডোর হিসেবে ব্যবহার করবে। ২০১৫ সালের জুন মাসে ভুটানের থিম্পুতে BBIN মন্ত্রীদের সভায় বাংলাদেশ, ভুটান, ভারত, নেপাল (BBIN MVA) Motor Vehicle Agreement পরিবহন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় । মোটরযান চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয় যাত্রী, ব্যক্তিগত এবং কার্গো যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণ জন্য ।

BBIN Motor Vehicle Agreement পরিবহন চুক্তিটিতে নিম্নলিখিত রুট নিয়মিত এবং অনিয়মিত যাত্রীবাহী যানবাহন জন্য চিহ্নিত করা হয়েছেঃ

ভারত – বাংলাদেশ

১. খুলনা-যশোর-বেনাপোল / পেট্রাপোল-কলকাতা
২. চট্টগ্রাম- ঢাকা- বাংলাবান্ধা / ফুলবাড়ি-শিলিগুড়ি
৩. চট্টগ্রাম- ঢাকা- বুড়িমারী / চেনগ্রাবান্ধা-শিলিগুড়ি
৪. চট্টগ্রাম- ঢাকা- বেনাপোল / পেট্রাপোল-কলকাতা
৫. গুয়াহাটি-শিলং- ডাউকি/ তামাবিল-ঢাকা-বেনাপোল / পেট্রাপোল-কলকাতা

নিম্নলিখিত রুট কার্গো যানবাহন জন্য চিহ্নিত করা হয়েছেঃ

ভারত – বাংলাদেশঃ কলকাতা-পেট্রাপোল /বেনাপোল - ঢাকা-আখাউড়া / আগরতলা

যার ফলে বেনাপোল স্থল বন্দর এবং বেনাপোল-যশোর হাইওয়ে করিডোরের অর্থনৈতিক গুরুত্ব আরো বৃদ্ধি পাবে।

৩.৫ সার্ক হাইওয়ে করিডোর

বেনাপোল স্থল বন্দর এবং বেনাপোল-যশোর হাইওয়ে করিডোরের অর্থনৈতিক গুরুত্বকে কেন্দ্র করে সার্ক হাইওয়ে করিডোরের প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। যেখানে বাংলাদেশের বেনাপোল স্থল বন্দরকে করিডোর হিসেবে ব্যবহার করবে। যা বাংলাদেশের প্রধান আঞ্চলিক ট্রাফিক বহন করবে এবং রুট ছোট হওয়ায় পরিবহন খরচ কম হবে।

SHC 1	করিডোর	দেশ	বেসিস অব সিলেকশন
	লাহোর- নয়া দিল্লী- কলকাতা-**পেট্রোপোল/ বেনাপোল-** ঢাকা- আখাউড়া- আগরতলা	পাকিস্তান, ভারত, বাংলাদেশ	১. প্রধান আঞ্চলিক ট্রাফিক বহন করা যাবে ২. রুট ছোট হওয়ায় পরিবহন খরচ কম হবে।

(তথ্য সূত্রঃ *Report on Regional Road Connectivity Bangladesh Perspective*, Ministry of Road Transport and Bridges, Road Transport and Highways Division, January 2016)

এশিয়ার তিনটি প্রধান অঞ্চল-দক্ষিণ এশিয়া, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া এবং পূর্ব এশিয়া এবং পূর্ব এশিয়ার মধ্যে বাংলাদেশের ভৌগলিক অবস্থান। যা আন্তঃসীমান্ত দ্রব্য, সেবা এবং বিনিয়োগ প্রবাহ থেকে সুবিধা নেয়ার সুযোগ তৈরী করেছে। বেনাপোল-যশোর হাইওয়ে অর্থনৈতিক করিডোরের ফলে উন্নত সংযোগ হবে, ফলে বাণিজ্য সহজতর হবে এবং দেশগুলোর বাজারে প্রবেশের বিস্তৃতি ঘটবে এবং বাংলাদেশ এ থেকে লাভবান হবে। বেনাপোল স্থল বন্দর এর উন্নয়ন এবং বেনাপোল-যশোর হাইওয়ে করিডোরটির উন্নয়ন হলে স্থলবন্দর এলাকায় এবং দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলের ট্রানজিট করিডোরের সাথে যোগাযোগ সহজতর হবে এবং যা অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রাখবে।

অধ্যায়ঃ ০৪ ফোকাসড গ্রুপ ডিসকাশন এর বিশ্লেষণ

৪.১ ফোকাসড গ্রুপ ডিসকাশন বিশ্লেষণ

অর্থনীতি ও ভূমি ব্যবহারের মিথস্ক্রিয়াঃ বেনাপোল-যশোর হাইওয়ে করিডোর প্রেক্ষাপট গবেষণার কাজে গবেষণা এলাকায় ৪ টি ফোকাসড গ্রুপ ডিসকাশন সম্পন্ন করা হয়। সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ এবং স্থানীয় লোকজনের থেকে বেনাপোল স্থল বন্দর এলাকার ২০ বছর পূর্বের অবস্থা জানতে চাওয়া হয়। ফোকাসড গ্রুপ ডিসকাশন হতে জানা যায় যে, বেনাপোল স্থল বন্দরের কার্যক্রম বৃদ্ধির কারণে গবেষণা এলাকায় কি ধরণের পরিবর্তন হয়েছে তা জানা যায়। উক্ত FGD থেকে প্রাপ্ত তথ্য নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ

৪.১.১ ফোকাসড গ্রুপ ডিসকাশন ০১ হতে প্রাপ্ত তথ্য

ওয়ার্ড-০৮ এর গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সাথে ফোকাসড গ্রুপ ডিসকাশন ০১ সম্পন্ন করা হয়। সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ এবং স্থানীয় লোকজনের থেকে বেনাপোল স্থল বন্দর এলাকার ২০ বছর পূর্বের অবস্থা জানতে চাওয়া হয়। আলোচনায় জানা যায় যে, ২০ বছর পূর্বে অর্থনীতি ছিল কৃষি নির্ভর এবং মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করত। বর্তমানে পোর্টের বিস্তারের কারণে ব্যবসা বাণিজ্য বৃদ্ধি পেয়েছে এবং নতুন কাজের সুযোগ তৈরী হয়েছে। এছাড়া কেউ কেউ দৈনিক হিসেবে কৃষাণের কাজ করে। পূর্বে এ অঞ্চলে জলাশয়ের পরিমাণ অনেক ছিল কিন্তু নদী দখল ও ক্রস বাধঁ এবং ভরাটের কারণে তা হ্রাস পেয়েছে। এ অঞ্চলে প্রচুর বনায়ন আছে, যার বেশীর ভাগই মানব সৃষ্ট, যা তাদের আয়ের উৎস হিসেবে কাজ করে (যেমনঃ ল্যাংড়া আমের বাগান, চাইনিজ পেয়ারা বাগান, মল্লিকা আমের বাগান, মেহগনি, রেন্টি ইত্যাদি)। বেনাপোল স্থল বন্দরের কার্যক্রম বৃদ্ধির কারণে গবেষণা এলাকায় বিভিন্ন ধরণের ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। প্রভাবসমূহ নিম্নরূপঃ

৪.১.১.১ বেনাপোল স্থল বন্দরের ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রভাবসমূহঃ

বেনাপোল স্থল বন্দরের কার্যক্রম বৃদ্ধির কারণে ব্যবসা বাণিজ্য বৃদ্ধি পেয়েছে এবং নতুন কাজের সুযোগ তৈরী হয়েছে। ফোকাসড গ্রুপ ডিসকাশন ০১ হতে জানা যায় যে, বেনাপোল স্থল বন্দরের কার্যক্রম বৃদ্ধির কারণে গবেষণা এলাকায় বিভিন্ন ধরণের ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। প্রভাবসমূহ নিম্নরূপঃ

নেতিবাচক প্রভাবসমূহঃ

- জলাশয়ের পরিমাণ হ্রাস
- কৃষি নির্ভরশীলতা হ্রাস
- নিম্ন আয়ের লোকের পেশার পরিবর্তন
- যানজট বৃদ্ধি
- যানবাহনের পরিমাণ বৃদ্ধি
- জলাবদ্ধতা সৃষ্টি
- জলাশয়ের পরিমাণ হ্রাস

ইতিবাচক প্রভাবসমূহঃ

- ব্যবসা বাণিজ্য বৃদ্ধি
- শিক্ষিত ও উচ্চতর লোকের আয় বৃদ্ধি
- বাণিজ্যিক ও শহর এলাকার সম্প্রসারণ
- অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি

৪.১.২ ফোকাসড গ্রুপ ডিসকাশন ০২ হতে প্রাপ্ত তথ্য

ওয়ার্ড-০৭ এ ফোকাসড গ্রুপ ডিসকাশন-০২ সম্পন্ন করা হয়। উক্ত Focused Group Discussion(FGD) হতে জানা যায় যে , ২০ বছর পূর্বে অর্থনৈতিক কাঠামো ছিল কৃষি নির্ভর ছিল, রাস্তাঘাট ছিল কাঁচা, জমি ছিল নিচু। স্বাধীনতার পর বন্দর এর কাজ শুরু হলে ধীরে ধীরে জনগণ কৃষি কাজ হতে ব্যবসা বাণিজ্যের দিকে মনোনিবেশ করে। উক্ত আলোচনা থেকে জানা যায়, নিম্ন আয়ের হিন্দু সম্প্রদায় এ অঞ্চল হতে অন্য জায়গায় স্থানান্তর হয়, এরা মাছ চাষের উপর নির্ভরশীল ছিল কিন্তু বর্তমান সময়ে নদী দখল ও ক্রস বাঁধ এবং ভরাটের কারণে তারা তাদের আয়ের উৎস হারায় এ কারণে স্থানান্তর হয়।

৪.১.২.১ বেনাপোল স্থল বন্দরের ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রভাবসমূহঃ

ফোকাসড গ্রুপ ডিসকাশন ০২ হতে জানা যায় যে, বেনাপোল স্থল বন্দরের কার্যক্রম বৃদ্ধির কারণে গবেষণা এলাকায় বিভিন্ন ধরণের ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। প্রভাবসমূহ নিম্নরূপঃ

ইতিবাচক প্রভাবসমুহ

- ব্যবসা বাণিজ্য বৃদ্ধি
- বাণিজ্যিক ও শহর এলাকার সম্প্রসারণ
- অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি

নেতিবাচক প্রভাবসমূহ

- জলাশয়ের পরিমাণ হ্রাস
- কৃষি নির্ভরশীলতা হ্রাস
- নিম্ন আয়ের হিন্দু সম্প্রদায়ের উচ্ছেদ
- জলাবদ্ধতা সৃষ্টি
- সংকীর্ণ রাস্তা
- অভিবাসন বৃদ্ধি

৪.১.৩ ফোকাসড গ্রুপ ডিসকাশন (FGD)- ০৩ হতে প্রাপ্ত তথ্য

বেনাপোল পৌরসভার ৯ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর উপস্থিতিতে একটি FGD অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত FGD এর আলোচনায় জানা যায় যে, তখনকার অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কৃষি নির্ভর ছিল। বর্তমানে কৃষি জমিতে আয় কম হওয়ার কারণে এবং বেনাপোল স্থল বন্দর এর কার্যক্রম বৃদ্ধির কারণে সেকেন্ডারী ও টারশিয়ারী সেক্টরে কাজের সুযোগ তৈরী হয়েছে। কেউ কেউ শ্রমিকের কাজ করে, মালামাল loading unloading এর কাজ, Clearing & Forwarding (C&F) এর কাজ করে। এ অঞ্চলে দু'ধরনের বনায়ন আছে যেমনঃ মানবসৃষ্ট বনায়ন এবং সামাজিক বনায়ন। তবে মানবসৃষ্ট বনায়ন বেশী, যা তাদের আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা করছে। মানবসৃষ্ট বনায়নের মধ্যে আম বাগান, কাঁঠাল বাগান, পেঁপে বাগান, কুল বাগান, মেহদনী বাগান, লম্বু গাছ, (স্থানীয় নাম),শিশু গাছ উল্লেখযোগ্য।

৪.১.৩.১ বেনাপোল স্থল বন্দরের ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রভাবসমুহঃ

ফোকাসড গ্রুপ ডিসকাশন ০৩ হতে জানা যায় যে, বেনাপোল স্থল বন্দরের কার্যক্রম বৃদ্ধির কারণে গবেষণা এলাকায় বিভিন্ন ধরণের ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। প্রভাবসমূহ নিম্নরূপঃ

ইতিবাচক প্রভাবসমূহ

- ব্যবসা বাণিজ্য বৃদ্ধি
- বাণিজ্যিক ও শহর এলাকার সম্প্রসারণ

নেতিবাচক প্রভাবসমূহ

- জলাশয়ের পরিমাণ হ্রাস
- কৃষি নির্ভরশীলতা হ্রাস
- পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব
- দুর্ঘটনা বৃদ্ধি

৪.১.৪ ফোকাসড গ্রুপ ডিসকাশন (FGD)- ০৪ হতে প্রাপ্ত তথ্য

বেনাপোল পৌরসভার ১নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর এর উপস্থিতিতে একটি FGD অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত FGD তে জানা যায় যে, বেনাপোল স্থল বন্দর এলাকায় কিছু Settlement ছাড়া পতিত জমির পরিমাণ ছিল বেশী, এছাড়া বেশীর ভাগ লোক ছোটখাট ব্যবসা, কৃষি কাজ এবং মাছ ধরার উপর নির্ভরশীল ছিল। পোর্ট এলাকার বিস্তারের ফলে এবং পোর্টের কার্যক্রম বৃদ্ধির কারণে এ এলাকায় ক্রমবর্ধমান হারে ব্যবসা বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। তাছাড়া বেনাপোল ও পেট্রোপোল এর মাধ্যমে প্রতিদিন ৪ হাজার থেকে ৫ হাজার লোক Up-down করে এবং প্রতিদিন ৩৫০ ট্রাক পেট্রোপোল এ যায় এবং বেনাপোল প্রায় ১০০ গাড়ি আসে যার ফলে বিভিন্ন সমস্যা (যেমনঃ যানবাহনের পরিমাণ এবং বহিরাগত লোকজনের সংখ্যা বৃদ্ধি, দুর্ঘটনা বৃদ্ধি, বাণিজ্যিক ও শহর এলাকার সম্প্রসারণ ইত্যাদি) সৃষ্টি হচ্ছে।

৪.১.৪.১ বেনাপোল স্থল বন্দরের ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রভাবসমূহঃ

বেনাপোল স্থল বন্দরের কার্যক্রম বৃদ্ধির কারণে গবেষণা এলাকায় যে সকল ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে তা নিম্নরূপঃ

ইতিবাচক প্রভাবসমূহ

- ব্যবসা বাণিজ্য বৃদ্ধি
- বাণিজ্যিক ও শহর এলাকার সম্প্রসারণ

নেতিবাচক প্রভাবসমূহ

- জলাশয়ের পরিমাণ হ্রাস
- কৃষি নির্ভরশীলতা হ্রাস
- পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব
- দুর্ঘটনা বৃদ্ধি
- যানবাহনের পরিমাণ এবং বহিরাগত লোকজনের সংখ্যা বৃদ্ধি

অধ্যায় ০৫ঃ ১৯৯১-২০১৭ আয়ের প্রধান উৎস এর তুলনামুলক বিবরনী

৫. ১৯৯১ সালের বেনাপোল ইউনিয়নের আদমশুমারীর অনুযায়ী আয়ের প্রধান উৎসঃ

গবেষণা এলাকাটি বেনাপোল পৌরসভার ওয়ার্ড ০১ (সাদীপুর), ওয়ার্ড ০৮ (ছোট আচড়া), ওয়ার্ড ০৯ (বড় আচড়া) ও ওয়ার্ড ০৭ (বেনাপোল)। গবেষণা এলাকার ১৯৯১ সালের আদমশুমারীর তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। যেখানে দেখা যায় যে, ১৯৯১ সালের আদমশুমারীর তথ্য অনুযায়ী বেনাপোল ইউনিয়নের মোট পরিবারের সংখ্যা ৬৫৬৭ টি । তার মধ্যে কৃষি শ্রমিক হিসেবে পরিবারের আয়ের প্রধান উৎস, এমন পরিবারের সংখ্যা ১৪১ টি, ব্যবসা করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে এমন পরিবারের সংখ্যা ১১১৭টি, যা শতকরা হিসেবে ইউনিয়নের মোট পরিবারের সংখ্যার ১৭.১০%, বর্গা চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করে এমন পরিবারের সংখ্যা ১৫৪৩টি, যা শতকরা হিসেবে ইউনিয়নের মোট পরিবারের সংখ্যার ২৩.৪৯%। অন্যান্য কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে এমন পরিবারের সংখ্যা ১৩৩৩ (২০.২৯%) (তথ্য সূত্রঃ বিবিএস, ১৯৯১)।

৫.১ ১৯৯১ সালের বেনাপোল ইউনিয়নের আদমশুমারীর অনুয়ায়ী আয়ের প্রধান উৎসঃ

১৯৯১ সালের বেনাপোল ইউনিয়নের আদমশুমারী তথ্য অনুযায়ী গবেষণা এলাকার জনসাধারণের আয়ের প্রধান উৎস নিম্নে টেবিলে দেয়া হলোঃ

টেবিল ০৪: ১৯৯১ সালের বেনাপোল ইউনিয়নের আদমশুমারীর অনুযায়ী আয়ের প্রধান উৎস

ওয়ার্ডের নাম	Total Household	Cultivator Share Cropper	Livestock/ Forest /Fisher	Agriculture Labor	Non Agriculture Labor	Hand Loam	Small Business	Construction	Transport	Employee	Other
ওয়ার্ড ০১ (সাদীপুর)	৭৫৯	১৮০ (২৩.৭১%)	৫ (০.৬৫%)	২৪৭ (৩২.৫৪%)	১৮ (৩.৩৭%)	-	১২৬ (১৬.৬%)	১৬ (২.১%)	২৭ (৩.৫৫%)	২৩ (৩.০৩%)	১১৭ (১৫.৪%)
ওয়ার্ড ০৮ (ছোট আচড়া)	৬৮৭	৬৮ (৯.৮৯%)	৩০ (৪.৩৭%)	১১০ (১৬.০১%)	৩৯ (৫.৬৭%)	১ (০.১৪%)	১৪৩ (২০.৮%)	১৬ (২.৩২%)	২৭ (৩.৯৪%)	২৩ (৩.৩৪%)	১১৭ (১৭.০%)
ওয়ার্ড ০৯ (বড় আচড়া)	৭৩০	১৩০ (১৭.৮০%)	৪ (০.৫৫%)	১১৬ (১৫.৮৯%)	২৭ (৩.৬৯%)	-	৮১ (১১.০৯%)	১৬ (২.১৯%)	৪০ (৫.৪৭%)	১৩২ (১৮.০৮%)	১০৮ (১৪.০০%)
ওয়ার্ড ০৭ (বেনাপোল)	৫৯৯	৫৬ (৯.৩৪%)	৫ (০.৮৩%)	১০৩ (১৭.১৯%)	১৪ (২.৩৩%)	-	২০০ (৩৩.৩৮%)	৯ (১.৫%)	১০ (১.৬৬%)	৬২ (১০.৩৫%)	১৪০ (২৩.৩৭%)
সর্বমোট	৬৫৬৭	১৫৪৩ (২৩.৪৯%)*	৬৬ (১.০০৫%)	১৪১৭ (২১.৫৭%)	৩০০ (৪.৫৬%)	১	১১১৭ (১৭.১০%)	৯১ (১.৩৮%)	৩১২ (৪.৭৫%)	৩৮৭ (৫.৯০%)	১৩৩৩ (২০.২৯%)

উৎসঃ বিবিএস, ১৯৯১

* প্রথম বন্ধনীতে উপাত্তের শতকরা হার প্রদর্শিত হয়েছে

উপরের টেবিল ০৪ থেকে দেখা যায়, বর্গাচাষীর পরিবারের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী, যদি বর্গা চাষী ও কৃষিশ্রমিক তাহলে উভয়ই কৃষি কাজের সাথে জড়িত অর্থাৎ কৃষি তাদের প্রধান পেশা। সে প্রেক্ষিতে ৪৫.০৬% লোক কৃষি কাজের সাথে জড়িত। বেনাপোল ওয়ার্ড এ ব্যবসায়ী পরিবার ১৭.১০% হলেও বেনাপোল স্থল বন্দর এলাকায় ব্যবসায়ী পরিবার ৩৩.৩৮%। গবেষণা এলাকার সাদীপুর এ ব্যবসায়ী পরিবার ১৬.৬%, ছোট আচড়ায় ২০.৮%, বড় আচড়ায় ১১.০৯% এবং বেনাপোলে ৩৩.৩৮%। অর্থাৎ ১৯৯১ সালের তথ্য অনুযায়ী যদি বেনাপোল ইউনিয়নের মোট পরিবারের সাথে বেনাপোল স্থলবন্দর এলাকার তুলনা করা হয় তাহলে দেখা যায় যে, বেনাপোল স্থলবন্দর এলাকায় ব্যবসায়ীর পরিমাণ বেশী ছিল। কৃষি শ্রমিক ও বর্গা চাষীর পরিমাণ তুলনামূলক কম ছিল।

নিম্নে টেবিল ০৪ এর বেনাপোল ইউনিয়নের ১৯৯১ সালের আদমশুমারীর অনুযায়ী আয়ের প্রধান উৎসের তথ্য পাই চার্টের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছেঃ

৫.১.১ বড় আচড়া ওয়ার্ডের জনসাধারণের আয়ের প্রধান উৎস

১৯৯১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী গবেষণা এলাকার বড় আচড়া (ওয়ার্ড ০৯) জনসাধারণের আয়ের প্রধান উৎসের চিত্র নিম্নে পাই চার্টের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলঃ বড় আচড়ায় বর্গা চাষের সাথে জড়িত ১৭.৮০%, কৃষি শ্রমিক ১৫.৮৯%, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ১১.০৯%, অন্যান্য ১৪% অর্থাৎ বড় আচড়া ওয়ার্ডে কৃষি কাজের সাথে জড়িত পরিবারের সংখ্যা বেশী। নিম্নে চিত্র ০২ এ বড় আচড়া ওয়ার্ডে জনসাধারণের আয়ের প্রধান উৎস উপস্থাপন করা হলো।

চিত্রঃ০২ বড় আচড়া ওয়ার্ডের জনসাধারণের আয়ের প্রধান উৎস

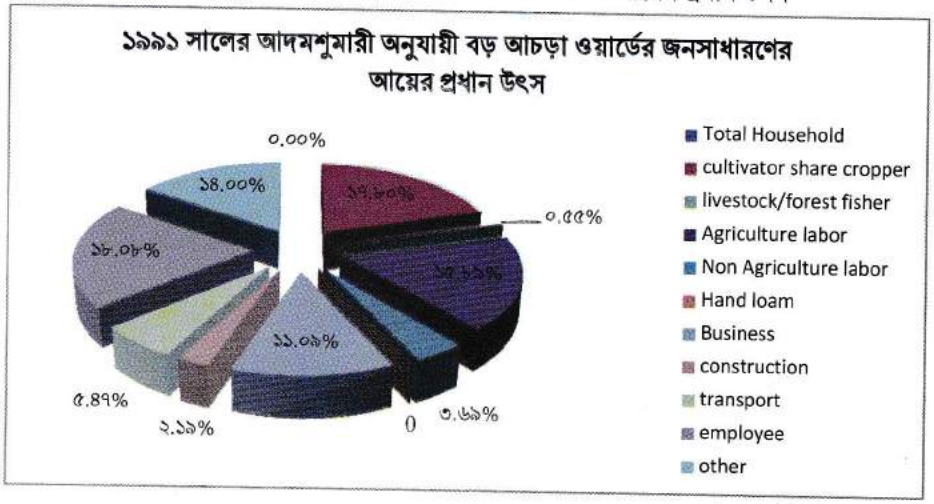

উৎসঃ বিবিএস, ১৯৯১

৫.১.২ ছোট আচড়া ওয়ার্ডের জনসাধারণের আয়ের প্রধান উৎস

১৯৯১ সালের আদমশুমারী তথ্য অনুযায়ী গবেষণা এলাকার ছোট আচড়া ওয়ার্ডের জনসাধারণের আয়ের প্রধান উৎস থেকে দেখা যায় যে, বর্গা চাষীর পরিবারের শতকরা হার ৯.৮৯% এবং ব্যবসায়ী পরিবার ২০.৮০% অর্থাৎ ব্যবসায়ী পরিবারের সংখ্যা ছোট আচড়াতে বেশী। নিম্নে চিত্র ০৩ এ ছোট আচড়া ওয়ার্ডের জনসাধারণের আয়ের প্রধান উৎস উপস্থাপন করা হলোঃ

চিত্রঃ ০৩ ছোট আচড়া ওয়ার্ডের জনসাধারণের আয়ের প্রধান উৎস

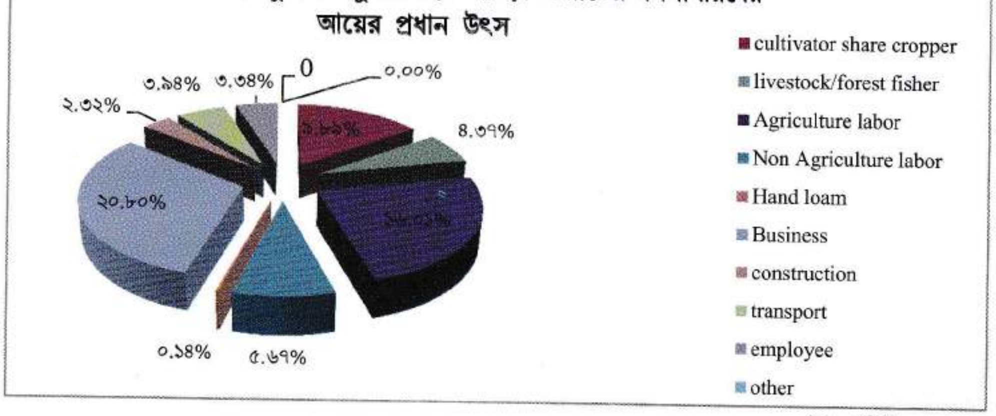

উৎসঃবিবিএস, ১৯৯১

৫.১.৩ বেনাপোল ওয়ার্ডের এলাকার জনসাধারণের আয়ের প্রধান উৎস

১৯৯১ সালের আদমশুমারী তথ্য অনুযায়ী গবেষণা এলাকার তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, বর্গা চাষী ৯.৩৪%, কৃষি শ্রমিক ১৭.১৯% এবং ব্যবসায়ী ৩৩.৩৮%। নিম্নে চিত্র ০৪ এ বেনাপোল ওয়ার্ডের জনসাধারণের আয়ের প্রধান উৎস উপস্থাপন করা হলোঃ

চিত্রঃ০৪ বেনাপোল ওয়ার্ডের জনসাধারণের আয়ের প্রধান উৎস

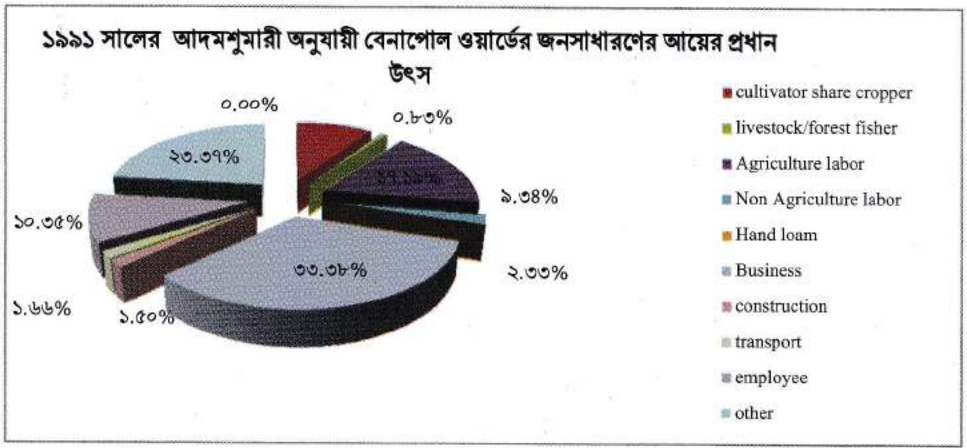

উৎসঃবিবিএস, ১৯৯১

৫.২.৪ সাদীপুর ওয়ার্ডের জনসাধারণের আয়ের প্রধান উৎস

১৯৯১ সালের আদমশুমারী তথ্য অনুযায়ী সাদীপুর ওয়ার্ডের জনসাধারণের আয়ের প্রধান উৎসের তথ্য বিশ্লেষন করলে দেখা যায় যে, বর্গা চাষী ২৪% এবং কৃষি শ্রমিক ৩২%। নিম্নে চিত্র ০৫ এ সাদীপুর ওয়ার্ডের জনসাধারণের আয়ের প্রধান উৎস উপস্থাপন করা হলো।

চিত্রঃ ০৫ সাদীপুর ওয়ার্ডের জনসাধারণের আয়ের প্রধান উৎস

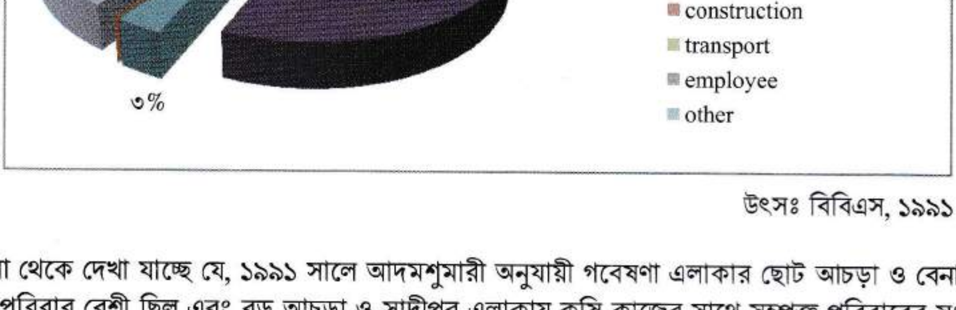

উৎসঃ বিবিএস, ১৯৯১

উপরোক্ত আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ১৯৯১ সালে আদমশুমারী অনুযায়ী গবেষণা এলাকার ছোট আচড়া ও বেনাপোল স্থল বন্দর এলাকায় ব্যবসায়ী পরিবার বেশী ছিল এবং বড় আচড়া ও সাদীপুর এলাকায় কৃষি কাজের সাথে সম্পৃক্ত পরিবারের সংখ্যা বেশী ছিল।

৫.৩ প্রিপারেশন অব ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান ফর বেনাপোল যশোর-হাইওয়ে করিডোর প্রকল্পের আর্থ-সামাজিক জরিপ বিশ্লেষণঃ

প্রিপারেশন অব ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান ফর বেনাপোল যশোর-হাইওয়ে করিডোর প্রকল্পের আর্থ-সামাজিক জরিপ বিশ্লেষনঃ গবেষণা এলাকার মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থার কি ধরনের পরিবর্তন হয়েছে তা বুঝার জন্য ১৯৯১ সালের তথ্যের সাথে প্রিপারেশন অব ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান ফর বেনাপোল যশোর-হাইওয়ে করিডোর প্রকল্পের আর্থ-সামাজিক জরিপ তুলনা করা হয়েছে যার মাধ্যমে বর্তমানে কি ধরণের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড হচ্ছে তার একটি তুলনা-মূলক চিত্র উপস্থাপন করা হয়েছে।নিম্নে বেনাপোল যশোর-হাইওয়ে করিডোর প্রকল্পের ৯৮টি আর্থ-সামাজিক জরিপ একটি টেবিলের মাধ্যেমে দেখানো হলোঃ

টেবিলঃ ০৪ বেনাপোল যশোর-হাইওয়ে করিডোর প্রকল্পের ৯৮টি আর্থ-সামাজিক জরিপের বিশ্লেষণ

ওয়ার্ডের নাম	মোটপরিবার	কৃষক	ক্ষুদ্রব্যবসায়ী	বড় ব্যবসায়ী	সরকারী চাকুরী	অন্যান্য সরকারী চাকুরী	বেসরকারী চাকুরী	রিক্সা/ভ্যান চালক	অন্যান্য
ওয়ার্ড ০১ (সাদীপুর)	১৫		৬ (৪০.০%)	-	১ (৬.৬৬%)	৫ (৩৩.৩৩%)	১ (৬.৬৬%)	-	২ (১৩.৩৩%)
ওয়ার্ড ০৮ (ছোট আচড়া)	১৮	৫ (২৭.৭৭%)	২ (১১.১১%)	২ (১১.১১%)	২ (১১.১১%)	৫ (২৭.৭৭%)	-	-	২ (১১.১১%)
ওয়ার্ড ০৯ (বড় আচড়া)	২১	২ (৯.৫২%)	৪ (১৯.০৪%)	৪ (১৯.০৪%)	-	১ (৪.৭৬%)	৫ (২৩.৮০%)	২ (৯.৫২%)	৩ (১৪.২৮%)
ওয়ার্ড ০৭ (বেনাপোল)	৪৪	৩ (৬.৮২%)	২০ (৪৫.৪৫%)	-	২ (৪.৫৪%)	৪ (৯.০৯%)	৩ (৬.৮১%)	৩ (৬.৮১%)	৯ (২০.৪৫%)
সর্বমোট	৯৮	১০ (১০.২%)*	৩২ (৩২.৬৫%)	৬ (৬.১২%)	৫ (৫.১০%)	১৫ (১৫.৩০%)	৯ (৯.১৮%)	৫ (৫.১০%)	১৬ (১৬.৩২%)

* বন্ধনীতে উপাত্তের শতকরা হার প্রদশিত হয়েছে

উৎসঃ বেনাপোল যশোর-হাইওয়ে করিডোর প্রকল্পের আর্থ-সামাজিক জরিপ,

৫.৩.১ আর্থ-সামাজিক জরিপ অনুযায়ী ওয়ার্ড ০৭ (বেনাপোল) এর জনসাধারণের আয়ের প্রধান উৎসঃ

নিম্নে পাই চার্টের মাধ্যমে প্রিপারেশন অব ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান ফর বেনাপোল যশোর হাইওয়ে করিডোর প্রকল্পের ওয়ার্ড ০৭ এর আর্থ-সামাজিক জরিপের তথ্য উপস্থাপন করা হলোঃ

চিত্রঃ ০৬ আর্থ-সামাজিক জরিপ অনুযায়ী ওয়ার্ড ০৭ এর জনসাধারণের আয়ের প্রধান উৎস

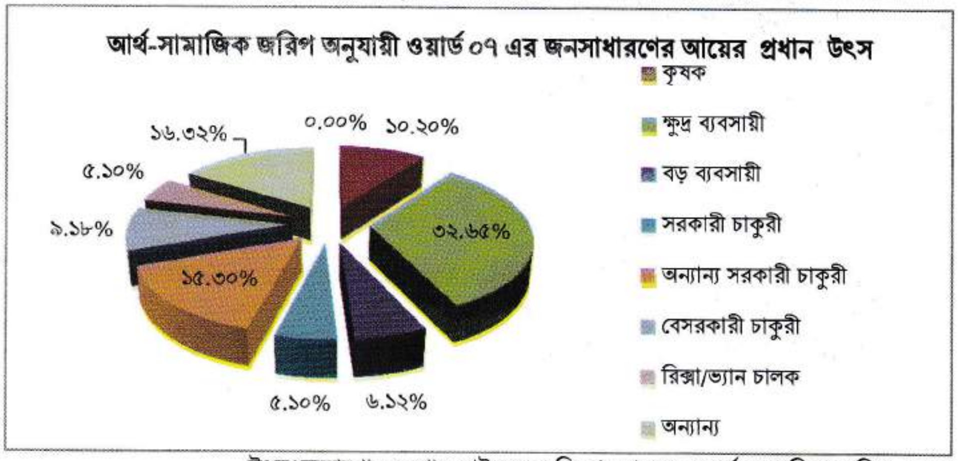

উৎসঃবেনাপোল যশোর-হাইওয়ে করিডোর প্রকল্পের আর্থ-সামাজিক জরিপ, ২০১৫

উক্ত আর্থ-সামাজিক জরিপ থেকে দেখা যায় যে, ওয়ার্ড ০৭ এর কৃষক ১০.২%, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ৩২.৬৫%, অন্যান্য ১৬.৩২%, বড় ব্যবসায়ী ৬.১২%। উক্ত পাই চার্ট থেকে দেখা যায় যে, বেনাপোল ইউনিয়নে কৃষকের সংখ্যা ১০.২% যেখানে ১৯৯১ সালের

আদমশুমারীতে কৃষি কাজের সাথে সম্পৃক্ত পরিবারের শতকরা হার ৪৬.০৬% অর্থাৎ ১৯৯১ সাল থেকে ২০১৬ বেনাপোল ইউনিয়নে কৃষি প্রধান পরিবারের শতকরা হার ৩৫.৮৬% হ্রাস পাচ্ছে।

৫.৩.২ আর্থ-সামাজিক জরিপ অনুযায়ী ওয়ার্ড ০১ (সাদীপুর) এর জনসাধারণের আয়ের প্রধান উৎসঃ

নিম্নে পাই চার্টের মাধ্যমে প্রিপারেশন অব ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান ফর বেনাপোল যশোর হাইওয়ে করিডোর প্রকল্পের ওয়ার্ড ০১ এর আর্থ-সামাজিক জরিপের তথ্য উপস্থাপন করা হলোঃ

চিত্রঃ ০৭ আর্থ-সামাজিক জরিপ অনুযায়ী ওয়ার্ড ০১ এর জনসাধারণের আয়ের প্রধান উৎস

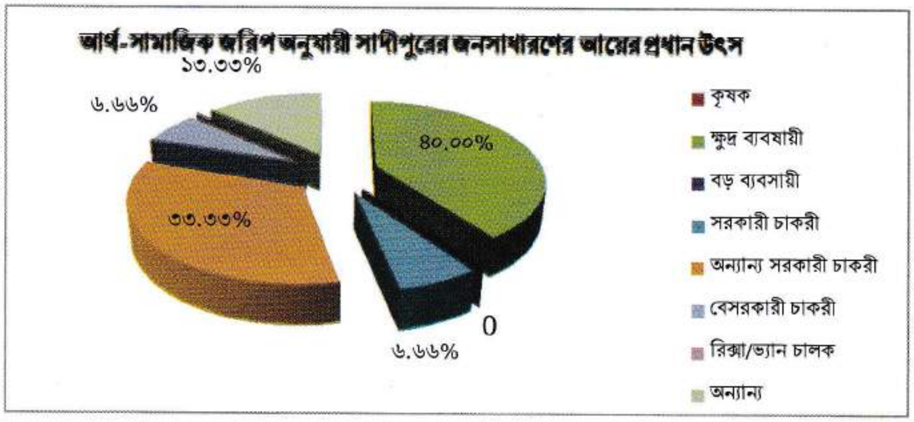

উৎসঃবেনাপোল যশোর-হাইওয়ে করিডোর প্রকল্পের আর্থ-সামাজিক জরিপ, ২০১৫

সাদীপুরে অর্থাৎ ওয়ার্ড ০১ এ কৃষকের সংখ্যা উক্ত আর্থ-সামাজিক জরিপে পাওয়া যায়নি, প্রকল্পের আর্থ সামাজিক জরিপ অনুযায়ী ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর সংখ্যা ৪০%। ১৯৯১ সালের আদমশুমারীতে যেখানে ব্যবসায়ীর শতকরা হার ছিল ১৭.১০%। ২০১৬ ব্যবসায়ীর সংখ্যা বেড়েছে ৪০%। অর্থাৎ ব্যবসায়ীর সংখ্যা সাদীপুরে ২২.৯% বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কৃষি প্রধান পরিবারের সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে। চাকুরীজীবির সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৫.৩.২ আর্থ-সামাজিক জরিপ অনুযায়ী ওয়ার্ড ০৯ (বড় আচড়া) এবং ওয়ার্ড ০৮ (ছোট আচড়া) জনসাধারণের আয়ের প্রধান উৎসঃ

আর্থ-সামাজিক জরিপ অনুযায়ী ওয়ার্ড ০৮ ও ওয়ার্ড ০৯ এর জনসাধারণের আয়ের প্রধান উৎস নিম্নে পাই চার্টের মাধ্যমে দেখানো হলোঃ

চিত্রঃ ০৮ আর্থ-সামাজিক জরিপ অনুযায়ী ওয়ার্ড ০৮ এর জনসাধারণের আয়ের প্রধান উৎস

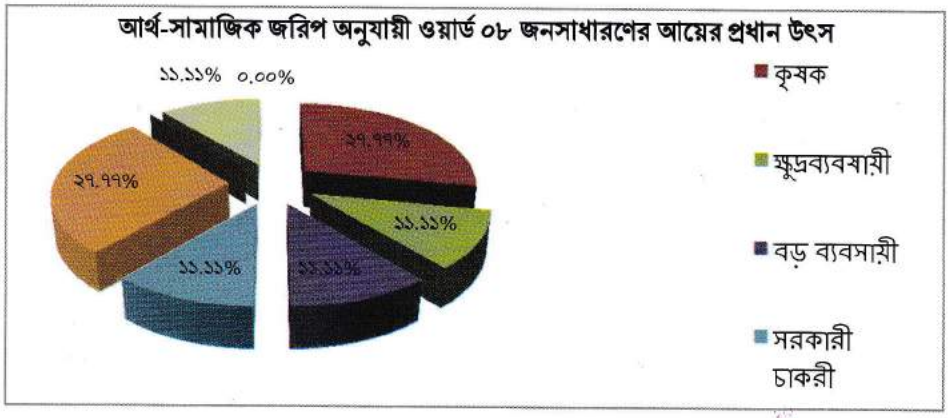

উৎসঃবেনাপোল যশোর-হাইওয়ে করিডোর প্রকল্পের আর্থ-সামাজিক জরিপ, ২০১৫

চিত্রঃ০৯ আর্থ-সামাজিক জরিপ অনুযায়ী ওয়ার্ড ০৯ এর জনসাধারণের আয়ের প্রধান উৎস

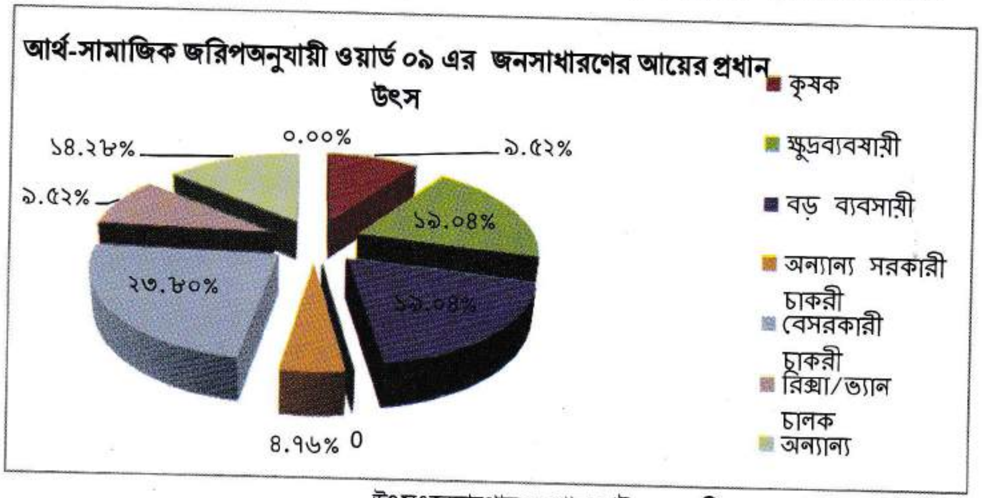

উৎসঃবেনাপোল যশোর-হাইওয়ে করিডোর প্রকল্পের আর্থ-সামাজিক জরিপ, ২০১৫

বড় আচড়াতে অর্থাৎ ওয়ার্ড ০৯ এর ১৯৯১ সালের আদমশুমারীতে যেখানে কৃষকের সংখ্যা অর্থাৎ কৃষি কাজের সাথে সম্পৃক্ত পরিবারের শতকরা হার ছিল ৩৩.৬৯%। ২০১৬ সালে বেনাপোল-যশোর প্রকল্পের আর্থ-সামাজিক ডাটা অনুযায়ী কৃষকের শতকরা হার ৯.৫২% অর্থাৎ কৃষি প্রধান পরিবারের সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে। বড় আচড়াতে বেসরকারী চাকুরী ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।

অধ্যায় ০৭: গবেষণা এলাকার পেশার পরিবর্তন ও অভিবাসনের তথ্য

গবেষণা এলাকাটি বেনাপোল পৌরসভার ওয়ার্ড ০১ (সাদীপুর), ওয়ার্ড ০৮(ছোট আচড়া), ওয়ার্ড ০৯ (বড় আচড়া) ও ওয়ার্ড ০৭ (বেনাপোল)। গবেষণা এলাকায় মাঠ পর্যায়ে নমুনা জরিপ থেকে পেশা এবং অভিবাসনের তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

৭. ১ গবেষণা এলাকার জনসাধারণের ২০০০ সালের পেশা

নিম্নে মাঠ জরিপ অনুয়ায়ী গবেষণা এলাকার ২০০০ সালের পেশা টেবিলের মাধ্যেমে দেখানো হলোঃ

টেবিল ০৫: মাঠ জরিপ অনুয়ায়ী গবেষণা এলাকার জনসাধারণের ২০০০ সালের পেশা

গবেষণা এলাকার ২০০০ সালের পেশা													
ওয়ার্ডের নাম	বর্গা চাষী	মৎস/ পশু সম্পদ	কৃষি	অ- কৃষি শ্রমিক	হস্ত শিল্প	ব্যবসা	নির্মাণ শ্রমিক	ট্রান্সপোর্ট	চাকুরী	পোর্ট শ্রমিক	রিক্সা চালক/ ভ্যান চালক	অন্যান্য	সর্বমোট
ওয়ার্ড ০১ (সাদীপুর)	২ (১০%)	২ (১০%)	৫ (২৫%)	৩ (১৫%)		২ (১০%)	২ (১০%)		২ (১০%)		২ (১০%)		২০
ওয়ার্ড ০৭ (বেনাপোল)	৪ (২০%)	২ (১০%)	৪ (২০%)		১(৫%)	১ (৫%)	১ (৫%)		১ (৫%)	১ (৫%)	২ (১০%)	৩ (১৫%)	২০
ওয়ার্ড ০৮ (ছোট আচড়া)	২ (১০%)	২ (১০%)	৬ (৩০%)	৩ (১৫%)		১ (৫%)	১ (৫%)	১ (৫%)	১ (৫%)		৩ (১৫%)		২০
ওয়ার্ড ০৯ (বড় আচড়া)	৩ (১৫%)	৩ (১৫%)	৬ (৩০%)	২ (১০%)		১ (৫%)	১ (৫%)		১ (৫%)		২ (১০%)	১ (৫%)	২০
সর্বমোট	১১	০৯	২১	০৮	০১	০৫	০৫	০১	০৫	০১	০৯	০৪	৮০

তথ্য সূত্রঃ মাঠ জরিপ, ২০১৭

৭.১.১ মাঠ জরিপ অনুযায়ী ওয়ার্ড ০১ (সাদীপুর) এর নমুনা জনসংখ্যার ২০০০ সালের পেশা

নিম্নে পাই চার্টের মাধ্যমে ওয়ার্ড ০১ এর নমুনা জনসংখ্যার ২০০০ সালের পেশা উপস্থাপন করা হলোঃ

চিত্রঃ ১০ মাঠ জরিপ অনুযায়ী ওয়ার্ড ০১ এর নমুনা জনসংখ্যার ২০০০ সালের পেশা

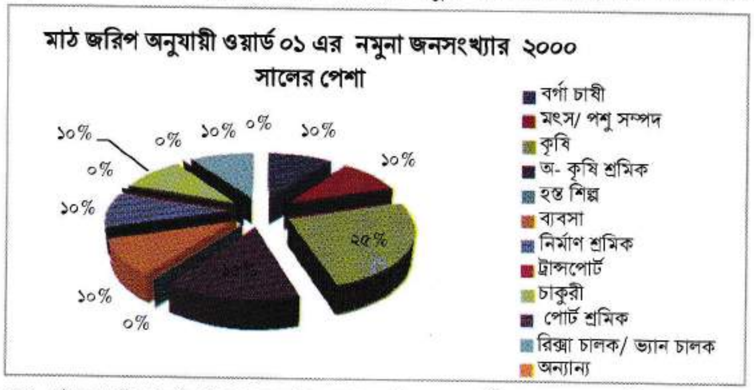

উৎসঃ মাঠ জরিপ, ২০১৭

উপরের চিত্রে দেখা যায় যে, গবেষণা এলাকার নমুনা জনসংখ্যার ওয়ার্ড ০১ এর (সাদীপুর) ২৫% লোকের পূর্বের পেশা ছিল কৃষি, ১৫% লোক অ-কৃষি শ্রমিক, ১০% লোক মৎস্য/পশু সম্পদ, ১০% বর্গাচাষী, ১০% লোক ব্যবসা, ১০% লোক নির্মাণ শ্রমিক কাজের সাথে জড়িত ।

৭.১.২ মাঠ জরিপ অনুযায়ী ওয়ার্ড ০৯ (বড় আচড়া) এর নমুনা জনসংখ্যার ২০০০ সালের পেশাঃ

নিম্নে পাই চার্টের মাধ্যমে ওয়ার্ড ০৯ এর নমুনা জনসংখ্যার ২০০০ সালের পেশা উপস্থাপন করা হলোঃ

চিত্রঃ ১১ মাঠ জরিপ অনুযায়ী ওয়ার্ড ০৯ এর নমুনা জনসংখ্যার ২০০০ সালের পেশা

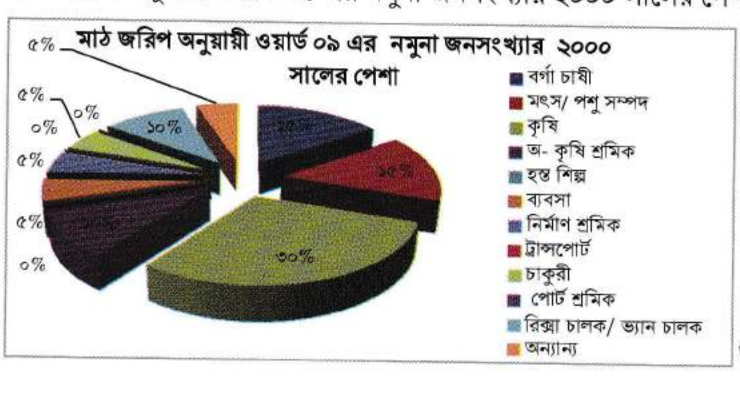

উৎসঃ মাঠ জরিপ, ২০১৭

উপরের চিত্র ১১ তে দেখা যায় যে, গবেষণা এলাকার নমুনা জরিপের মধ্যে ওয়ার্ড ০৯ এর ৩০% লোকের পূর্বের পেশা ছিল কৃষি, ১৫% লোক মৎস্য চাষী, ১৫% বর্গাচাষী, ১০% লোক রিক্স ও ভ্যান চালক, ১০% লোক অ-কৃষি, ০৫% লোক নির্মাণ শ্রমিক কাজের সাথে জড়িত।

৭.১.৩ মাঠ জরিপ অনুযায়ী ওয়ার্ড ০৮ (ছোট আচড়া) এর নমুনা জনসংখ্যার ২০০০ সালের পেশাঃ

নিম্নে পাই চার্টের মাধ্যমে নমুনা জরিপ অনুযায়ী ওয়ার্ড ০৮ এর নমুনা জনসংখ্যার ২০০০ সালের পেশা উপস্থাপন করা হলোঃ

চিত্রঃ ১২ মাঠ জরিপ অনুযায়ী ওয়ার্ড ০৮ নমুনা জনসংখ্যার ২০০০ সালের পেশা

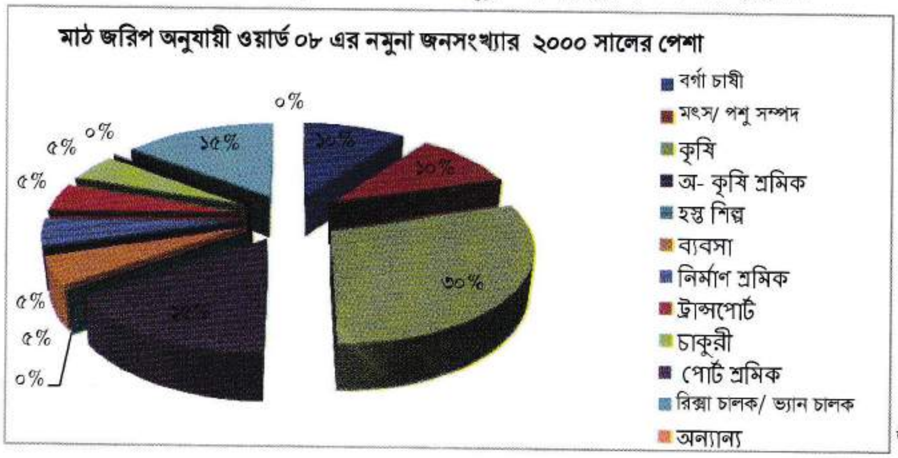

উৎসঃ মাঠ জরিপ, ২০১৭

উপরের চিত্র ১২ তে দেখা যায় যে, গবেষণা এলাকার ওয়ার্ড ০৮ এর নমুনা জরিপের মধ্যে নমুনা জনসংখ্যার ৩০% লোকের পূর্বের পেশা ছিল কৃষি, ১০% লোক মৎস্য চাষী, ১০% বর্গাচাষী, ১৫% লোক রিক্স ও ভ্যান চালক, ১৫% লোক অ-কৃষি, ০৫% লোক ব্যবসা কাজের সাথে জড়িত।

৭.১.৪ মাঠ জরিপ অনুযায়ী ওয়ার্ড ০৭ এর নমুনা জনসংখ্যার ২০০০ সালের পেশা

নিম্নে পাই চার্টের মাধ্যমে ওয়ার্ড ০৭ এর নমুনা জনসংখ্যার ২০০০ সালের পেশা উপস্থাপন করা হলোঃ

চিত্রঃ ১৩ মাঠ জরিপ অনুযায়ী ওয়ার্ড ০৭ এর নমুনা জনসংখ্যার ২০০০ সালের পেশা

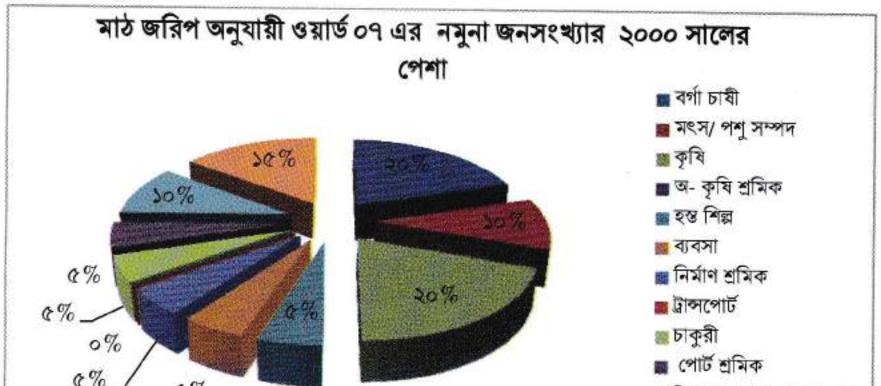

উৎসঃ মাঠ জরিপ, ২০১৭

উপরের চিত্র ১৩ তে দেখা যায় যে, গবেষণা এলাকার ওয়ার্ড ০৭ এর নমুনা জরিপ অনুযায়ী ২০% লোকের পূর্বের পেশা ছিল কৃষি, ১০% লোক মৎস্য চাষী, ২০% বর্গাচাষী, ১০% লোক রিক্স ও ভ্যান চালক, ১৫% লোক অন্যান্য, ০৫% লোক নির্মাণ শ্রমিক কাজের সাথে জড়িত।

৭.২ গবেষণা এলাকার নমুনা জনসংখ্যার বর্তমান পেশা

নিম্নে মাঠ জরিপ অনুয়ায়ী গবেষণা এলাকার নমুনা জনসংখ্যার বর্তমান পেশা টেবিলের মাধ্যেমে দেখানো হলোঃ

টেবিল ০৬: মাঠ জরিপ অনুযায়ী গবেষণা এলাকার নমুনা জনসংখ্যার বর্তমান পেশা

গবেষণা এলাকার নমুনা জনসংখ্যার বর্তমান পেশা (২০১৭)												
ওয়ার্ডের নাম	বর্গা চাষী	মৎস/ পশু সম্পদ	কৃষি	অ- কৃষি শ্রমিক	হস্ত শিল্প	ব্যবসা	নির্মাণ শ্রমিক	ট্রান্সপোর্ট	চাকুরী	পোর্ট শ্রমিক	অন্যান্য	সর্বমোট
ওয়ার্ড ০১ (সাদীপুর)	০	০	০	০	০	৮ (৪০%)	১ (৫%)	৩ (১৫%)	২ (১০%)	৪ (২০%)	২(১০%)	২০
ওয়ার্ড ০৭ (বেনাপোল)	০	০	০	০	০	৯ (৪৫%)	২(১০%)	১(৫%)	৪ (২০%)	৪ (২০%)	০	২০
ওয়ার্ড ০৮ (ছোট আচড়া)	০	০	২(১০%)	০	০	১০ (৫০%)	২ (১০%)	৩ (১৫%)	০	৩ (১৫%)	০	২০
ওয়ার্ড ০৯ (বড় আচড়া)	০	২ (১০%)	০	২(১০%)	০	৬ (৩০%)	০	২(১০%)	১(৫%)	৫(২৫%)	২(১০%)	২০
সর্বমোট	০	০২	০২	০২	০	৩৩	০৫	০৯	০৭	১৬	০৪	৮০

উৎসঃ মাঠ জরিপ, ২০১৭

৭.২.১ মাঠ জরিপ অনুযায়ী সাদীপুর এলাকার নমুনা জনসংখ্যার বর্তমান পেশা

নিম্নে পাই চার্টের মাধ্যমে ওয়ার্ড ০১ (সাদীপুর) এর নমুনা জনসংখ্যার বর্তমান পেশা উপস্থাপন করা হলোঃ

চিত্রঃ ১৪ মাঠ জরিপ অনুযায়ী ওয়ার্ড ০১ (সাদীপুর) এর নমুনা জনসংখ্যার বর্তমান পেশা

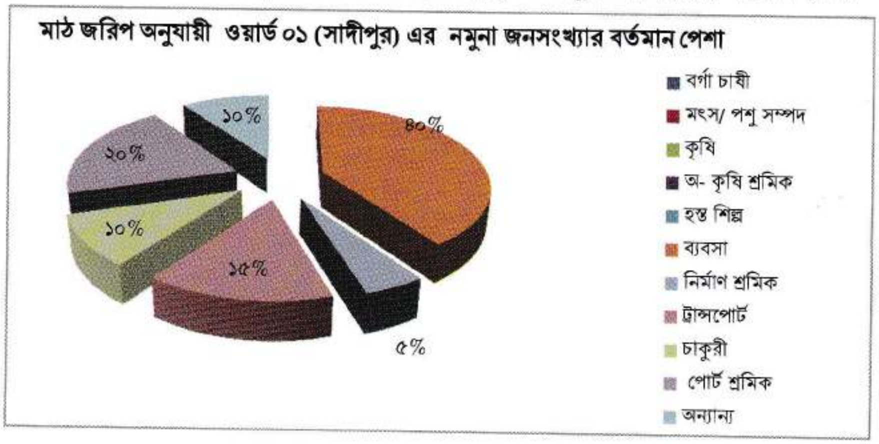

উৎসঃ মাঠ জরিপ, ২০১৭

উপরের চিত্রে দেখা যায় যে, গবেষণা এলাকার ওয়ার্ড ০১ (সাদীপুর) এর নমুনা জরিপ অনুযায়ী ৪০% লোক ব্যবসা, ১০% চাবুরী, ২০% লোক পোর্ট শ্রমিক, ১৫% লোক ট্রান্সপোর্ট (গবেষণা এলাকায় ভারত বাংলাদেশের মধ্যে যোগাযোগের জন্য বেনাপোল স্থল বন্দর ব্যবহার করায় এখানে অনেক পরিবহন এজেন্সি গড়ে উঠেছে, বর্তমানে ২২ টি বাস পরিবহন এজেন্সি রয়েছে, তথ্যসূত্রঃ মাঠ জরিপ, ২০১৭), ১০% চাকুরী, ০৫% নির্মাণ শ্রমিক এবং ১০% লোক অন্যান্য কাজের সাথে জড়িত ।

৭.২.২ মাঠ জরিপ অনুযায়ী ওয়ার্ড ০৭ এর নমুনা জনসংখ্যার বর্তমান পেশা

নিম্নে পাই চার্টের মাধ্যমে ওয়ার্ড ০৭ এর নমুনা জনসংখ্যার বর্তমান পেশা উপস্থাপন করা হলোঃ

চিত্রঃ ১৫ মাঠ জরিপ অনুযায়ী ওয়ার্ড ০৭ এর নমুনা জনসংখ্যার বর্তমান পেশা

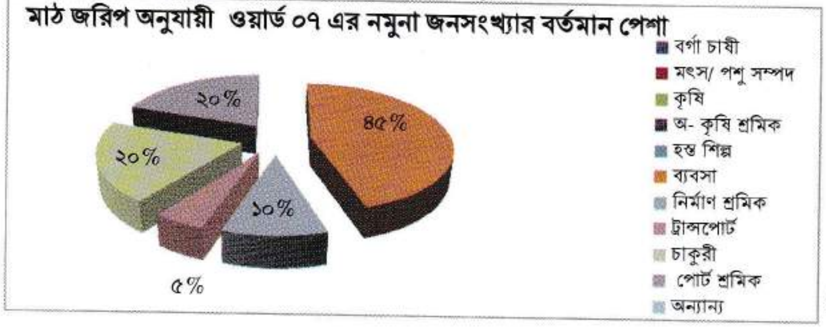

উৎসঃ মাঠ জরিপ, ২০১৭

উপরের চিত্রে দেখা যায় যে, বেনাপোল এলাকার নমুনা জরিপ অনুযায়ী ৪৫% লোক ব্যবসা, ২০% লোক পোর্ট শ্রমিক, ০৫% লোক ট্রান্সপোর্ট (গবেষণা এলাকায় ভারত বাংলাদেশের মধ্যে যোগাযোগের জন্য বেনাপোল স্থল বন্দর ব্যবহার করায় এখানে অনেক পরিবহন এজেন্সি গড়ে উঠেছে), ২০% চাকুরী, ১০% নির্মাণ শ্রমিক কাজের সাথে জড়িত।

৭.২.৩ মাঠ জরিপ অনুযায়ী ওয়ার্ড ০৮ (ছোট আচড়া) এর নমুনা জনসংখ্যার বর্তমান পেশা

নিম্নে পাই চার্টের মাধ্যমে ওয়ার্ড ০৮ (ছোট আচড়া) এর নমুনা জনসংখ্যার বর্তমান পেশা উপস্থাপন করা হলোঃ

চিত্রঃ ১৬ মাঠ জরিপ অনুযায়ী ওয়ার্ড ০৮ (ছোট আচড়া) এর নমুনা জনসংখ্যার বর্তমান পেশা

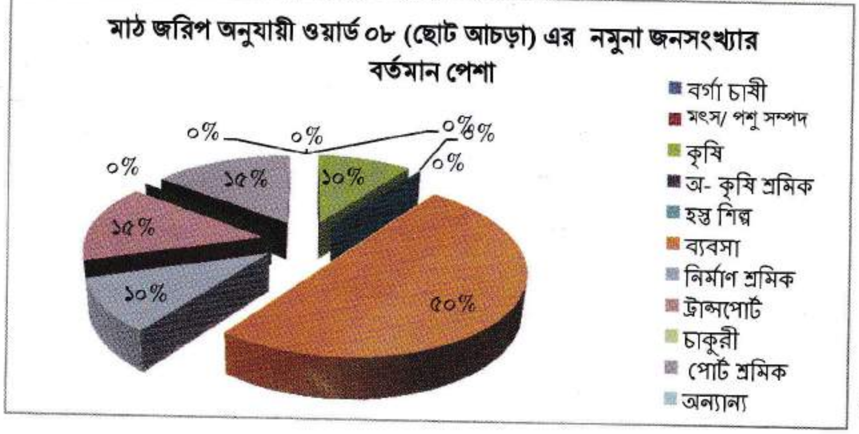

উৎসঃ মাঠ জরিপ, ২০১৭

উপরের চিত্রে দেখা যায় যে, নমুনা জরিপ অনুযায়ী ওয়ার্ড ০৮ (ছোট আচড়া) এর ৫০% লোক ব্যবসা, ১৫% লোক পোর্ট শ্রমিক, ১৫% লোক ট্রান্সপোর্ট (গবেষণা এলাকায় ভারত বাংলাদেশের মধ্যে যোগাযোগের জন্য বেনাপোল স্থল বন্দর ব্যবহার করায় এখানে অনেক পরিবহন এজেন্সি গড়ে উঠেছে), ১০% কৃষি, ১০% নির্মাণ শ্রমিক কাজের সাথে জড়িত।

৭.২.৪ মাঠ জরিপ অনুযায়ী ওয়ার্ড ০৯ (বড় আচড়া) এর এলাকার নমুনা জনসংখ্যার বর্তমান পেশা

নিম্নে পাই চার্টের মাধ্যমে ওয়ার্ড ০৯ (বড় আচড়া) এর নমুনা জনসংখ্যার বর্তমান পেশা উপস্থাপন করা হলোঃ

চিত্রঃ ১৭ মাঠ জরিপ অনুযায়ী ওয়ার্ড ০৯ (বড় আচড়া) এর নমুনা জনসংখ্যার বর্তমান পেশা

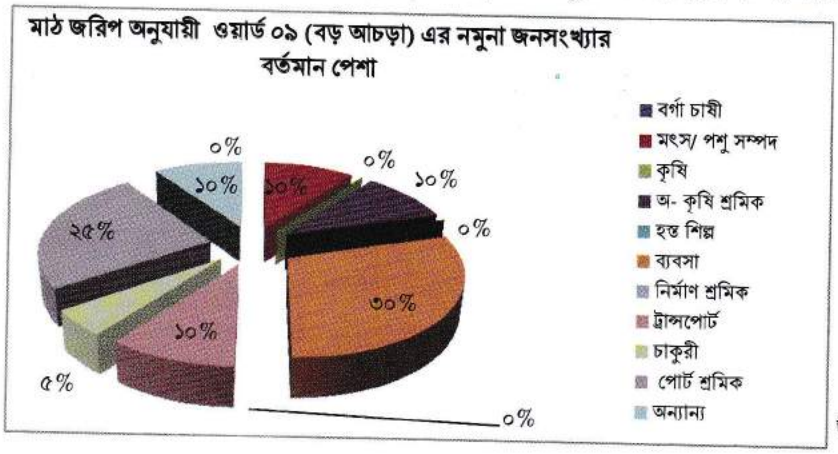

উৎসঃ মাঠ জরিপ, ২০১৭

উপরের চিত্রে দেখা যায় যে, গবেষণা এলাকার নমুনা জরিপ অনুযায়ী ওয়ার্ড ০৯ (বড় আচড়া) এর ৩০% লোক ব্যবসা, ২৫% লোক পোর্ট শ্রমিক, ১০% লোক ট্রান্সপোর্ট (গবেষণা এলাকায় ভারত বাংলাদেশের মধ্যে যোগাযোগের জন্য বেনাপোল স্থল বন্দর ব্যবহার করায় এখানে অনেক পরিবহন এজেন্সি গড়ে উঠেছে), ১০% মৎস্য চাষী, ১০% অ-কৃষি শ্রমিক, ১০% অন্যান্য কাজের সাথে জড়িত।

৭.৪ গবেষণা এলাকায় অভিবাসনের তথ্য

গবেষণা এলাকার মাঠ জরিপ থেকে দেখা যায়, বেনাপোল স্থল বন্দরকে কেন্দ্র করে ব্যবসা বাণিজ্য প্রসারিত হওয়ায় নমুনা জনসংখ্যার অনেক লোক স্থায়ীভাবে এবং অস্থায়ীভাবে স্থল বন্দর এলাকায় বসবাস করছে। নিম্নে টেবিলে গবেষণা এলাকার নমুনা জনসংখ্যার অভিবাসনের তথ্য উপস্থাপন করা হলোঃ

টেবিলঃ ০৭ গবেষণা এলাকায় অভিবাসনের তথ্য

গবেষণা এলাকায় অভিবাসনের তথ্য				
ওয়ার্ডের নাম	অভিবাসন (স্থায়ী)	অভিবাসন (অস্থায়ী)	স্থায়ী বাসিন্দা	সর্বমোট
ওয়ার্ড ০১ (সাদীপুর)	৪ (২০%)	০	১৬ (৮০%)	২০
ওয়ার্ড ০৭ (বেনাপোল)	৬ (৩০%)	৪ (২০%)	১০ (৫০%)	২০
ওয়ার্ড ০৮ (ছোট আচড়া)	৫ (২৫%)	৩ (১৫%)	১২ (৬০%)	২০
ওয়ার্ড ০৯ (বড় আচড়া)	৪ (২০%)	৫ (২৫%)	১১ (৫৫%)	২০
সর্বমোট	১৯	১২	৪৯	৮০

উৎসঃ মাঠ জরিপ, ২০১৭

নিম্নে চিত্র ১৮ এর মাধ্যমে গবেষণা এলাকার নমুনা জনসংখ্যার অভিবাসনের তথ্য উপস্থাপন করা হলোঃ

চিত্রঃ ১৮ মাঠ জরিপ অনুয়ায়ী গবেষণা এলাকার নমুনা জনসংখ্যার অভিবাসনের তথ্য

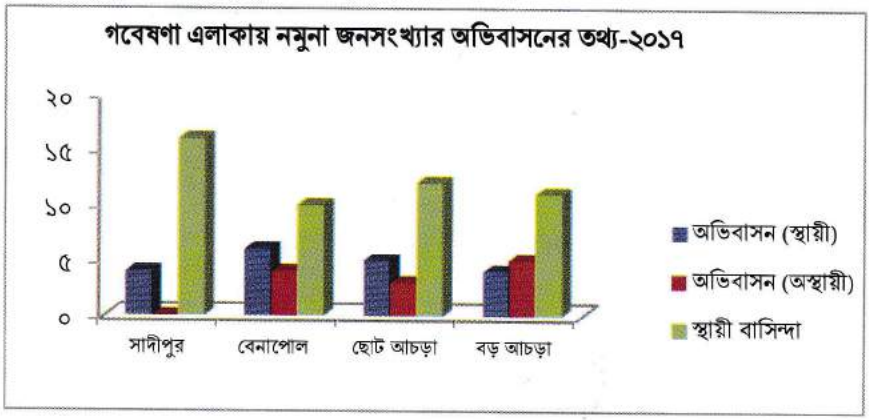

উৎসঃ মাঠ জরিপ, ২০১৭

উপরের চিত্রে দেখা যায় যে, গবেষণা এলাকার নমুনা জনসংখ্যার সাদীপুর এ ২০%, বেনাপোল এ ৩০%, ছোট আচড়ায় ২৫%, বড় আচড়ায় ২০% লোক স্থায়ীভাবে অভিবাসন হয়েছে এবং বেনাপোলে ২০%, বড় আচড়ায় ২৫% লোক অস্থায়ীভাবে অভিবাসন হয়েছে।

অধ্যায়ঃ ০৮ ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তন

০৮ ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তন

৮.১ ২০০০-২০১৭ সালের ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তন

গবেষণা এলাকার মানুষের পেশা ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তনের সাথে সম্পৃক্ত। ২০০০-২০১৭ সালে কি ধরণের ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তন হয়েছে তা জানার জন্য ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন এ অংশগ্রহণ কারীদের তথ্য ২০ বছর পূর্বের অর্থাৎ ২০০০ সালের তথ্য ভূমি ব্যবহার ম্যাপ এ উপস্থাপন করেন। উক্ত তথ্য জি.আই.এস এর মাধ্যমে ব্যবহার করে বর্তমান ভূমি ব্যবহারের সাথে পূবের ভূমি ব্যবহার এর পার্থক্য বের করা হয়েছে।

টেবিল ০৮: ২০০০-২০১৭ সালের ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তন

ভূমি ব্যবহার	২০১৭ আয়তন (একর)	২০০০ আয়তন (একর)	ভূমি ব্যবহার পরিবর্তিত এলাকা	শতকরা হার
কৃষি	৩২২.৯৪	৩৬৬.২	৪৩.২১	(-) ১১.৮০%
বাণিজ্য	১২.০৩	২.৯৯	৯.০৪	(+) ৭৫.১৫%
আবাসিক	৫৩.২২	২১.৮৬	৩১.৩৬	(+) ৪০.১৮%
সেবাদি	৫.৬৬	২.৮৫	২.৮১	(+) ৪ ৯.৬৪%

(-) এবং (+) চিহ্ন দ্বারা হ্রাস ও বৃদ্ধি বোঝানো হয়েছে (তথ্যসূত্রঃ ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন এর তথ্য জি.আই.এস থেকে প্রাপ্ত, ২০১৭)

উপরের টেবিল ০৮ এ গবেষণা এলাকার ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তনের পরিমাণ দেখানো হয়েছে। যেখানে ২০০০ সালে কৃষি জমির পরিমাণ ছিল ৩৬৬.২ একর, ২০১৭ সালে কৃষি জমির পরিমাণ কমে হয়েছে ৩২২.৯৪ একর, অর্থাৎ শতকরা হিসেবে কৃষি জমির পরিমাণ কমেছে প্রায় ২০%, যা মানচিত্র ০৫ এ উপস্থাপন করা হয়েছে।

অপরদিকে, গবেষণা এলাকার বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ভূমির ব্যবহারের পরিমাণ ২০০০ সালে ছিল ৯.০৪ একর। ২০১৭ সালে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ভূমি ব্যবহারের পরিমাণ বেড়ে দাড়িয়েছে ১২.০৩ একর। অর্থাৎ শতকরা হিসেবে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ভূমি ব্যবহারের পরিমাণ বেড়েছে প্রায় ৭৫%। অর্থাৎ বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ভূমি ব্যবহারের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। যা মানচিত্র ০৫ এ উপস্থাপন করা হয়েছে। গবেষণা এলাকার আবাসিক উদ্দেশ্যে ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তন হয়েছে প্রায় ৪০ ভাগ। যা মানচিত্র ০৫ এ উপস্থাপন করা হয়েছে।

এভাবে সেবার উদ্দেশ্যে ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তন হয়েছে প্রায় ৫০%। পূর্বের তুলনায় সেবার উদ্দেশ্যে ৫০% জমি বেশী জমি ব্যবহৃত হচ্ছে।

৮.১ ২০০০-২০১৭ সালের বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তন

২০০০-২০১৭ সালের বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তন হয়েছে, তা নিম্নে দেখানো হলোঃ

টেবিল ০৯: ২০০০-২০১৭ সালের বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তন

ভূমি ব্যবহার	২০১৭ আয়তন (একর)	২০০০ আয়তন (একর)	ভূমি ব্যবহার পরিবর্তিত এলাকা	শতকরা হার
বাণিজ্য	**১২.০৩**	**২.৯৯**	**৯.০৪**	**৭৫.১৫%**
বাজার	০.৮৯	০.২১	০.৬৭	৭৬.০৩%
রিটেনল সপ	৩.০৩	১.০৯	১.৯৫	৬৪.১৮%
গুদাম	৮.১৮	১.৬৯	৬.৪৯	৭৯.৩৪%

(তথ্যসূত্রঃ ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন এর তথ্য জি.আই.এস ম্যাপ এ উপস্থাপন থেকে প্রাপ্ত, ২০১৭)

বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ভূমি ব্যবহার কয়েকটি প্রধান উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে। যার মধ্যে বাজার ২০০০ সালে ছিল ০.২১ একর। ২০১৭ সালে তা বেড়ে ০.৮৯ একর, যা প্রায় ৭৬% বৃদ্ধি পেয়েছে। রিটেইল সপ এর ক্ষেত্রে বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ৬৪%, সবচেয়ে বেশী বাণিজ্যিক ভূমির পরিবর্তন হয়েছে গুদাম তৈরীর ক্ষেত্রে, যেটি পূর্বে অর্থাৎ ২০০০ সালে গুদামের উদ্দেশ্যে ভূমি ব্যবহারের পরিমাণ ছিল ১.৬৯ একর। ২০১৭ সালে তা বেড়ে হয়েছে ৮.১৮ একর যা শতকরা হিসেবে প্রায় ৮০% বৃদ্ধি। এই তিনটি উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত ভূমির পরিমানকে গড় হিসেবে ৭৫% দেখানো হয়েছে। যা নিম্নে পাই চার্টের দেখানো হলোঃ

চিত্রঃ ১৯ বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তন

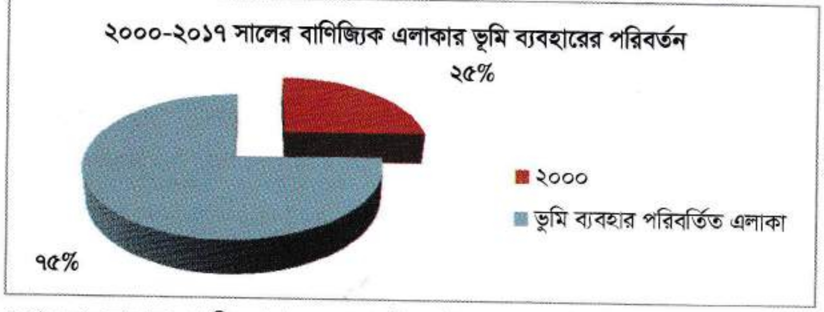

(তথ্যসূত্রঃ ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন এর তথ্য জি.আই.এস ম্যাপ এ উপস্থাপন থেকে প্রাপ্ত,২০১৭)

২০০০ বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত ভূমি ব্যবহারের পরিমাণ ছিল ২৫%; বর্তমানে ৭৫% বাণিজ্যিক ভূমি ২০০০-২০১৭ সালের মধ্যে পরিবর্তিত হয়েছে অর্থাৎ বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ভূমি ব্যবহারের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়েছে, যা উপরের পাই চার্টের এর মাধ্যমে দেখানো হয়েছে। ৭৫% বাণিজ্যিক ভূমি ২০০০-২০১৭ সালের মধ্যে পরিবর্তিত হয়েছে, যা মানচিত্র ০৬ এ উপস্থাপন করা হয়েছে।

৮.২ কৃষি ক্ষেত্রে ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তন

কৃষি ক্ষেত্রে গবেষণা এলাকার ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তন হয়েছে তা টেবিল ১০ এর মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলোঃ

টেবিল ১০: ২০০০-২০১৭ সালের কৃষি ক্ষেত্রে ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তন

ভূমি ব্যবহার	২০১৭ আয়তন (একর)	২০০০ আয়তন (একর)	ভূমি ব্যবহার পরিবর্তিত এলাকা	শতকরা হার
কৃষি	৩২২.৯৪	৩৬৬.২	৪৩.২১	(-) ১১.৮০%

(-) চিহ্ন দ্বারা ভূমি ব্যবহারের হ্রাস বোঝানো হয়েছে (তথ্যসূত্রঃ ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন এর তথ্য জি.আই.এস ম্যাপ এ উপস্থাপন থেকেপ্রাপ্ত,২০১৭)

ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন এর তথ্য জি.আই.এস এ উপস্থাপনের পর তা থেকে থেকে প্রাপ্ত কোন ভূমির ব্যবহার কতটুকু তা জানা যায়। ২০০০-২০১৭ সাল পর্যন্ত কৃষি এলাকার ভূমি ব্যবহার প্রায় ১১.৮০% কমেছে। কৃষি এলাকার ভূমি ব্যবহারের তেমন পরিবর্তন হয়নি কারণ স্থানীয় জনগণ বর্তমানে আয়ের উৎস হিসেবে কৃষি জমিতে বিভিন্ন ফলজ ও ভেষজ গাছের বাগান (কুল, ল্যাংড়া আম, কলা, কাঁঠাল, চাইনিজ পেয়ারা, লম্বু গাছ (স্থানীয় নাম), মেহগনি গাছ, কড়ই গাছ ইত্যাদি) এবং সবজি চাষ করে।

চিত্রঃ ২০ কৃষি ক্ষেত্রে ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তন

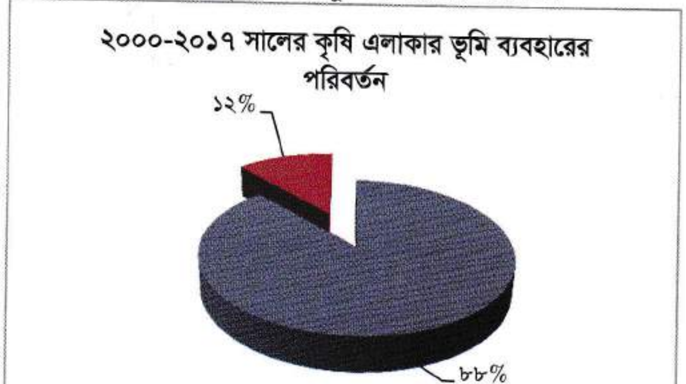

(তথ্যসূত্রঃ ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন এর তথ্য জি.আই.এস ম্যাপ এ উপস্থাপন থেকে প্রাপ্ত,২০১৭)

কৃষি ক্ষেত্রে ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তন বাণিজ্যিক ক্ষেত্রের ঠিক বিপরীত দিকে লক্ষ্য করা যায়। উপরের চিত্রে কৃষি ক্ষেত্রে ভূমি ব্যবহার পরিবর্তন হয়েছে ১১.৮০% কমেছে অর্থাৎ এই পরিবর্তন কৃষি জমির হ্রাসকে বুঝানো হয়েছে।

৮.৩ আবাসিক ক্ষেত্রে ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তন

২০০০-২০১৭ সালের আবাসিক ক্ষেত্রে ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তন নিম্নে দেখানো হলোঃ

টেবিল ১১: ২০০০-২০১৭ সালের আবাসিক ক্ষেত্রে ভূমি ব্যবহারের পরিবতন

ভূমি ব্যবহার	২০১৭ আয়তন (একর)	২০০০ আয়তন (একর)	ভূমি ব্যবহার পরিবর্তিত এলাকা	শতকরা হার
আবাসিক	৫৩.২২	২১.৮৬	৩১.৩৬	৪০.১৮%

(তথ্য সূত্রঃ ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন এর তথ্য জি.আই.এস ম্যাপ এ উপস্থাপন থেকে প্রাপ্ত,২০১৭)

উপরের টেবিলে দেখা যায় যে, গবেষণা এলাকায় ২০০০-২০১৭ সাল পর্যন্ত আবাসিক এলাকার ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তনের হার প্রায় ৪০.১৮% । গবেষণা এলাকায় বর্তমানে যে পরিমান ২০০০ সালে ৫৯% ভূমি আবাসিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার হত। ২০১৭ সালে ৪১% ভূমি আবাসিক উদ্দেশ্যে ভূমি ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে। মূলত কৃষি জমি ও জলাশয় এবং নিচু জমি ভরাট করে আবাসিক এলাকার ভূমি ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থাৎ আবাসিক উদ্দেশ্যে ভূমি ব্যবহারের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন গত ১৫ বছরে হয়েছে, যা মানচিত্র ০৭ এ উপস্থাপন করা হয়েছে। নিচে পাই চার্টের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে।

চিত্রঃ ২১ আবাসিক ক্ষেত্রে ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তন

(তথ্য সূত্রঃ ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন এর তথ্য জি.আই.এস ম্যাপ এ উপস্থাপন থেকে প্রাপ্ত,২০১৭)

৮.৪ সেবার ক্ষেত্রে ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তন

২০০০-২০১৭ সালের সেবাদির ক্ষেত্রে ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তন নিম্নে টেবিল ১২ তে দেখানো হলোঃ

টেবিল ১২: ২০০০-২০১৭ সালের সেবাদির ক্ষেত্রে ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তন

ভূমি ব্যবহার	২০১৭ আয়তন (একর)	২০০০ আয়তন (একর)	ভূমি ব্যবহার পরিবর্তিত এলাকা	শতকরা হার
সেবাদি	৫.৬৬	২.৮৫	২.৮১	৪৯.৬৫%

(তথ্য সূত্রঃ ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন এর তথ্য জি.আই.এস ম্যাপ এ উপস্থাপন থেকে প্রাপ্ত, ২০১৭)

চিত্রঃ ২২ সেবাদির ক্ষেত্রে ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তন

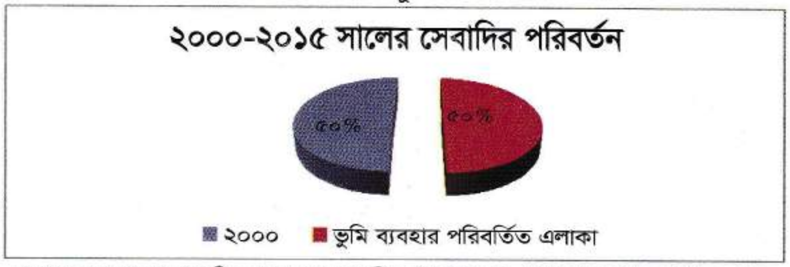

(তথ্য সূত্রঃ ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন এর তথ্য জি.আই.এস ম্যাপ এ উপস্থাপন থেকে প্রাপ্ত, ২০১৭)

সেবার ক্ষেত্রে ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তন হয়েছে ৫০% যা উপরের পাই চার্টের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে। এভাবে সেবার উদ্দেশ্যে ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তন হয়েছে প্রায় ৫০%।

মানচিত্রঃ ০৫ গবেষণা এলাকার ২০০০-২০১৭ সালের ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তন

LANDUSE CHANGE MAP OF WARD 1, 7, 8 & 9 (2000-2017)

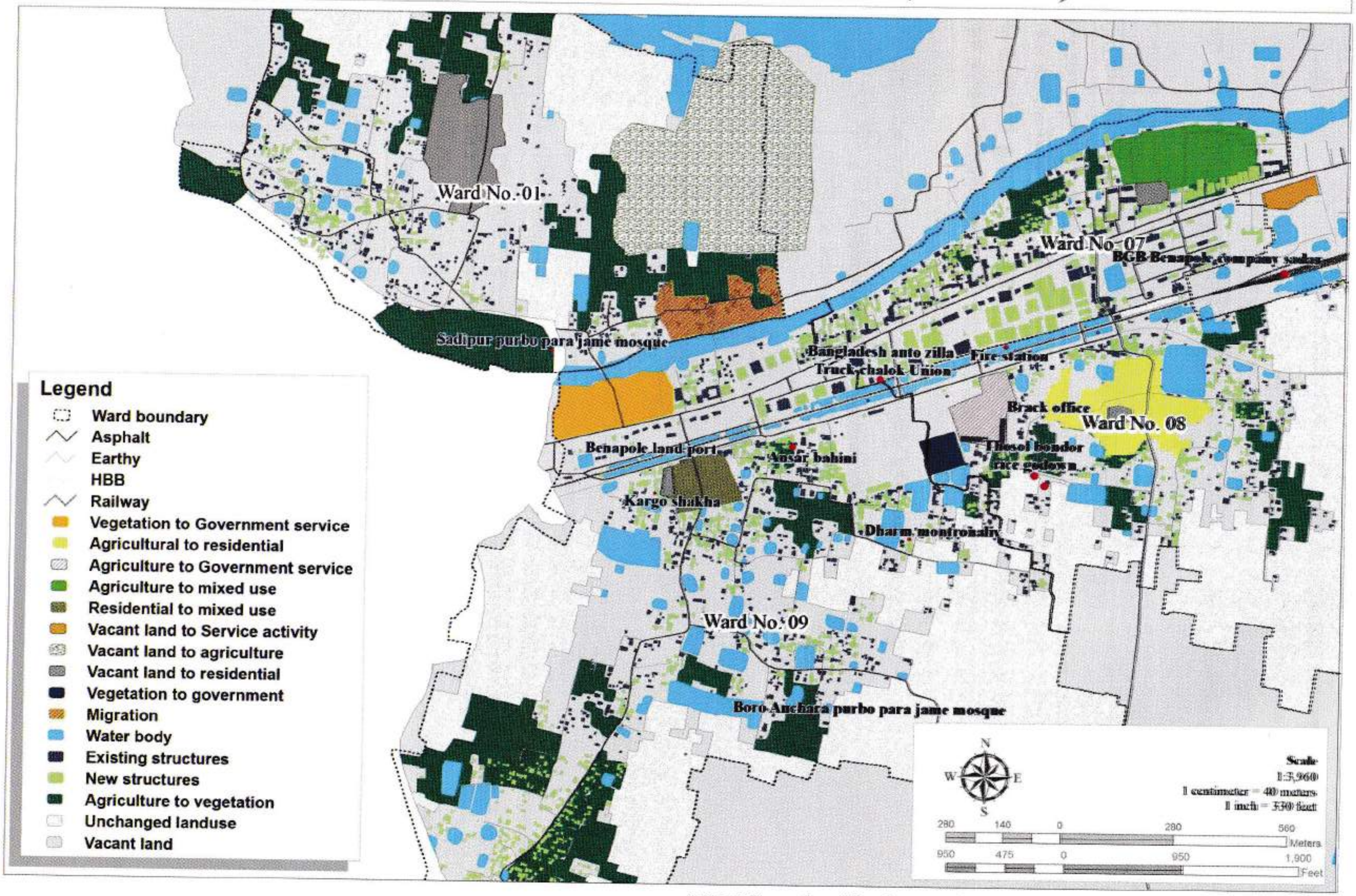

(তথ্য সূত্রঃ Preparation of Development plan for Benapole Jessore Highway Corridor Project ২০১৭

মানচিত্রঃ ০৬ গবেষণা এলাকার ২০০০-২০১৭ সালের ফিজিক্যাল ইনফ্রাস্ট্রাকচারের পরিবর্তন

INFRASTRUCTURAL CHANGE OF WARD 1,7,8 & 9 (2000-2017)

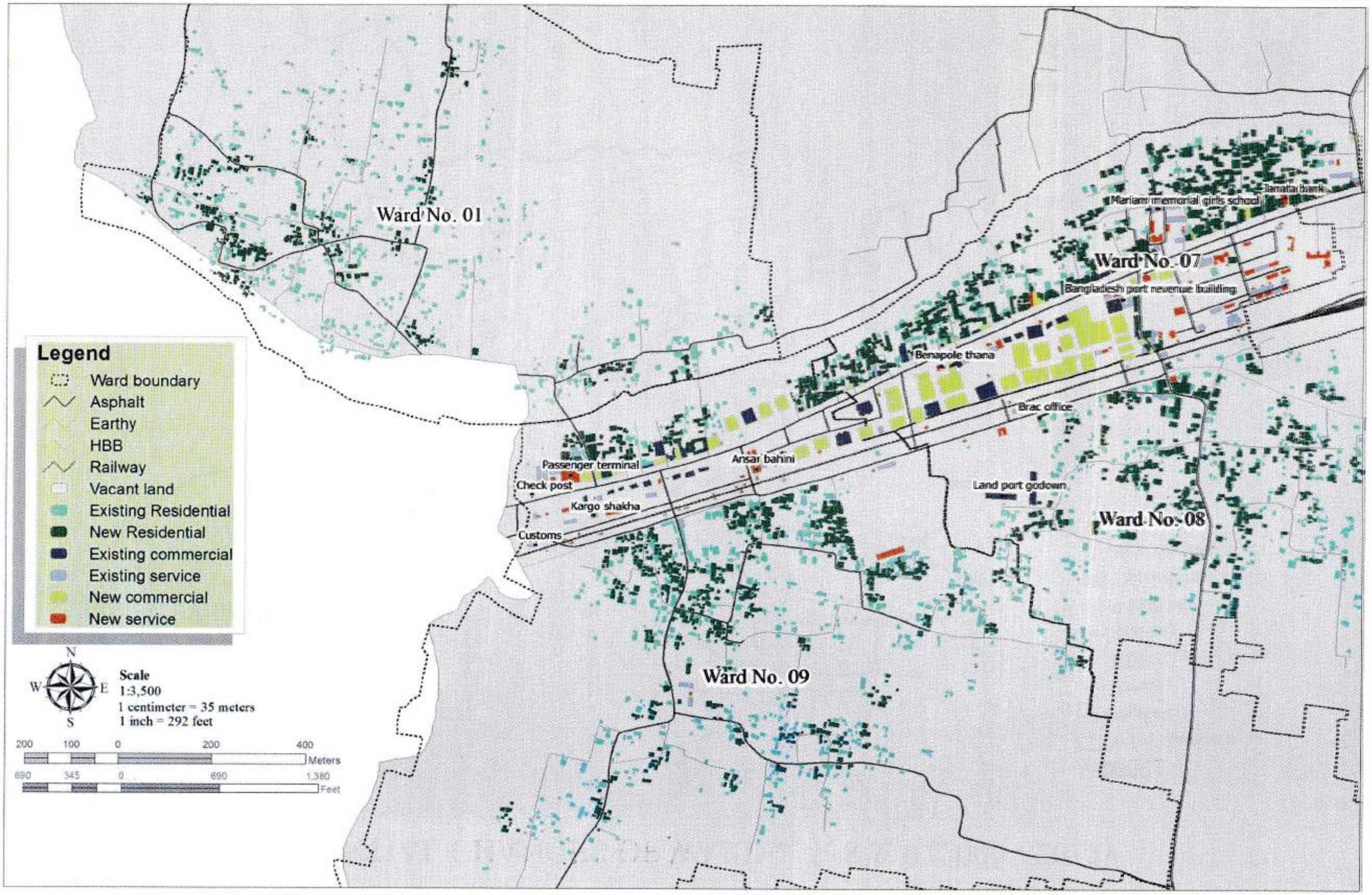

(তথ্য সূত্রঃ Preparation of Development plan for Benapole Jessore Highway Corridor Project ২০১৭

মানচিত্রঃ ০৭ গবেষণা এলাকার ২০০০-২০১৫ সালের আবসিক ক্ষেত্রে ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তন

RESIDENTIAL CHANGES OF WARD 1, 7, 8 & 9 (2000 - 2017)

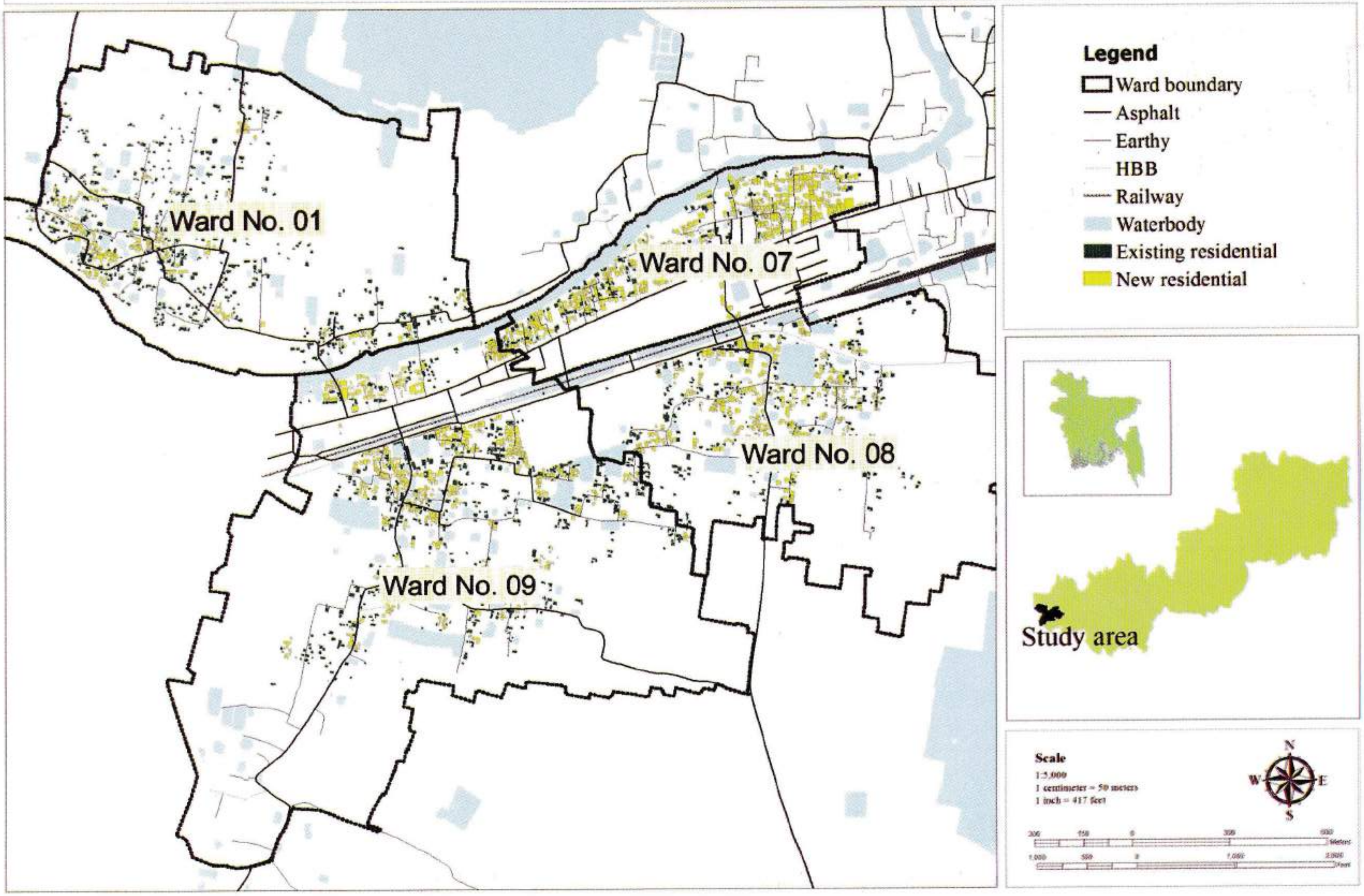

(তথ্য সূত্রঃ Preparation of Development plan for Benapole Jessore Highway Corridor Project ২০১৭)

অধ্যায় : ০৯ ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তনের কারণ

৯.১ ভূমি ব্যবহার পরিবর্তনের কারণ

মানুষের বিভিন্ন ধরণের কর্মকান্ডই ভূমিকে একরূপ থেকে অন্যরূপে ব্যবহার উপযোগী করে তোলে আর এই পরিবর্তিত ভূমি ব্যবহার হয়ে থাকে বিভিন্ন সামাজিক উদ্দেশ্যে যেমন জীবিকার প্রয়োজনে, কিংবা গৃহ নির্মাণের জন্য । গবেষণা এলাকার ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তনের প্রধান কারণসমূহ নিম্নরূপঃ

৯.১.১ বেনাপোল স্থলবন্দর এর কার্যক্রম বৃদ্ধিঃ

১৯৭৮ সালে বাংলাদেশ ওয়্যার হাউজিং কর্তৃপক্ষের Bangladesh Ware Housing (BWC) এর অধীনে পোর্টের কার্যক্রম শুরু হয়। পরবর্তীতে ১৯৭৯ সালের অক্টোবরে BWC-এর কার্যক্রম বন্ধ করে বেনাপোল ল্যান্ড কাস্টমস স্টেশন পার্ট মন্ত্রণালয়ের অধীনে আসে এবং ২০০১ সালে বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশ ল্যান্ডপোর্ট অথরিটি (Bangladesh Land Port Authority) গঠন করে। ২০০২ সাল হতে বেনাপোল স্থলবন্দর বাংলাদেশ বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিচালিত হয়ে আসছে (সূত্রঃবেনাপোল স্থলবন্দর ২০১৬) । বর্তমানে স্থল বন্দরে প্রায় ১৪৫০ জন শ্রমিক কর্মরত আছে, যা ২০ থেকে ২৫ বছর আগে আনুমানিক ১০০ থেকে ১৫০ জন শ্রমিক কর্মরত ছিল। স্থলবন্দর এর কার্যক্রম বৃদ্ধির ফলে স্থলবন্দর এলাকার আশেপাশে জনবসতি বৃদ্ধি এবং বিভিন্ন অঞ্চল থেকে লোক জনবসতি স্থাপন করছে। বেনাপোল স্থলবন্দর এলাকায় Focus Group Discusion (FGD) থেকে জানা যায়, বন্দর এলাকার কার্যক্রম বৃদ্ধির ফলে এ এলাকায় জনবসতি অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৯১ সালে বেনাপোল পৌরসভার জনসংখ্যার ঘনত্ব ছিল ৩৪৫০ বর্গ কি.মি, ২০১১ সালে জনসংখ্যার ঘনত্ব ৪৭৫১ বর্গকি.মি যার ফলে ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তন হয়েছে (সূত্রঃ বিবিএস, ২০১৬ এবং ১৯৯১)।

৯.১.২ কৃষিজমি ও জলাশয়ের পরিমাণ হ্রাসঃ

FGD থেকে জানা যায়, বেনাপোল স্থলবন্দর এলাকায় অনেক পুকুর, ডোবা ছিল, যা বর্তমানে ভরাট হয়েছে। কাচারী পুকুর (৯নং ওয়ার্ড), কানাপুকুর (৮ নংওয়ার্ড) ছিল, যার ভূমি ব্যবহার পরিবর্তিত হয়ে তা বর্তমানে বাণিজ্যিক এলাকা হয়েছে। হাকুর নদীর স্বাভাবিক গতি পরিবর্তন হয়েছে। হাকুর নদীতে ক্রস বাঁধ তৈরী হয়েছে। বেনাপোল-যশোর হাইওয়ের করিডোর প্রকল্পের তথ্য অনুযায়ী হাকুর নদীতে ক্রস বাঁধের সংখ্যা ৪৩৯টি মাছের ঘের তৈরী করা হয়েছে; যাতে উচ্চতর লোকের আয়ের বৃদ্ধির উৎস হিসেবে Cultured Fisheries করছে (তথ্য সূত্রঃফোকসড গ্রুপ ডিসকাশন, ২০১৬)।

৮.১.৩ বাণিজ্যিক ও শহর এলাকার সম্প্রসারণঃ

বেনাপোল স্থলবন্দর এলাকার কার্যক্রম বৃদ্ধির ফলে বেনাপোল এ বাণিজ্যিক ও শহর এলাকার সম্প্রসারণ হয়েছে। ফোকাসড গ্রুপ ডিসকাশন থেকে জানা যায়, ২০ থেকে ২৫ বছর পূর্বে বেনাপোল স্থলবন্দর এলাকায় কিছু স্থাপনা ছিল এবং হাইওয়ে করিডোর এর পাশে ছোট ছোট দোকান ছিল , যা বর্তমানে অনেক প্রসারিত হয়েছে (তথ্য সূত্রঃফোকসড গ্রুপ ডিসকাশন, ২০১৬)।

৯.১.৪ অভিবাসনঃ

বেনাপোল স্থলবন্দর এলাকার কার্যক্রম বৃদ্ধির ফলে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে লোকজন এসে ব্যবসা বাণিজ্য এবং কেউ কেউ স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করছে। এছাড়া হাকুর নদীর স্বাভাবিক পানিপ্রবাহ না থাকায় এবং ক্রসবাঁধ দেয়ায় কিছু নিম্নশ্রেণী জেলে সম্প্রদায়ের আয়ের উৎস হারায়, ফলে তারা এলাকা ত্যাগ করে অন্যত্র স্থানান্তর হয়। যেখানে বর্তমানে অন্য এলাকা থেকে এসে বসতি স্থাপন করেছে (তথ্য সূত্রঃফোকাসড গ্রুপ ডিসকাশন, ২০১৬)।

৯.১.৫ যানবাহনের সংখ্যা বৃদ্ধিঃ

বেনাপোল স্থলবন্দর এলাকায় স্থলবন্দর এলাকার কার্যক্রম বৃদ্ধি বাণিজ্যিক এলাকার সম্প্রসারণ, অভিবাসন এর ফলে যানবাহনের পরিমাণও অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে, এবং সাথে সাথে রাস্তার পরিমাণ ও বৃদ্ধি পেয়েছে (তথ্য সূত্রঃফোকসড গ্রুপ ডিসকাশন, ২০১৬)। বেনাপোল- যশোর প্রকল্পে অনুমান করা হয়েছে ২০৪০ সালে বেনাপাল স্থল বন্দর ৫.৪১ মিলিয়ন টন কার্গো নিয়ন্ত্রণ করবে, তাছাড়া পরিকল্পনা সময় সীমার পর অর্থাৎ ২০৩৬ সালে হবে ৪.৬১ মিলিয়ন টন । উক্ত প্রকল্পে আরো অনুমান করা হয় প্রায় ৪০০-৬০০ পণ্যবাহী ট্রাক (ভারতের ৪০০ এবং বাংলাদেশের ২০০) এবং ২০০০ যাত্রী প্রতিদিন বেনাপোল স্থল বন্দর দিয়ে (বাংলাদেশ থেকে ভারতে) যাতায়াত করবে (তথ্য সূত্রঃ Final Report, Plan Book, Benapole Jessore Highway Corridor Project ২০১৭) ।

৯.১.৬ বাংলাদেশ অংশে নদী শুকীয়ে যাওয়া ও নদীদখলঃ

গবেষণা এলাকার হাকুর নদীতে ক্রসবাঁধ এবং নদীশুকিয়ে যাওয়ার ফলে কিছু নিম্নশ্রেণীর লোক অন্যত্র স্থানান্তর হয়, যারা মূলত কৃষির উপর নির্ভরশীল ছিল। নদী দখল এর ফলে জীববৈচিত্র্যের সংকোচন, জলাবদ্ধতা, জনদূর্ভোগ বৃদ্ধি এবং পরিবেশের উপর রিরুপ প্রভাব পড়ছে। সর্বোপরি ভূমির যে ব্যবহার ছিল তা দিন দিন পরিবর্তিত হচ্ছে (তথ্য সূত্রঃফোকাসড গ্রুপ ডিসকাশন, ২০১৬)।

৯.১.৭ জনসংখ্যাঃ

প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে জনসংখ্যাই হলো ভূমি ব্যবহার পরিবর্তনের প্রধান কারণ। বর্ধিত জনসংখ্যা ভূমির উপর বিভিন্ন ধরণের কর্মকান্ডের প্রেক্ষিতে ভূমির ব্যবহারও পরিবর্তন হয়। তাই ভূমি ব্যবহারের মহাপরিকল্পনা জনসংখ্যা বর্তমান জনসংখ্যা ও বর্ধিত জনসংখ্যা সঠিকভাবে নিরূপণ একক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বেনাপোল পৌরসভায় জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গ কি.মি. এ বৃদ্ধি পেয়েছে। যেখানে ১৯৯১ সালে বেনাপোল পৌরসভায় জনসংখ্যা ঘনত্ব ছিল ৩৪৫০ জন তা ২০১১ সালে বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৪৭৫১ জন। যার ফলশ্রুতিতে ভূমির ব্যবহার দিন দিন পরিবর্তিত হচ্ছে (তথ্য সূত্রঃ বিবিএস ১৯৯১ এবং ২০১১)।

অধ্যায় : ১০ অর্থনীতি ও ভূমি ব্যবহারের মিথস্ক্রিয়া

১০.১ বেনাপোল স্থল বন্দর এলাকায় অর্থনীতি ও ভূমি ব্যবহারের মিথস্ক্রিয়া:

বেনাপোল স্থল বন্দর এলাকার কার্যক্রম বৃদ্ধি হওয়ার ফলে শিক্ষিত ও উচ্চতর লোকের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে, নিম্ন আয়ের লোকের পেশার পরিবর্তন হয়েছে এগুলোকে ইতিবাচক প্রভাব হিসেবে চিন্তা করলেও বেনাপোল স্থল বন্দরের কার্যক্রম শুরু হওয়ার কারণে নেতিবাচক প্রভাবও রয়েছে যেমনঃ অভিবাসন শুরু হয়েছে, কৃষি জমি ও জলাশয়ের পরিমান হ্রাস পাচ্ছে। যার ফলে জলাবদ্ধতা, সামাজিক অসমতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এর ফলে জন দূর্যোগ বৃদ্ধি এবং জীবনযাপনের মান নিম্ন হচ্ছে। পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে। অপরদিকে, অভিবাসন শুরু হওয়ার ফলে বাণিজ্যিক শহর এলাকার সম্প্রসারণ হচ্ছে এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি পাচ্ছে যা গবেষণা এলাকায় ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশণ হতে জানা যায়।

চিত্রঃ ২৩ গবেষণা এলাকার অর্থনীতি ও ভূমি ব্যবহারের মিথস্ক্রিয়া

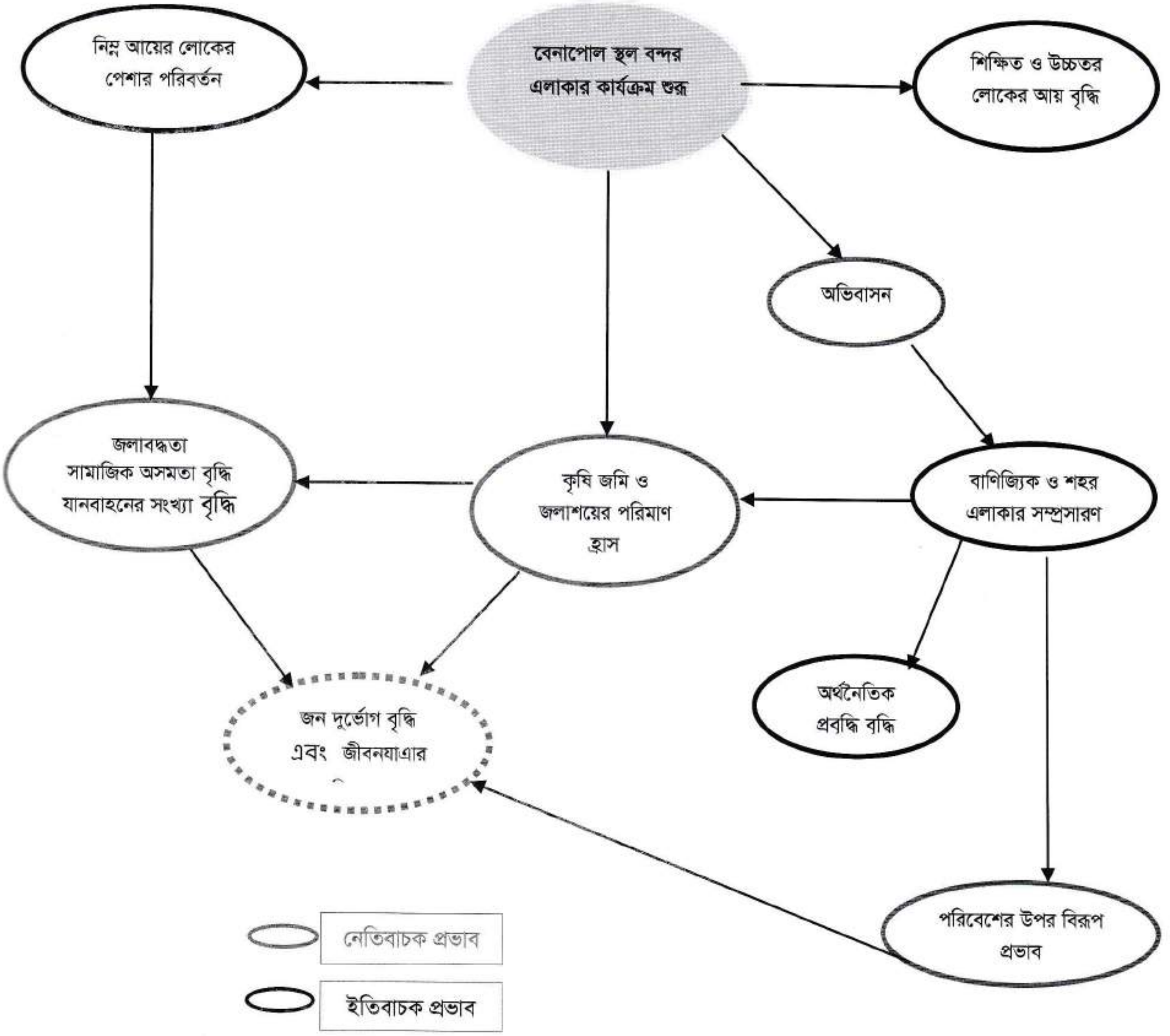

১০.২ হাকুর নদীর উর্ধ্ব অববাহিকা (ভারতের অংশ) বাঁধ প্রভাব:

হাকুর নদীর উর্ধ্ব অববাহিকা (ভারতের অংশ) বাঁধ দেওয়ার কারণে বাংলাদেশের অংশে নদী শুকিয়ে যাচ্ছে, নদী দখল হচ্ছে, যারা Open Water এ মাছ ধরত তাদের পেশার পরিবর্তন হচ্ছে। নদী শুকিয়ে যাওয়ার কারণে উচ্চতর লোকের মাছের ঘেরের চাষ শুরু করেছে। নিম্নে চিত্রঃ ২৪ হাকুর নদীর উর্ধ্ব অববাহিকায় বাঁধের প্রভাব উপস্থাপন করা হয়েছে। ফলে, গবেষণা এলাকায় জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হচ্ছে, যার ফলে জন দূর্ভোগের সৃষ্টি হচ্ছে এবং পরিবেশের বিরূপ প্রভাব ফেলছে। বেনাপোল যশোর প্রকল্পের সার্ভে তে হাকুর নদীর উপর প্রায় ৪৩৯ টি ক্রস বাঁধ পাওয়া গিয়েছে (তথ্য সূত্রঃ Islam, K. S.2017)।

চিত্রঃ ২৪ হাকুর নদীর উর্ধ্ব অববাহিকায় বাঁধের প্রভাব

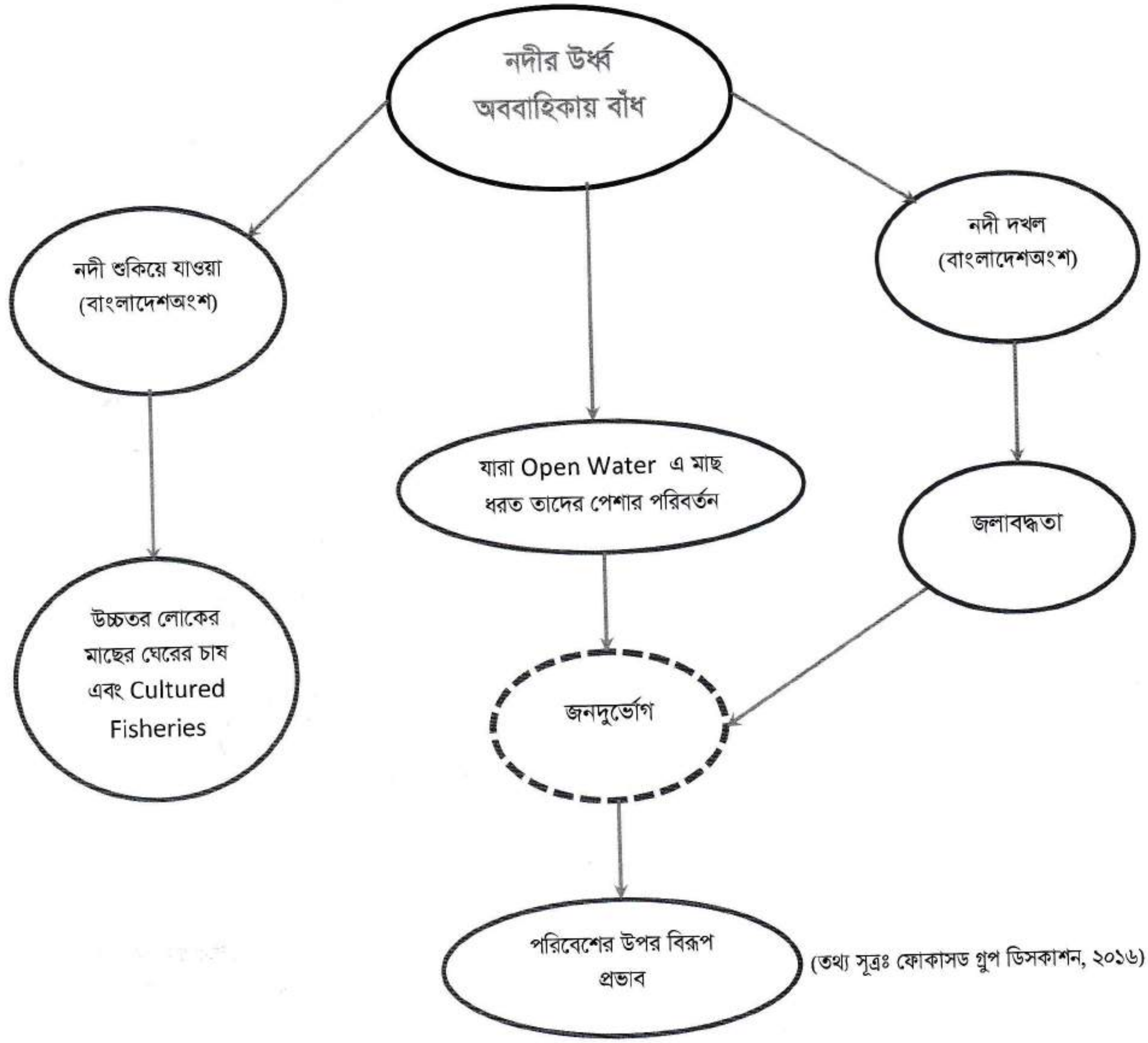

(তথ্য সূত্রঃ ফোকাসড গ্রুপ ডিসকাশন, ২০১৬)

১০.৩ অর্থনীতি ও ভূমি ব্যবহারের মিথস্ক্রিয়ার ফলাফলঃ

মাঠ জরিপের তথ্য অনুযায়ী গবেষণা এলাকার ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তনের সাথে সাথে এলাকার জনগণের পেশারও পরিবর্তন হয়েছে । মাঠ জরিপে উত্তরদাতা হতে প্রাপ্ত তথ্য মতে টেবিল ১৩ এবং টেবিল ১৪ তে পেশার ধরন এবং পেশার পরিবর্তন প্রক্রিয়া উপস্থাপন করা হয়েছে। মাঠ জরিপের মাধ্যমে গবেষণা এলাকার জনগণের ২০০০ সালের পেশার তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। সর্বমোট ৮০ টি প্রশ্নপত্র জরিপ করা হয়েছে। মাঠ জরিপের ৮০ টি প্রশ্নপত্র জরিপের মধ্যে গবেষণা এলাকার পূর্বের পেশা অর্থাৎ ২০০০ সালে কৃষি কাজের সাথে জড়িত লোকের সংখ্যা ছিল ৪১ জন যেখানে বর্গাচাষী ছিল ১১ জন, বর্তমানে অর্থাৎ ২০১৭ সালে বর্গাচাষী পেশা থেকে পেশার পরিবর্তন করে অ-কৃষি পেশায় নিয়োজিত হয়েছে। নিম্নের টেবিল ১৩ তে কৃষি সম্পৃক্ত পেশায় ২০০০ সালে ৫১.২৫% লোক জড়িত ছিল। মাঠ জরিপের ৮০ জন উত্তরদাতার মধ্যে বর্তমানে কৃষি ক্ষেত্রে মোট ০৪ জন অর্থাৎ ৯.৭৫% লোক কৃষি কাজের সাথে জড়িত। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, বর্তমানে ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তনের ফলে কৃষি খাতে নিয়োজিত লোকের সংখ্যা ৪৬.২৫% হ্রাস পেয়েছে । যা টেবিল ১৪ তে উপস্থাপন করা হয়েছে।

অর্থনীতি ও ভূমি ব্যবহারের মিথস্ক্রিয়ার ফলে পূর্বের পেশার পরিবর্তন হয়েছে। মাঠ জরিপের তথ্য অনুযায়ী গবেষণা এলাকার জনগণের পূর্বের পেশা থেকে বর্তমান পেশায় পরিবর্তন নিম্নে টেবিলের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলোঃ

টেবিল ১৩: গবেষণা এলাকার জনগণের কৃষি পেশা থেকে পেশার পরিবর্তন

পূর্বের পেশা (২০০০)			বর্তমান পেশা (২০১৭)											
পেশা		সংখ্যা	মৎস/ পশু সম্পদ	কৃষি	অ- কৃষি শ্রমিক	ব্যবসা	নির্মাণ শ্রমিক	ট্রান্সপোর্ট	চাকুরী	পোর্ট শ্রমিক	রিক্সা চালক/ ভ্যান চালক	অন্যান্য	উপমোট	মোট
কৃষি	বর্গা চাষী	১১	-	-	২ (১৮.১৮%)*	১ (৯.০৯%)	৩ (২৭.২৭%)	২ (১৮.১৮%)	-	২ (১৮.১৮%)		১ (৯.০৯%)	১১ (১০০%)	৪১
	মৎস/ পশু সম্পদ	৯	২ (২২.২২%)	-	-	৩ (৩৩.৩৩%)**	১ (১১.১১%)		-	২ (২২.২২%)	১ (১১.১১%)	-	৯ (১০০%)	
	কৃষি	২১	-	২ (৯.৫২%)	-	১১ (৫২.৩৮%)***	-	৫ (২৩.৮১%)	-	৩ (১৪.২৮%)		-	২১ (১০০%)	
	উপমোট	৪১	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	শতকরা পরিবর্তন		৪.৮৭%****	৪.৮৭%	৪.৮৭%	৩৬.৫৮%	৯.৭৫%	১৭.০৭%	-	১৭.০৭%	২.৪৩%	২.৪৩%		

* বর্গা চাষী পেশা পরিবর্তনের শতকরা হার * * * কৃষিতে পেশা পরিবর্তনের শতকরা হার

* * মৎস/ পশু সম্পদ পেশা পরিবর্তনের শতকরা হার * * ** কৃষি সেক্টরে সর্বমোট পেশা পরিবর্তনের শতকরা হার

তথ্যসূত্রঃ মাঠ জরিপ, ২০১৭

উপরের টেবিল ১৪ তে গবেষণা এলাকার জনগণের কৃষি পেশা থেকে অ-কৃষি পেশায় পেশার পরিবর্তন প্রক্রিয়া বিস্তারিত ভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। উপরের টেবিলে দেখা যাচ্ছে যে, বর্গা চাষী পেশা থেকে যার মধ্যে ০২ জন (১৮.১৮%) অ- কৃষি শ্রমিক, ০১ জন (৯.০৯%) ব্যবসা, ০৩ জন (২৭.২৭%) নির্মাণ শ্রমিক, ০২ (১৮.১৮%) জন ট্রান্সপোর্ট, ০২ জন (১৮.১৮%) পোর্ট শ্রমিক এবং ০১ জন (৯.০৯%) অন্যান্য পেশায় পেশার পরিবর্তন করেছে। এছাড়া ৮০ জন উত্তরদাতার মধ্যে কৃষি কাজের সাথে জড়িত ছিল ২১ জন, কৃষি কাজের সাথে জড়িত লোকের সংখ্যা হ্রাস পেয়ে তা বর্তমানে ২ জন । শুধু কৃষি পেশা থেকে ১১ জন (৫২.৩৮%) লোক ব্যবসা, ৫ জন (২৩.৮১%) লোক ট্রান্সপোর্ট, ৩ জন (১৪.২৮%) লোক পোর্ট শ্রমিক এ পেশার পরিবর্তন করে। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, কৃষি থেকে অ-কৃষি পেশায় পেশার ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে। ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তনের ফলে এলাকার জনগণের কৃষি থেকে অ-কৃষি তে পেশার ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে। নিম্নে টেবিল ১৪ তে অন্যান্য পেশার পরিবর্তন প্রক্রিয়া দেখানো হয়েছে।

টেবিল ১৪: গবেষণা এলাকার জনগণের পূর্বের পেশা থেকে বর্তমান পেশায় পরিবর্তন প্রক্রিয়া

পূর্বের পেশা (২০০০)				বর্তমান পেশা (২০১৭)											
পেশা			সংখ্যা	মৎস/ পশু সম্পদ	কৃষি	অ- কৃষি শ্রমিক	ব্যবসা	নির্মাণ শ্রমিক	ট্রান্সপোর্ট	চাকুরী	পোর্ট শ্রমিক	রিক্সা চালক/ ভ্যান চালক	অন্যান্য	উপমোট	মোট
কৃষি	কৃষি	বগা চাষী	১১	-	-	২	১	৩	২	-	২		১	১১	৪১
		মৎস/ পশু সম্পদ	৯	২	-	-	৩	১		-	২	১	-	৯	
		কৃষি	২১	-	২	-	১১	-	৫	-	৩		-	২১	
		উপমোট	৪১	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		শতকরা পরিবর্তন		৪.৮৭%	৪.৮৭%	৪.৮৭%	৩৬.৫৮%	৯.৭৫%	১৭.০৭%	-	১৭.০৭%	২.৪৩%	২.৪৩%		
অ-কৃষি	ব্যবসা	হস্ত শিল্প	১	-	-	-	-	-	-	-	১	-	-	১	৬
		ব্যবসা	৫	-	-	-	৫	-	-	-	-	-	-	৫	
		উপমোট	৬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		শতকরা পরিবর্তন		-	-	-	৮৩.৩৩%				১৬.৬৬%		-		
	শ্রমিক	অ- কৃষি শ্রমিক	৮	-	-	-	৪	১	১	২	-	-		৮	১৫
		নির্মাণ শ্রমিক	৫	-	-	-	২	-		২	-	-	১	৫	
		ট্রান্সপোর্ট	১	-	-	-		-	১	-	-	-	-	১	
		পোর্ট শ্রমিক	১	-	-	-	১	-	-	-	-	-	-	১	
		উপমোট	১৫	-	-	-		-	-	-	-	-	-		
		শতকরা পরিবর্তন					৪৬.৬৬%	৬.৬%	১৩.৩৩%	২৬.৬৬%			৬.৬%		
	চাকুরী	চাকুরী	৫	-	-	-	২	-	-	৩	-	-	-	৫	৫
		উপমোট	৫	-	-	-		-	-	-	-	-	-		
		শতকরা পরিবর্তন					৪০.০০%			৬০.০০%					
	অন্যান্য	রিক্সা চালক/ভ্যান চালক	৯	-	-	-	২	-	-	-	৫	২	-	৯	১৩
		অন্যান্য	৪	-	-	-	২	-	-	-	২			৪	
		উপমোট	১৩	-	-	-		-	-	-					
		শতকরা পরিবর্তন					৩০.৭৬%				৫৩.৮৪%	১৫.৩৮%			
		মোট	৮০	২	২	২	৩৩	৫	৯	৭	১৫	৩	২	৮০	৮০
		শতকরা হার (%)	১০০.০০	২.৫০	২.৫০	২.৫০	৪১.২৫	৬.২৫	১১.২৫	৮.৭৫	১৮.৭৫	৩.৭৫	২.৫০	১০০.০০	১০০.০০

তথ্যসূত্রঃ মাঠ জরিপ, ২০১৭

উপরের টেবিল ১৪ তে গবেষণা এলাকার ৮০ টি প্রশ্নত্তোর জরিপের তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে। দেখা যাচ্ছে যে, ২০০০ সালে ৪১ জন লোক কৃষি কাজের সাথে জড়িত ছিল তা থেকে ০২ জন কৃষি, ১১ জন ব্যবসা, ০৫ জন ট্রান্সপোর্ট সেক্টরে পেশার পরিবর্তন হয়েছে অর্থাৎ কৃষি থেকে মৎস/ পশু সম্পদে ৪.৮৭%, ব্যবসা ৩৬.৫৮%, নির্মাণ শ্রমিক ৯.৭৫%, পোর্ট শ্রমিক ১৭.০৭% লোকের পরিবর্তন হয়েছে। মাঠ জরিপের তথ্য অনুযায়ী, ব্যবসায় খাতে পেশা পরিবর্তনের হার সবচেয়ে বেশী ৩৬.৫৮%। মাঠ জরিপের তথ্য অনুযায়ী, ২০০০ সালে ০৬ জন লোক ব্যবসা পেশার সাথে জড়িত ছিল, তা থেকে ০৫ জন লোক ব্যবসা পেশায় নিয়োজিত আছে এবং ০১ জন লোক (১৬.৬৬%) ব্যবসা থেকে পেশার পরিবর্তন করে পোর্ট শ্রমিক হিসেবে নিয়োজিত আছে। এছাড়া, ২০০০ সালে ১৫ জন লোক শ্রমিক পেশার সাথে জড়িত ছিল, তা থেকে ব্যবসা পেশায় পরিবর্তন হয় ০৭ জন অর্থাৎ ৪৬.৬৬%, ট্রান্সপোর্ট খাতে পরিবর্তন হয় ১৩.৩৩% এবং চাকুরীতে পরিবর্তন হয় ২৬.৬৬%। উপরের টেবিল থেকে প্রতীয়মান হয় যে, কৃষি থেকে ব্যবসা পেশায় (৩৬.৫৮%) পরিবর্তন এবং শ্রমিক থেকে ব্যবসা পেশায় (৪৬.৬৬%) পরিবর্তন এবংঅন্যান্য পেশা থেকে পোর্ট শ্রমিক পেশায় পরিবর্তন (৫৩.৮৪%) উল্লেখযোগ্য।

টেবিল ১৫: পেশা পরিবর্তনের শতকরা হার

	পূর্বের পেশা (২০০০)		বর্তমান পেশা (২০১৭)		পেশা পরিবর্তনের শতকরা হার
	সংখ্যা	শতকরা হার	সংখ্যা	শতকরা হার	
কৃষি	৪১	৫১.২৫%	৪	৫%	(-) ৪৬.২৫%
ব্যবসা	৬	৭.৫%	৩৩	৪১.২৫%	(+) ৩৩.৭৫%
শ্রমিক	১৫	১৮.৭৫%	৩১	৩৮.৭৫%	(+) ২০%
চাকুরী	৫	৬.২৫%	৭	৮.৭৫%	(+) ২.৫০%
অন্যান্য	১৩	১৬.২৫%	৫	৬.২৫%	(-) ১০%
মোট	৮০	১০০%	৮০	১০০%	

(-) এবং (+) চিহ্ন দ্বারা হ্রাস ও বৃদ্ধি বোঝানো হয়েছে   তথ্যসূত্রঃ মাঠ জরিপ, ২০১৭

উপরের টেবিলে দেখা যাচ্ছে, পূর্বে অর্থাৎ ২০০০ সালে মাঠ জরিপের তথ্য অনুযায়ী, ৫১.২৫% লোক কৃষি কাজের সাথে জড়িত ছিল তা বর্তমানে ৫% যেখানে কৃষি ক্ষেত্রে পেশা পরিবর্তন শতকরা হার ৪৬.২৫% হ্রাস পেয়েছে। অনুরূপ, ২০০০ সালে ৭.৫% লোক ব্যবসার কাজের সাথে জড়িত ছিল, তা বর্তমানে অর্থাৎ ২০১৭ সালে ৪১.২৫% লোক ব্যবসার কাজের সাথে জড়িত, যেখানে ব্যবসা ক্ষেত্রে পেশা পরিবর্তন শতকরা হার ৩৩.৭৫% বৃদ্ধি পেয়েছে। । অতএব, ব্যবসার সাথে জড়িত লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। তাছাড়া পূর্বে ১৮.৭৫ % লোক শ্রমিক কাজের সাথে জড়িত ছিল তা বর্তমানে ৩৮.৭৫ %। শ্রমিক কাজের সাথে নিয়োজিত লোকের সংখ্যা ২০% বৃদ্ধি পেয়েছে।

টেবিল ১৬: ভূমি ব্যবহার ও পেশা পরিবর্তনের শতকরা হার

ভূমি ব্যবহার	ভূমি ব্যবহার পরিবর্তনের শতকরা হার	পেশা পরিবর্তনের শতকরা হার
কৃষি	(-) ১১.৮%	(-) ৪৬.২৫%
বানিজ্যিক	(+) ৭৫.১৫%	(+) ৩৩.৭৫%

(-) এবং (+) চিহ্ন দ্বারা হ্রাস ও বৃদ্ধি বোঝানো হয়েছে   তথ্যসূত্রঃ মাঠ জরিপ, ২০১৭

উপরের টেবিলটিতে অর্থনীতি ও ভূমি ব্যবহারের মিথস্ক্রিয়া দেখানো হয়েছে। ভূমির ব্যবহার পরিবর্তনের সাথে সাথে পেশার পরিবর্তন প্রক্রিয়া ও জড়িত। কৃষি ক্ষেত্রে ভূমি ব্যবহার পরিবর্তনের শতকরা হার ১১.৮০% হ্রাস পেয়েছে এবং কৃষি ক্ষেত্রে পেশা পরিবর্তনের শতকরা হার ৪৬.২৫% হ্রাস পেয়েছে। এছাড়া বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ভূমি ব্যবহার পরিবর্তনের শতকরা হার ৭৫.১৫% বৃদ্ধি পেয়েছে এবং পেশা পরিবর্তনের শতকরা হার ৩৩.৭৫% বৃদ্ধি পেয়েছে।

মানচিত্রঃ ০৮ গবেষণা এলাকার অর্থনীতি ও ভূমি ব্যবহারের মিথস্ক্রিয়া

অর্থনীতি ও ভূমি ব্যবহারের মিথস্ক্রিয়া, ওয়ার্ড ১,৭, ৮ এবং ৯ (২০০০-২০১৭)

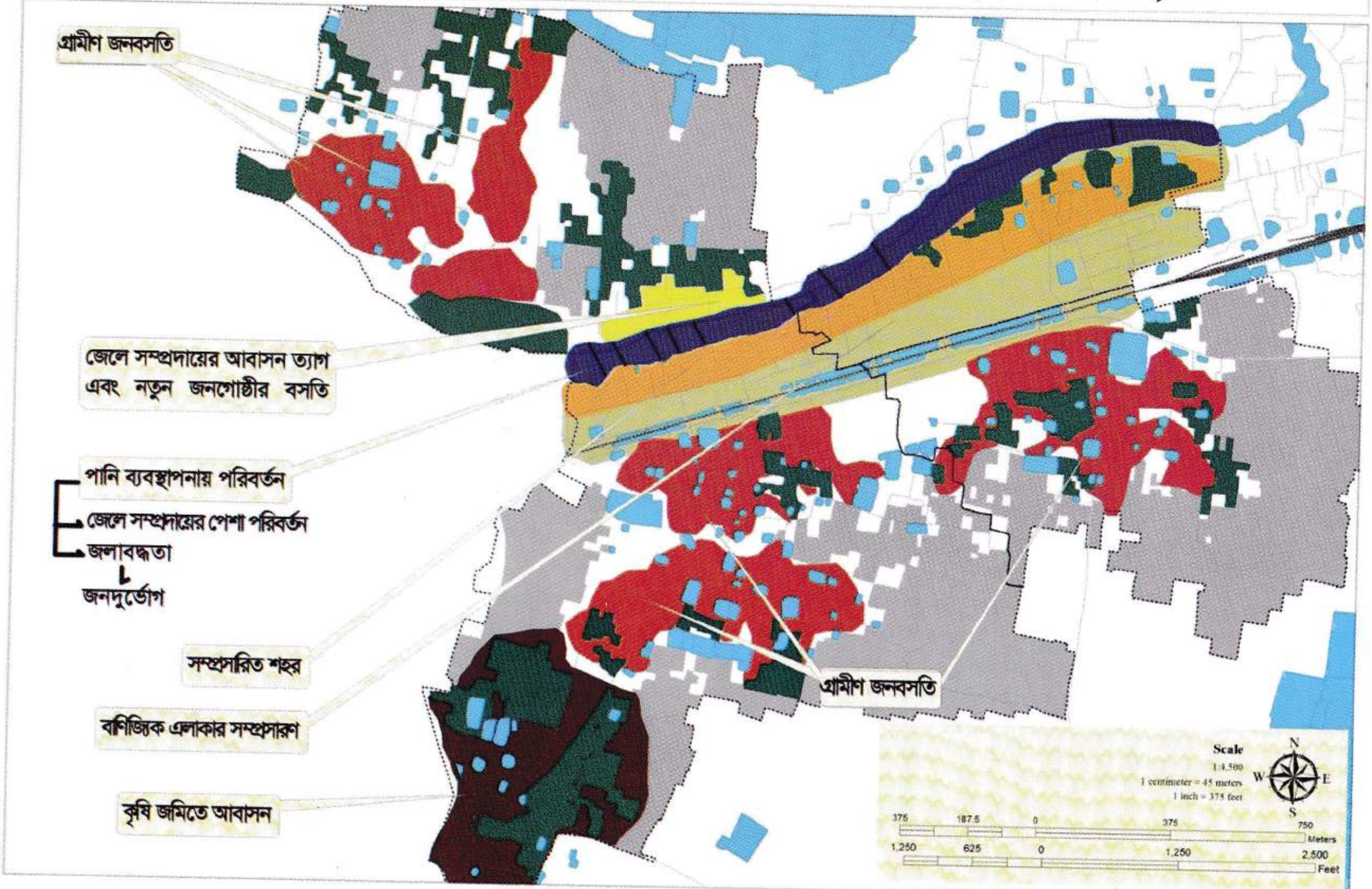

(তথ্য সূত্রঃ Preparation of Development plan for Benapole Jessore Highway Corridor Project ২০১৭)

(তথ্য সূত্রঃ Preparation of Development plan for Benapole Jessore Highway Corridor Project ২০১৭)

১০.৩ অর্থনীতি ও ভূমি ব্যবহারের মিথস্ক্রিয়াঃ

উপরের মানচিত্রঃ ০৮ গবেষণা এলাকার অর্থনীতি ও ভূমি ব্যবহারের মিথস্ক্রিয়া সর্ম্পকে দেখানো হয়েছে। অর্থনীতি ও ভূমি ব্যবহারের মিথস্ক্রিয়ার ফলে বেনাপোল স্থল বন্দর এলাকায় অভিবাসন শুরু হয়েছে, কৃষি জমি ও জলাশয়ের পরিমান হ্রাস পাচ্ছে এবং গ্রামীণ জনবসতি বৃদ্ধি পেয়েছে, নদীতে ত্রস বাঁধ দেওয়ার ফলে একটি নিম্ন শ্রেণরি হিন্দু সম্প্রদায় অনত্র বসতি স্থাপন করেছে। তাছাড়া কিছু এলাকায় কৃষি জমিতে আবাসন হয়েছে, ফলশ্রুতিতে জলাবদ্ধতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এর ফলে জন দূর্যোগ বৃদ্ধি এবং জীবনযাপনের মান নিম্ন হচ্ছে। অপরদিকে, বেনাপোল স্থল বন্দর এর কাত্রম বৃদ্ধির ফলে বাণিজ্যিক শহর এলাকার সম্প্রসারণ হচ্ছে।

অধ্যায়ঃ ১১ সুপারিশমালা

১১. গবেষণা এলাকার অর্থনীতিকে গতিশীল করার জন্য এবং ভূমি ব্যবহার উন্নয়নের ক্ষেত্রে নিম্নে সুপারিশ প্রদান করা হলোঃ

১১.১ অর্থনৈতিক খাতের উন্নয়নের ক্ষেত্রে করণীয়ঃ

- শিল্পের clustered development নিশ্চিত করতে হবে।
- কৃষি ভিত্তিক, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকে বিকশিত করতে হবে।
- এসএমই খাতে সম্ভাব্য বিনিয়োগকারীদের আকর্ষণ করার জন্য সহজ শর্তে ব্যাংক ঋণ প্রদান করতে হবে। সহজ ঋণ ছোট আকারের শিল্পগুলিতে বিনিয়োগের জন্য সম্ভাব্য বিনিয়োগকারীদের উৎসাহিত করবে এবং আকর্ষণ করবে।
- সম্ভাব্য বিনিয়োগকারীদের জন্য উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম ব্যবস্থা করতে হবে।
- স্থল বন্দরের আশে পাশের এলাকা উচ্চ উৎপাদনশীল কৃষি জমি দ্বারা বেষ্টিত। আশা করা যায় যে, এই এলাকার কৃষকরা স্থল বন্দরের উন্নয়ন এবং করিডোরের উন্নয়ন হলে তা ব্যবহার করে কৃষি-পণ্য পরিবহন এবং বাণিজ্যের জন্য ব্যবহার করবে। আবার, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকর্মগুলি কর্মসংস্থান সৃষ্টি (বিশেষ করে মহিলাদের জন্য) জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই ধরনের শিল্পগুলি গ্রোথ সেন্টারের কাছাকাছি বৃদ্ধি করতে হবে।

১১.২ ভূমি ব্যবহারের উন্নয়ন এবং আবাসনের ক্ষেত্রে করণীয়ঃ

- জমি ব্যবহারের ব্যবস্থাপনা এবং অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অংশগ্রহণমূলক ভূমি উন্নয়ন কৌশল গ্রহণ করতে হবে।
- মিশ্র ব্যবহার উন্নয়ন উৎসাহিত করতে হবে।
- আবাসিক এলাকাগুলির বাসযোগ্যতা, বাসযোগ্যতা রক্ষা এবং উন্নত করার জন্য,স্থানীয় এবং আঞ্চলিক বাজার উভয়কে সহায়তা করার জন্য সুবিধাজনক এবং সমন্বিত বাণিজ্যিক উন্নয়নের সুযোগগুলি নিশ্চিত করতে হবে।
- জনসংখ্যার অতিরিক্ত চাপ মিটানোর জন্য বিদ্যমান শহরে কেন্দ্রগুলিকে প্রস্তুত করতে হবে।
- মধ্যম এবং নিম্ন আয়ের গোষ্ঠীর জন্য সহজযোগ্য হাউজিং ফাইন্যান্স নিশ্চিত করতে হবে।
- স্থল বন্দর এলাকায় ভ্রমণকারীদের জন্য সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করতে হবে।
- দরিদ্রদের জন্য আবাসন সরবরাহ বৃদ্ধি নিশ্চিত করতে হবে।
- বেসরকারি খাতে হাউজিং উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সকল সেবা এবং সুবিধাগুলি প্রদান করতে হবে।
- যে কোনও অঞ্চলে জনসংখ্যার অনাকাঙ্ক্ষিত ঘনত্ব এড়াতে সমস্ত ইউনিয়নের জন্য ন্যায়সঙ্গত উন্নয়ন নিশ্চিত করতে।
- স্থানান্তৃত জনসাধারণের জন্য বিদ্যমান শহরে কেন্দ্রগুলিকে প্রস্তুত করতে হবে।
- জনগণের জন্য সুস্থ জীবনযাত্রার পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে।
- মাইগ্রেটেড লোকের জন্য ক্যাপাসিটি বৃদ্ধি করতে হবে।

১১.৩ শাসন এবং প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার উন্নয়নের ক্ষেত্রে করণীয়ঃ

- নগর ও গ্রামীণ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী করা
- পরিকল্পনা কার্যক্রম জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।

অধ্যায়ঃ ১২ উপসংহার

বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যকার স্থল বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র হিসেবে বেনাপোল স্থল বন্দর ব্যবহৃত হয়। বেনাপোল স্থল বন্দর এর উন্নয়ন হলে অর্থনীতির উন্নয়ন হবে, যার ফলে পাশাপাশি ভূমি ব্যবহার ও পরিবর্তিত হবে। বেনাপোল স্থল বন্দরের উন্নয়নের জন্য অবকাঠামোর পরিবর্তন করে বন্দরকে আধুনিকায়ন করতে হবে, ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে, আধুনিক ইন্ট্রিগ্রেটেড চেকপোস্ট করতে হবে। অর্থনীতির উন্নয়ন হলে ভূমি ব্যবহার ও পরিবর্তিত হবে; তাই ভূমি ব্যবহারের ক্ষেত্রে কৃষি জমি ও জলাধার সংরক্ষণ করতে হবে, বন্যা কবলিত এলাকা এবং নিচু জমিতে উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

অর্থনীতি অগ্রগতি অব্যাহত রাখতে, অর্থনীতিতে ও ভূমি ব্যবহারের কাজ চিন্তা শিল্পাঞ্চল উন্নয়নের পর্যাপ্ত সুবিধা প্রদান করতে হবে। স্থানীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ের বাজারকে সহায়তার জন্য বাণিজ্যিক উন্নয়ন করতে হবে। উন্নয়নের সাথে খালি জায়গা/পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে।

তথ্য সূত্রঃ

১. বিবিএস, ১৯৯১, *Population & Housing Census,Community Report, jessore*, Bangladesh Bureau of Statistics, Ministry of Planning, Government of The People's Republic Of Bangladesh.

২. বিবিএস, ২০০১, *Population & Housing Census,Community Report, jessore*, Bangladesh Bureau of Statistics, Ministry of Planning, Government of The People's Republic Of Bangladesh.

৩. বিবিএস, ২০১১, *Population & Housing Census,Community Report, jessore*, Bangladesh Bureau of Statistics, Ministry of Planning, Government of The People's Republic Of Bangladesh.

৪. Cited in: http://www.dailysangram.com/post/250594: Retrived on 29 November 2016

৫. Cited in: https://en.wikipedia.org : Retrived on 16 December 2016

৬. Cited in: http://thenewse.com/?p=41831: Retrived on 29 November 2016

৭. Cited in: https: //www.adb.org/sites/default/files/linked-documents/40540-014-ban-oth.pdf: Retrived on 29 November 2016

৮. Cited in: দৈনিক সংগ্রাম, ০৯ নভেম্বর ২০১৬ : Retrived on 16 December 2016

৯. Cited in: http://en.banglapedia.org/Landuse : Retrived on 16 December 2016

১০. Cited in: https://en.wikipedia.org/wiki/Land_management) : Retrived on 30 December 2016

১১. Cited in: https:://en.wikipedia.org/wiki/Land-use_planning: Retrived on 30 December 2016

১২. Cited in: http://en.banglapedia.org/index.php?title=Sharsha_Upazila/*Source* Bangladesh : Retrived on 30 December 2016

১৩. Cited in: http://bn.banglapedia.org: Retrived on 30 December 2016

১৪. Cited in: http://www.jessore.info/index.php? option=content&value: Retrived on 30 December 2016

১৫. Islam, K. S.2017, *Final Report, Plan Book, Preparation Of Development Plan For Benapole-Jessore Highway Corridor Project*,Urban Development Directorate (Udd), Ministry Of Housing And Public Works ,Government Of The People's Republic Of Bangladesh

১৬. *Report on Regional Road Connectivity Bangladesh Perspective*, January 2016, Ministry of Road Transport and Bridges, Road Transport and Highways Division, Government of The People's Republic Of Bangladesh.

অর্থনীতি ও ভূমি ব্যবহারের মিথস্ক্রিয়া ঃ বেনাপোল-যশোর হাইওয়ে করিডোর প্রেক্ষাপট গবেষণার Check List

Check List for FGD	
গবেষণার শিরোনামঃ অর্থনীতি ও ভূমি ব্যবহারের মিথস্ক্রিয়া ঃ বেনাপোল-যশোর হাইওয়ে করিডোর প্রেক্ষাপট	
উত্তর দাতাদের নাম ও সংখ্যাঃ	
এলাকাঃ	
স্থায়ী বাসিন্দা/অস্থায়ী বাসিন্দাঃ	

বিষয়	উত্তর
অর্থনৈতিক কাঠামো আগে কি ছিল?	
বর্তমান অর্থনৈতিক কাঠামো কি?	
পরিবর্তনের কারণ কি ?	
জমিতে কয় ফসল হত?	রবি শস্য
	খরিপ শস্য-
এখন কয় ফসল হয়?	রবি শস্য-
	খরিপ শস্য
জমিতে ফসল চাষাবাদের পরিবর্তনের কারণ কি?	
কি কি নদী হাওর, বাওর আছে তার নাম?	
নদীর দৈর্ঘ্য কত ছিল এখন কত আছে?	
স্থানীয় রাস্তার প্রশস্থ কত?	
এ অঞ্চলের বনায়ন সামাজিক বনায়ন না মানব সৃষ্ট বনায়ন?	
এ অঞ্চলের মানব সৃষ্ট বনায়নের কারণগুলো কি?	
মানব সৃষ্ট বনায়ন কি Homestead এর অংশ?	
এ অঞ্চলের সামাজিক বনায়নের কারণগুলো কি?	
বনায়নের প্রকৃতি বা বিভিন্ন গাছের নাম	
বেনাপোল পোর্ট থেকে মাসিক কত টাকা আয় আসে?	
বিভিন্ন আয়ের উৎসগুলো কি কি?	
আর্থিক প্রতিষ্ঠান, বাজারের সংখ্যা?	
দৈনিক কার্যক্রম কি কি এবং তা অতীতের সাথে মিল আছে কি? মিল না থাকলে পরিবর্তনের কারণ কি?	
এই পরিবর্তনের সাথে সাথে তাদের চাহিদা কি?	

অর্থনীতি ও ভূমি ব্যবহারের মিথস্ক্রিয়া ঃ বেনাপোল-যশোর হাইওয়ে করিডোর প্রেক্ষাপট গবেষণার পূরণকৃত Check List এর নমুনা

Ward ঃ07

Check List for FGD	
গবেষণার শিরোনামঃ অর্থনীতি ও ভূমি ব্যবহারের মিথক্রিয়া ঃ বেনাপোল-যশোর হাইওয়ে করিডোর প্রেক্ষাপট	
উত্তর দাতাদের নাম ও সংখ্যাঃ	
এলাকাঃ	
স্থায়ী বাসিন্দা/অস্থায়ী বাসিন্দাঃ	

বিষয়	উত্তর
অর্থনৈতিক কাঠামো আগে কি ছিল?	কৃষি ছিল, মাছ ধরত হাকর নদী ও অন্যান্য বাওড় থেকে।
বর্তমান অর্থনৈতিক কাঠামো কি?	ব্যবসা। কৃষি কাজ কেউ করে না, বাইরের লোকজন Export Import এর ব্যবসা করছে।
পরিবর্তনের কারণ কি ?	বাইরে থেকে লোকজন জমি ক্রয় করে স্থায়ী হয়েছে। জনবসতি কম ছিল এখন বেড়েছে।
জমিতে কয় ফসল হত?	রবি শস্য- কৃষি জমি ছিল। ধান, পাট হত
	খরিপ শস্য-
এখন কয় ফসল হয়?	রবি শস্য- এখন কৃষি জমি ~~কমে~~ কমে গেছে
	খরিপ শস্য-
জমিতে ফসল চাষাবাদের পরিবর্তনের কারণ কি?	ধান চাষ হয় বেশি, আর কম হয়। তাই
জলাশয়ের পরিমান হ্রাস বা বৃদ্ধিও কারণ?	হাকর নদী ছিল। [illegible] হয়েছে। নদীতে বাঁধ দিয়ে পুকুরে পরিণত হয়েছে।
স্থানীয় রাস্তার ব্যবহার?	নতুন পিচ ঢালা রাস্তা হয়েছে।
এ অঞ্চলের বনায়ন সামাজিক বনায়ন না মানব সৃষ্ট বনায়ন?	বনায়ন যা তা আছে মানবসৃষ্ট

h:\project check list.docx

এ অঞ্চলের মানব সৃষ্ট বনায়নের কারণগুলো কি?	আগের তুলনায় মানবসৃষ্ট বনায়ন।
মানব সৃষ্ট বনায়ন কি Homestead এর অংশ?	মেহগনি বাগান, আগে জঙ্গল ছিল.
এ অঞ্চলের সামাজিক বনায়নের কারণগুলো কি?	~~জঙ্গল ছিল,~~
বনায়নের প্রকৃতি বা বিভিন্ন গাছের নাম	মেহগনি বাগান, আম বাগান
বেনাপোল পোর্ট থেকে মাসিক কত টাকা আয় আসে?	সঠিক তথ্য জানা যায় নি, সর্বোচ্চ আয় ২০১৫-১৬ তে হয়।
আর্থিক প্রতিষ্ঠান, বাজারের সংখ্যা?	৭ থেকে ৮০০ Agency আছে, ৪০০ থেকে ৫০০ শ্রমিক।
দৈনিক কার্যক্রম কি কি এবং তা অতীতের সাথে মিল আছে কি? মিল না থাকলে পরিবর্তনের কারণ কি?	পরিবর্তন হয়েছে। এখন Clearing & Forwarding এবং Export Import নিয়ে ব্যবসা করছে। আগে মাছ ধরা + কৃষি কাজ করত।
এই পরিবর্তনের সাথে সাথে তাদের চাহিদা কি?	বেনাপোল স্থল বন্দর এর পাশে বাইপাস রাস্তা চালু হলে আরও সুবিধা লাভ হবে।

* আগে যে lower land ছিল সেখানে lower class হিন্দুরা shift হয়েছে, যদি সুবিধা ব্যবহার করেন। Unskilled লোকজন / labour force তারা ব্যবসা বাণিজ্য ও করতে পারছে না তারা ট্রাক চালক, দালালি, সরকারি বা বিভিন্ন কাজ করছে।

* স্বাধীন হওয়ার পর থেকে port ছিল। তখন কিছু আমদানি-রপ্তানি ক্যাম্প টার্মিনাল ছিল যেখানে মাটি ছিল (কাদার)। ৪-৫ টা ছিল। ২০১০ এর পর Train রাস্তার পর Developed হয়েছে।

* ট্রেন রাস্তার উপরে বাইপাস ছাড়া অন্য কোন রাস্তা ছিল না। আগে মুক্তিযোদ্ধা বিভাগ রাস্তা ছিল। বাইপাস হওয়ার কারণে কিছু কিছু settlement হচ্ছে।

h:\project check list.docx

* বেনাপোলে আগে ১০-১২ টা পোর্ট ছিল। সব জমি কৃষি জমি ছিল। custom quarter হয়।

অর্থনীতি ও ভূমি ব্যবহারের মিথস্ক্রিয়া ঃ বেনাপোল-যশোর হাইওয়ে করিডোর প্রেক্ষাপট বিষয়ে অনুষ্ঠিত Focus Group Discussion (FGD) এ উপস্থিত সদস্যদের উপস্থিতির তালিকাঃ

নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের আওতায় গবেষণা অর্থনীতি ও ভূমি ব্যবহারের মিথস্ক্রিয়া ঃ বেনাপোল-যশোর হাইওয়ে করিডোর প্রেক্ষাপট বিষয়ে শার্শা উপজেলার ওয়ার্ড নংঃ ০৭ অনুষ্ঠিত Focus Group Discussion (FGD) এ উপস্থিত সদস্যদের উপস্থিতির তালিকাঃ

ক্র.নং	নাম ও পদবী	সংস্থার নাম	মোবাইল নং	স্বাক্ষর
১	আলহাজ্ব মো: মিজানুর রহমান	কাউন্সিলর, ৭নং গাজীপুর ওয়ার্ড বেনাপোল পৌরসভা	০১৭২৪৭৬-১০১১	[illegible]
২	দীপক কুমার মিত্র নির্বাহী প্রকৌশলী	বেনাপোল পৌরসভা	০১৭১২-২৬০০৭৫	[illegible]
৩	মফিজুর রহমান ম্যানেজার		০১৭১৬-৮৯০৮৭২	
৪	মো: [illegible]		[illegible]	[illegible] ২৬/১২/১৫
৫	মো: [illegible]	সাংবাদিক	01675771193	[illegible] 26/12/15
৬	কামাল হোসেন	ব্যবসা	01629830981	কামাল
৭	সুনিল কুমার		01921704396	সুনিল
৮				
৯				
১০				
১১				
১২				

নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের আওতায় গবেষণা অর্থনীতি ও ভূমি ব্যবহারের মিথস্ক্রিয়া ঃ বেনাপোল-যশোর হাইওয়ে করিডোর প্রেক্ষাপট বিষয়ে শার্শা উপজেলার ওয়ার্ড নংঃ ০১ অনুষ্ঠিত Focus Group Discussion (FGD) এ উপস্থিত সদস্যদের উপস্থিতির তালিকাঃ

ক্র.নং	নাম ও পদবী	সংস্থার নাম	মোবাইল নং	স্বাক্ষর
১	মো: আহাদ্দ রহমান (বাবুল)	কাউন্সিলর বেনাপোল পৌর ward-01	০১৮১৮ ৫০৯৯৩১	[illegible]
২	মো: মহাতাব উদ্দিন	বেনাপোল পৌর আওয়ামী লীগ যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক	০১৭১১ ৯৬ ৫১০১	[illegible]
৩	মো: মফিজুর রহমান ব্যাপারী		01715232201	[illegible] 27/12/16
৪	মো. আ. রাজ্জাক		০১৯২০২৫২৮৯১	[illegible] 27.12.16
৫	মো: সাজ্জাদ চৌধুরী		০১৫৭৫২৭৭৬৫	সাজ্জাদ ২৭/১২/১৬
৬	মোতালেব হোসেন		01781251436	মোতালেব ২৭/১২/১৬
৭	আসাদুজ্জামান		01719856923	আসাদুজ্জামান
৮				
৯				
১০				
১১				
১২				

নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের আওতায় গবেষণা অর্থনীতি ও ভূমি ব্যবহারের মিথস্ক্রিয়া ঃ বেনাপোল-যশোর হাইওয়ে করিডোর প্রেক্ষাপট বিষয়ে শার্শা উপজেলার ~~ওয়ার্ড নং-০৭~~ অনুষ্ঠিত Focus Group Discussion (FGD) এ উপস্থিত সদস্যদের উপস্থিতির তালিকাঃ

ক্র.নং	নাম ও পদবী	সংস্থার নাম	মোবাইল নং	স্বাক্ষর
১	মো: [illegible]	সা: সম্পাদক আওয়ামী লীগ শার্শা উপজেলা	০১৭১১ ৬৫৫৯০০	[signature]
২	মো: নাসির উদ্দীন	সা: সম্পাদক বেনাপোল পৌর আওয়ামীলীগের	01711942521	[signature] 25/12/16
৩	[illegible]	সহ সভাপতি ,,	01711445604	[signature]
৪	মো: [illegible]	সহ: সাহিত্য সম্পাদক	01745387802	[signature]
৫	মো: আকবর হোসেন	প্রচার সম্পাদক বেনাপোল পৌর আওয়ামীলীগ	01711-971183.	[signature] 25/12/16
৬	মোঃ মজনুর রহমান	সভাপতি ৭নং ওয়ার্ড আওয়ামীলীগ	01711785929	[signature] 25/12/16
৭	[illegible]	৭ নং ওয়ার্ড সদস্য [illegible]	০১৮৭৪১০০৬২৭	[signature] ২৫/১২/১৬
৮				
৯				
১০				
১১				
১২				

নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের আওতায় গবেষণা অর্থনীতি ও ভূমি ব্যবহারের মিথস্ক্রিয়া ঃ বেনাপোল-যশোর হাইওয়ে করিডোর প্রেক্ষাপট বিষয়ে শার্শা উপজেলার Ward- ০৯ অনুষ্ঠিত Focus Group Discussion (FGD) এ উপস্থিত সদস্যদের উপস্থিতির তালিকাঃ

ক্র.নং	নাম ও পদবী	সংস্থার নাম	মোবাইল নং	স্বাক্ষর
১৩	[illegible]	আইডিয়াল অর্গানাইজেশন	[illegible]	[signature] ২৬/১২/১৬
১৪	মোঃ কামাল কাদু	[illegible]	০১৯১৪০৭২০২৫	[signature]
১৫	মো: জামাল	ব্যবসায়ী	01765440482	[signature] ২৬/১২/১৬
১৬	মাহামুদুল	কৃষি	01929 019168	[signature]
১৭	হাফিজুর রহমান	ব্যবসা	01790752299	[signature] ২৬/১২/১৬
১৮	শেখ সামসুদ্দিন	শিক্ষক	01748848894	[signature] 26/12/16
১৯	কাউসার মাহমুদ	ছাত্র	01787579757	[signature] 26.12.16
২০				
২১				
২২				
২৩				
২৪				

অর্থনীতি ও ভূমি ব্যবহারের মিথস্ক্রিয়া ঃ বেনাপোল-যশোর হাইওয়ে করিডোর প্রেক্ষাপট গবেষণার FGD তে স্থানীয় জণগণের মতামত ম্যাপে উপস্থাপন

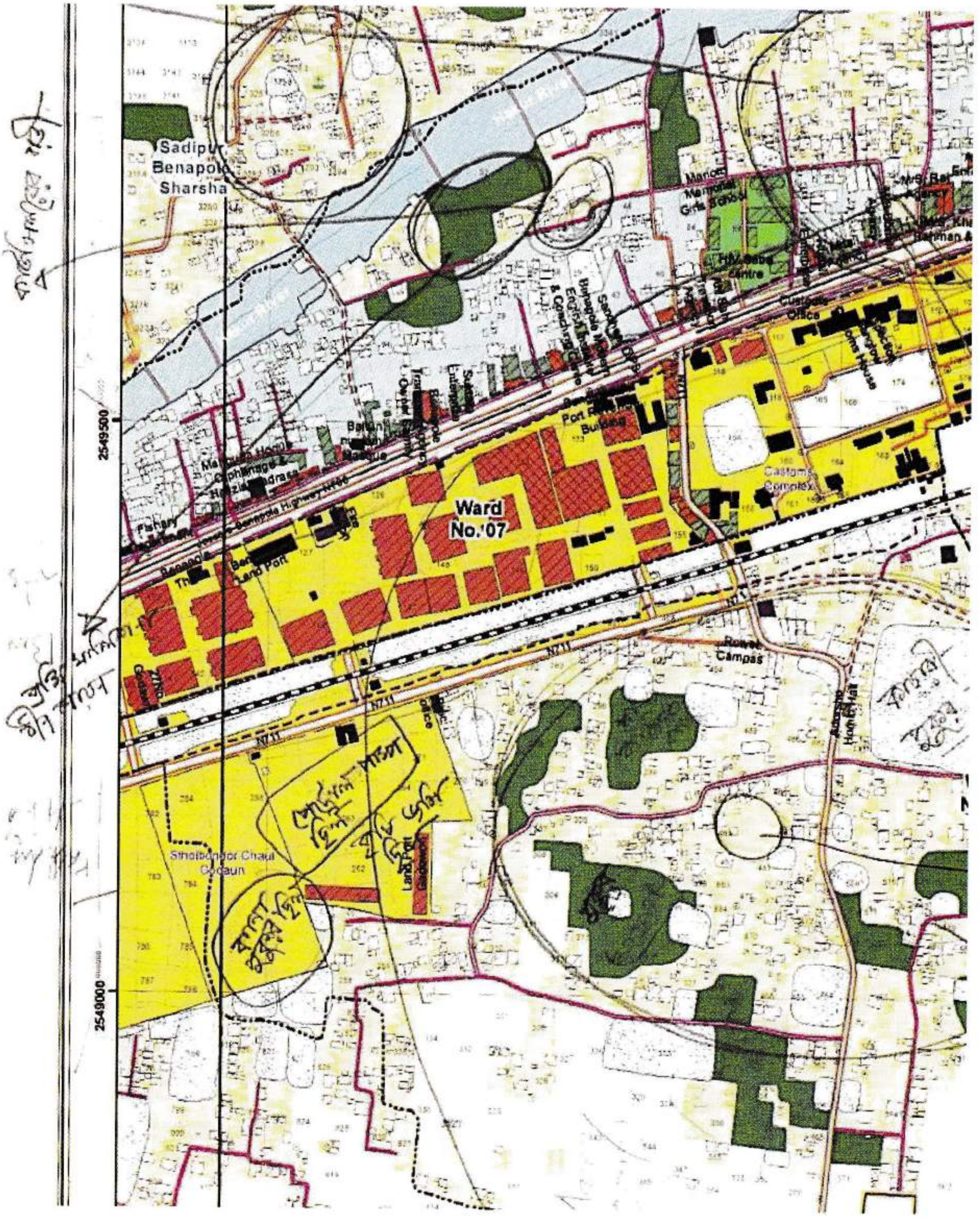

অর্থনীতি ও ভূমি ব্যবহারের মিথস্ক্রিয়া ঃ বেনাপোল-যশোর হাইওয়ে করিডোর প্রেক্ষাপট গবেষণার FGD কিছু ছবি

ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন এর ছবি

বেনাপোল স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষের উপ-পরিচালক (ট্রাফিক) জনাব আব্দুল জলিল এর সাথে আলোচনা

গবেষণা এলাকায় জরিপ

অর্থনীতি ও ভূমি ব্যবহারের মিথস্ক্রিয়া ঃ বেনাপোল-যশোর হাইওয়ে করিডোর প্রেক্ষাপট গবেষণার জরিপ প্রশ্নপত্র

নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
প্রধান কার্যালয়, ৮২, সেগুনবাগিচা,
ঢাকা-১০০০

গবেষণার শিরোনামঃ অর্থনীতি ও ভূমি ব্যবহার মিথস্ক্রিয়া গবেষনার সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য প্রস্তুতকৃত

জরিপ প্রশ্নপত্র-২০১৭
(সংগৃহীত তথ্যাবলী শুধুমাত্র গবেষণার কাজে ব্যবহার করা হবে)

(১) উত্তরদাতার নাম ও ঠিকানাঃ মোঃ মিয়া, বড় আচড়া

(২) উত্তরদাতার লিঙ্গঃ

- ☐ মহিলা
- ☑ পুরুষ

(৩) উত্তর দাতার বর্তমান পেশাঃ

- ☐ কর্মচারী
- ☐ মৎস্য/পশু সম্পদ
- ☐ কৃষি
- ☐ অ-কৃষি শ্রমিক
- ☐ ক্ষুদ্র শিল্প
- ☑ ব্যবসা
- ☐ নির্মাণ শ্রমিক
- ☐ কৃষি শ্রমিক
- ☐ ট্রান্সপোর্ট
- ☐ চাকুরী
- ☐ অন্যান্য

(৪) উত্তরদাতা ২০ বছর পূর্বের/১০ বছর পূর্বের পেশা কি ছিল?

- ☐ মৎস্য
- ☐

(৫) উত্তরদাতা ২০ বছর পূর্বে কোথায় বসবাস করত? এখন এখানে স্থায়ী/অস্থায়ী কিনা?

- ☐ গোপালগঞ্জ, স্থায়ী

(এতক্ষণ ধৈর্য্য সহকারে সাক্ষাৎকার দেয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ)

....
স্বাক্ষর